দুঃখীর ইমান

নাট্যকার

শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী

নাট্যকারের নিবেদন

সুধী জনগণের সমাদর পেয়ে এই নাটকটী ধন্য হ'য়েছে। তাই এর সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করতে হ'লে, যাঁরা এর রচনার সূচনায় প্রেরণা এনে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয় সকলের আগে।

সুন্দর দীঘির সহজ সরল চাষীদের সংস্পর্শে এসে সর্ব্ব প্রথমে তাদের জীবনের সুখ দুঃখ, হতর অভিযোগ ও ঘাত প্রতিঘাত নিয়ে একটা কিছু লেখার ইচ্ছা মনে হয়েছিল। বাইবেলের Abel, রত্নগর্ভা বসুন্ধরার অফুরন্ত সম্পদ দান বহু শ্রমে আহরণ করে', মানব সভ্যতার শোভা, সৌষ্ঠব ও গৌরব বাড়িয়েও পরধন লোভী ইন্দ্রিয়-সুখ-সর্ব্বস্ব Cainএর দ্বারা নিপীড়িত, লুণ্ঠিত ও হত হ'য়েছে। এরাও ঠিক Abel-এর মত নিপীড়িত। এদের দেখে,—বিশেষ করে' ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে এদের অবস্থা দেখে Deserted villageএর চির প্রসিদ্ধ ক'টা কথা প্রায়ই মনে পড়ত।

Ill fares the land, to hastening ills a prey
Where wealth accumulates and men decay,

* * *   * * *   * * *

But a bold peasantry, their Country's pride
When once destroyed, can never be supplied.
Here while the proud their long drawn pomps display,
There the black gibbet glooms besides the way.

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতের দল, যারা ধনলোভীর লোভের যূপ-কাষ্ঠে বলি হ'য়েছিল তাদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য এই নাটকটী উৎসর্গ করেছি তাদেরই হাতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের

এই ভাব বিলাসের জন্য কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়েছি. কারণ আমি জানি এ নাটকের নামও তারা শুনবে না, রস গ্রহণ ত' দূরের কথা।

রচনা শেষ হবার আগেই গাইবান্ধার সাহিত্য সম্মেলনের সময় সুসাহিত্যিক ও সুসমালোচক সজনীকান্ত দাস মহাশয়কে খানিকটা পড়ে শুনিয়েছিলাম। তিনি তখনই নাটকটি শেষ করবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। সে উৎসাহটুকু না পেলে হয়ত জীবনের অনেক অসম্পূর্ণ সদিচ্ছার মত এ নাটকও অসম্পূর্ণই থেকে যেত। তাই এ নাটকের অর্জ্জিত সুনামের জন্য প্রথম ঋণ তাঁর কাছে।

নাটক রচনা শেষ হওয়ার পর Indian Peoples Theatreএর উৎসাহী সভ্যেরা একে রূপ দেবার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু নানা কারণে হ'ল না। শুনে ভাল লাগলেও মঞ্চস্থ হ'লে এর পরিণতি কি হবে, এই ভেবে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষেরা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কলারসিক নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একে প্রথমে মিনার্ভা ও পরে শ্রীরঙ্গমের দরবারে হাজির করলেন। ফল হ'ল না। এর প্রাকৃত ভাষা ও পরিবেশের জন্য পরিত্যক্ত হ'য়ে অচল পয়সার মত এটি সুটকেশের এক ধারে পড়ে রইল।

তারপর হঠাৎ এক শুভক্ষণে আবার মনোরঞ্জন বাবুর চেষ্টাতেই নাটকটি নাট্যাবিনোদ শিশিরকুমার ভাড়ুড়ী মহাশয়কে পড়ে' শোনাবার সুযোগ হ'ল। তিনি এর রূপায়ণের ভার নিলেন।

বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের প্রতিভা অনেক পরিবর্ত্তন এনেছে, অনেক নূতনত্বের সূচনা করেছে। তাঁর সেই নব নব উন্মেষ শালিনী প্রতিভাই এ নাটকের নূতনত্বের জন্য রঙ্গমঞ্চে একে রূপ দেবার সৎসাহস তাঁকে জুগিয়েছে। নাটকে যা লেখা থাকে, না লেখা থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী। তাই নাটক রূপায়িত না হ'লে তার সমগ্র রসের স্বাদ পাওয়া যায় না। আজ দর্শকগণের মধুকর মনোবৃত্তি

এ নাটকে যে মধুটুকুর স্বাদ পেয়েছে তা' অনাস্বাদিতই থেকে যেত যদি না ভাদুড়ী মহাশয় একে মঞ্চস্থ করতেন। তাঁর সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও দূর দৃষ্টিকে তাই অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশেষ করে' কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি শ্রীরঙ্গমের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের। তাঁরা প্রচুর কষ্ট স্বীকার করে' এই নাটকের প্রাকৃত ভাষা আয়ত্ব করেছেন এবং ছিন্ন মলিন অপরিচ্ছন্ন সজ্জায় ও স্বেচ্ছাবিকৃত রূপ সজ্জায় নাটকের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও বাস্তব ক'রে তুলে, দর্শকগণের মনের রস-চেতনাকে অভিভূত ক'রে, হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন, এবং ভাবিয়েও দিয়েছেন।

বাঙ্গলার কলারসিক সমালোচকগণ অশেষ সুখ্যাতি ক'রে আমাকে অভিভূত ক'রেছেন। ভাল লেগেছে বলে, ত্রুটী বিচ্যুতির কথার উল্লেখও তাঁরা করেন নি। যদিও সেগুলি তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি তা জানি।

নাটকটি সফল হ'য়েছে—সার্থক হ'য়েছে তাই—দর্শক ও পাঠকগণের কাছে আমার আরও কয়েকটী কথা নিবেদন করার ইচ্ছা হ'য়েছে।

প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও একখানি সুলিখিত নাটকও নিষ্ফল হ'তে পারে যাঁদের অবহেলায়, নাট্য জগতে তাঁদের দাবীও কম নয়। নাটকের ঘাত প্রতিঘাত, ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ ইত্যাদির সাহায্যে অভিনেতাগন যে রস সৃষ্টি করে, সেগুলি সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্ফল হ'তে পারে যদি দর্শক বা পাঠকগণের ভাবগ্রাহী মন পরিবেশিত ইঙ্গিতের সাহায্যে নিজেদের মনে ভাব সৃষ্টি ক'রে রসাস্বাদন না করেন। নাটকের দৃশ্য, সজ্জা, প্রেক্ষাগৃহে, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি সব কিছুই দর্শকের মনে সেই মায়া টুকুর সৃষ্টি কর্তেই সহায়তা করে। পাঠক কিন্তু এ সব কিছু না থাকা সত্বেও শুধু ধারণার সাহায্যে ভাব সৃষ্টি ক'রে রসাস্বাদন করে। তাই নাটকের সার্থকতা মূলত নির্ভর করে দর্শকের ও পাঠকের ভাবগ্রাহী মনের উপর।

একটি নাটক সফল হ'লে—

"পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।"

প্রযোজক, প্রযোগকর্ত্তা নাট্যকার, অভিনেতা এমন কি ধারক বা টিকেট বিক্রেতারাও এর গৌরবের অংশ দাবী করেন। কিন্তু সবার উপর সে দাবী করতে পারে দর্শকগণের ভাবগ্রাহী মন—যারা প্রেক্ষাগৃহের জীর্ণ আসনে ব'সে, নিরন্তর ছারপোকার দংশন সহ্য করেও নিতান্ত পরিচিত নট নটীর অপটু রূপসজ্জা ও অভিনয় এবং সবার উপর পরিবেশনের দৈন্য থাকা সত্বেও নাটকের রসাস্বাদন ক'রে তৃপ্ত হয়ে থাকেন। সে মন কিন্তু কেন ভাল লাগল সে বিষয়ে কদাচিৎ চিন্তা ক'রে থাকে। জিজ্ঞাসার উত্তরে অনেক সময় ভ্রান্ত মতামতও দিয়ে বসে। সেই প্রকাশ বিমুখ রসগ্রাহী মনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে বলেই এই ব্যবসায়ে প্রায় সকলেই নিজ নিজ স্বার্থান্ধ মতামত এর দোহাই দিয়েই চালিয়ে যান। দর্শক বুঝবে না, দর্শক টের পাবে না, দর্শক চায় না, ইত্যাদি অনেক রকমের কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। অনেক সময় অনেক পরিহার যোগ্য ত্রুটি দর্শকের চাহিদার নাম করে চালিয়ে যাওয়া হয়। এই ব্যবসায়ে নেতৃস্থানীয় অনেকেরই দর্শকগণের রসগ্রাহীতা সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণা আছে। তাই বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে রসের ব্যভিচার ও অবাস্তব ভাব বিলাসের এত আড়ম্বর আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। নূতন কিছু দেখলে অনেক কর্ত্তৃপক্ষ ভয় পান। প্রতিভাও তাই এদের কাছে থেকে সঙ্কোচে দূরে সরেই থাকে। পরিবেশনের অভিজ্ঞতা ও দর্শকের অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে এরা অনেক অবিচার ও অত্যাচার করেন।

দর্শকের চাহিদা মেটাতেই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব। বোধ হয় দর্শক সাধারণ এ বিষয়ে একটু অবহিত ও সচেতন হ'লে রঙ্গমঞ্চের বর্ত্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা ক্রমে সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে।

নাট্যকারের পক্ষে নাটকের রস প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া প্রগল্ভতা। সে দায়িত্ব সমালোচকের। দর্শকগণ নিশ্চয় অন্তর্নিহিত রসটুকু সন্ধান পেয়েছেন। নতুবা দীর্ঘ দিন সাফল্যের সঙ্গে এ নাটক অভিনীত হ'ত না। এখন পাঠক সে আনন্দটুকু পেলেই এই নাটক ছাপিয়ে বের করা সার্থক হয়।

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার একদিন মহলার সময় আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—'নাটকটী আপনি inspired হ'য়ে লিখেছেন না সব কিছু চিন্তা করে' plan করে' লিখেছেন ?' প্রশ্নটী এসেছিল তাঁর সুসমালোচক মন থেকে। সেদিন এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। নাটকটি অভিনীত হবার পর, অনেক দিন অভিনয় দেখে ও চিন্তা করে' এর উত্তর খুঁজে পেয়েছি। রচনার সময় inspired হয়েছিলাম এ দেশের ও বিদেশেরবহু মনীষির চিন্তাধারার সংস্রবে এসে। বিশেষ করে' বঙ্কিমচন্দ্রের "বাংলার কৃষক" ও "রামধন পোদ" বহু প্রেরণা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছেও আমার ঋণ অনেক। বিদেশের Synge, Bernard Shaw এবং H. G. Wellsএর নাম উল্লেখ না করলে অপরাধী হব।

চিন্তা ও plan করেছি যে অবস্থায় যাদের দেখে, পঞ্চাশের মন্বন্তর তাদের অনেকেই এই হতভাগ্য দেশ থেকে চির বিদায় নিয়ে চিরশান্তি ধামে.গিয়ে জুড়িয়েছে।

যারা আজও বেঁচে আছে তারা রাত্রির সাধনা করে প্রভাতকে বরণ করে' আনবে, এই আশায় উন্মুখ হ'য়ে দিগন্তে চেয়ে আছে—,কবে এ মেকী সভ্যতার দম্ভ দূর হবে—কবে শাসন সংরক্ষণের নামে হৃদয়হীন শোষণের অবসান হবে—কবে মানব সভ্য সমাজ হৃদয়ধর্ম্মী হবে—সেই আশায়।

সাহিত্যিকের ধর্ম্ম রাখতে নাটকে মাষ্টার মহাশয়ের মুখে আশার বাণী দিয়েছি—হৃদয় ধর্ম্ম সব নিয়মের, সব আইনের, সব প্রথার উপরে—এ কথা বলবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু সংশয় কুহেলিকাচ্ছন্ন মন আলোর আশায় চারিদিকে চাইছে। মন নিরন্তর প্রশ্ন করছে—তিমির বিনাশন সে আলো এ জগতে আবার আসবে কি ?

বিনীত

নাট্যকার

শ্রীতুলসী দাস লাহিড়ী

দ্বিতীয় প্রকাশের কৈফিয়ৎ

নাটকের পাঠক আমাদের দেশে ২ ' মঞ্চ সফলতার সুনাম থাকিলেও, সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অভিনয় করা সহজ সাধ্য না হইলে কোনও নাটকের দ্বিতীয় প্রকাশের সৌভাগ্য হয় না। এ নাটকে অন্য অসুবিধা বিশেষ না থাকিলেও আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষা অনেকের নিকট অসুবিধা জনক বলিয়া মনে হয়। তথাপি আমার পক্ষে সেই দুর্লভ সৌভাগ্য অন্য ভাবে আসিয়াছে। বিগত দাঙ্গার সময় অনেক কয় খানি বই, লুট হইয়া গিয়াছে এই অজুহাতে, পর হস্তগত হয়। মাঝে মাঝে সেগুলি ফুটপাথে আত্মপ্রকাশও করিত। ইদানীং করে না। অথচ মাঝে মাঝে চাহিদাও আসে। তাই ডি, এম লাইব্রেরীর শ্রদ্ধেয় গোপাল দার উৎসাহে এর পুন প্রকাশ করা গেল। শ্রীযুক্ত গোপাল দার এই সৎ সাহস সার্থক করার ভার পাঠক ও সৌখীন সম্প্রদায়গুলির উপর ছাড়িয়া দিয়া ফলাফলের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি—

নাট্যকার

শ্রী তুলসী দাস লাহিড়ী

দুঃখীর ইমান

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—

১৩৫০ সাল। বাংলার চরম দুঃখের দিন। দুর্ভিক্ষের ছায়া দিকে দিকে ঘনাইয়া আসিল। বিশ্বযুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সের আকারে জনসাধারণের উপর নিদারুণ চাপ দিতে লাগিল, আবার তাহার উপর আসিল লোভী ব্যবসায়ীর দল ও নিরঙ্কুশ ঘুসখোর সরকারী ও আধাসরকারী কর্ম্মচারী দলের অবাধ শোষণ। যুদ্ধ উপলক্ষে নানা প্রকার উপার্জনের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় কতকগুলি লোকের সহজ অর্থাগমের সুবিধা হইলেও সার্ব্বজনীন শোষণ ও নির্দ্দয় শাসনে জনসাধারণ অস্থির হইয়া পড়িল। দেশের শাসন ও সংরক্ষণের ভার যাদের হাতে তারা চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক রীতিতে অভ্যস্ত হওয়ায়, দেশের এই অর্থনৈতিক ও তদানুষাঙ্গিক দ্রুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে অপারক ও অনিচ্ছুক। তাই তাহারা দূরদৃষ্টি অভাবে এক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া দশটা নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতে লাগিল। কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যবসায়িগণ যুদ্ধ প্রচেষ্টার অজুহাতে সরকারের সহায়তায়, অতিরিক্ত মুনাফা ও সুবিধা বজায় রাখিতে, কর্ম্মীদের জন্য খাদ্য সংস্থানের নামে বহু খাদ্য হাত করিয়া আটক করিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বঞ্চনা নীতি সফল করিতে সরকার জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া গুদামে গুদামে খাদ্য আটকাইয়া নষ্ট করিতে লাগিল। ফলে যারা খাদ্য উৎপাদনের মুখ্য কর্ম্মী তাহারা ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের কবলে গিয়া পড়িতে লাগিল।

দেশপ্রেমিক কর্ম্মীর দল কারাগারে ও যুবশক্তি সংগঠনের অভাবে বিক্ষিপ্ত—তাহাদের অনেকেই আবার অবসাদে পড়িয়া আশু অনটনের যন্ত্রণা এড়াইতে সরকারের অর্থের নিকট আত্মবিক্রয় করিল, কিছু বা ভ্রান্ত ও বিপথে চালিত হইয়া কল্যাণ করিতে গিয়া অকল্যাণ করিয়া বসিল। আতঙ্কগ্রস্ত দেশের চরম বিপদের দিনে সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। মূর্ত্তিমান বিশৃঙ্খলা ও বিভৎসতা মন্বন্তরের পটভূমিকায় সোনার বাংলার বুকে তাণ্ডব সুরু করিল। সৌষ্ঠব শালীনতা সদাচার সহৃদয়তা দিয়ে গড়া বাংলার সৌকুমার্য্যের সাজানো [illegible] চুরমার হইয়া গেল। কত সাজান ঘর ভাঙ্গিল—কত আশার দীপ নিভিল—কত লক্ষ লক্ষ লোক অকালে প্রাণ হারাইল। শহরের পথে পথে মলিন বদন, ছিন্ন বসন অনাহারক্লিষ্ট নরনারী, একমুষ্টি অন্নের জন্য কাতর ক্রন্দনে, হৃদয়হীন ধনবানগণের পাষাণ বুকে করুণা জাগানর ব্যর্থ চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। আসিল মেকী দয়ার ফাঁক—ফ্যান বিলাইয়া নাম কেনা—লঙ্গরখানার অশান্ত খাদ্য বিতরণ ও কন্ট্রোলের ব্যবসা, যাহাতে সাধারণের আত্মসম্মান বোধের শেষ লেশটুকুও মিলাইয়া যায়। বিপ্লবের পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও সে দিন বিপ্লব আসে নাই। তাহারই আগমনের প্রতীক্ষায় অন্তর্জগতে নিপীড়িতের মনে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা এই নাটকে।

—দেশের এমনই দুর্দ্দিনে', সুদূর পল্লীগ্রামের এক জীর্ণ কুটিরে, একদিন রাত্রিশেষে ধর্ম্মদাস বর্ম্মণের পত্নী বিলাতী, উড়ূনগাই অর্থাৎ উদুখলে চিড়া কুটিতে কুটিতে গান গাহিতেছিল। বিলাতী পূর্ণ যুবতী' কায়িক পরিশ্রমে দেহ সুগঠিত। পরিধানে 'ছ্যাওটা' অর্থাৎ ৫।৬ হাত রঙীন কাপড় বুকের উপর বাঁধা। ঘরের একপাশে মাচার উপর ধর্ম্মদাস একখানি ছেঁড়া চট্ গায়ে দিয়া শুইয়াছিল। মুষলের উত্থান ও পতনের শব্দের তালে তালে বিলাতী গাহিতেছিল—

সুন্দরী লো মাই
নাইদারী লো মাই
আনিয়া দেমো শাড়ী চুড়ী হাটে যদি পাই।
ছিঁড়িয়া যাব চিকন শাড়ী
(ওরে) ভাঙ্গিয়া যাব কাচের চুড়ী
মনের জনের সদায় মনে চাঁই
দূরে কি, কাছে কি, মন যদি পাই॥

ধর্ম্মদাস—(বিরক্ত ভাবে উঠিয়া বসিয়া হাই তুলিয়া বলিল) "হেই! তুই পাগলী হলু নাকিন্? তুই পহর্ রাইতে উঠিয়া গিড়িম গিড়িম করি চিড়া ভুখাবার ধচ্ছিস্?"

বিলাতী—(কাজ বন্ধ করিয়া, ঈষৎ হাসিমুখে ঘাড় ঘুরাইয়া বলিল) মুই ভাবিনো—বাইত্ পোহাইল্ বুঝি। তা ফির ছাখোঁ এলায়ো না রাইতে আছে!

ধর্ম্ম—শুতি থাক্ বিহান হইলে কাম করিস্। (বলিয়া শুইল)

বিলাতী—জোছনাতে ভুল হইয়া গেইছে। ভালয় হইল এগুলা ভুখান হয়া গেইলে বিয়ানে ফির্ আরোগুটিক ধান ধরি আইসমো।

ধর্ম্ম—(বিরক্তভাবে) আর সারাদিন তাকে ভুখাবু, না?

বিলাতী—(হাসিয়া) চুড়া না ভুখাইলে খাবু কি ? তোর তো কাম কইরবারে মোনায় না।

ধর্ম্ম—এই গেরামে হামার কাম কইরবারে ইচ্ছা হয় না।

বিলাতী—চুপ করি শুতি থাক্ ক্যানে। কাম হামার করায় নাগিবে। রাগ করলু' ? এক ঘড়িতে হয়া যাইবে স্থাথেক ক্যানে।

ধর্ম্ম—হুঁঃ! (বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া শুইল)

(বিলাতী আবার মুষল তুলিয়া গান ধরিল)

সুন্দরী লো মাই
নাইদারী লো মোই
চোখের পাণি মুছিয়া হাসেক
খানিক দেখি যাই।
বন্ধু রে মোর ধরে বা পরায়
ওরে দিনে রাতেতে মইনো সেই জ্বালায়
পাঙ্খুর কাটি উড়েকযা ধুনার চাই
ভরোতে ভরোতে সদায়
হাতাশ গাই।

নেপথ্যে পল্লীরক্ষী সমিতির চীৎকার শুনা গেল। গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা দল বাধিয়া পালা করিয়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বিলাতীর গান থামিল)

ধর্ম্মদাস—(অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া বলিল) শালার ঘর ফিরৃ আইসছে কানের কাছে কাবড়াবার। জ্বালেয়া না খাইলে হামাক।

বিলাতী—"আইল তো কি হইল। চুপ করি শুতি থাক্ ক্যানে।

দুঃখীর ইমান

নেপথ্যে বিভিন্নকণ্ঠে—

"ওরে ধর্ম্ম ঘরে আছিস্ ত'রে"
"ওহে ধর্ম্মদাস বলি একটু সাড়া দাও না হে"
"বেটা বোধ হয় ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে"

(বিলাতী ধর্ম্মদাসের কাছে আসিয়া নিম্নস্বরে কহিল)

বিলাতী—এক জল্লা আও করেক্ ক্যানে। উমরা চলি যাইবে।

(ধর্ম্মদাস কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল)

নেপথ্যে—

"কিরে ব্যাটা ঘরে আছিস নাকি ?"
"নিশ্চয় ঘরে নেই—এই ধর্ম্মদাস !! "উত্তর না পেলে থানায় রিপোর্ট কর্ব্বো কিন্তু।"

বিলাতী—(উচ্চকণ্ঠে কহিল) শুতি আছে বাবু

নেপথ্যে—

"শুতি আছে ত একটু আওয়াজ দিতে কি হয়।
"আমি বলছি নিশ্চয় ঘরে নেই ঐ মাগী ফাঁকি দিচ্ছে, মাগী মিছে কথা বলছে।"

(ধর্ম্মদাস লাফাইয়া উঠিল এবং একলম্ফে দরজার নিকট গিয়া দরজার হুড়কা খুলিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল)

ধর্ম্ম—কি মাগী বল্ ? তোমরা না ভদ্দরলোক ? মাগী। ফির অমন কবি কহলে মজা খাবে দেখো।

(বিলাতী ধর্ম্মদাসের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল। কয়েকজন যুবক রথিয়া দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল)

১ম যুবক—ব্যাটা দাগী চোর। ঘরে শুয়ে থেকে জবাব দিতে পারো না ? আবার চোটপাট ?

২য় যুবক—লাগাও ব্যাটাকে ঘা কতক।

ধর্ম্ম—দিয়া ত্মাখেন কেনে? হাত ছাড়ি দে আমার! (বিলাতীব প্রতি)

৩য় যুবক—মুখের ওপব চোপা! ব্যাটা জবাব দিতে কি হয় তোমার?

ধর্ম্ম—হামরা তোমাব চাকর নই হেঁঃ! সাবাবাত জাগিয়া বসিয়া থাকা নাগিবে, আব তোমবা ডাকালেই বাও করা নাগিবে হেঁঃ!

২য় যুবক—ফের ওরকম বেয়াদবেব মত কথা কইলে সায়েস্তা ক'রে দেব!

১ম যুবক—থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব।

ধর্ম্ম—খবরদাব! (বলিযা গর্জ্জন করিযা উঠিল) ঘবে ঢুকিয়া ত্মাখো কেনে।

[বিলাতীব হাত ছাডাইযা লইযা দরজা বন্ধ করাব আগডটা হাতে লইয়া দাঁড়াইল। যুবকগণ লাঠি, বর্শা ইত্যাদি লইয়া পাহারা দিতে বাহির হইয়াছিল, তাহারাও "মাব ব্যাটাকে—ফাটাও ব্যাটাকে" ইত্যাদি শব্দ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিতে লাগিল। বিলাতী বহুকষ্টে ধর্ম্মদাসকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। যুবকগণের ভীড় ঠেলিযা মাষ্টার মহাশয় "কর কি! কর কি!" বলিতে বলিতে ঘবে প্রবেশ করিলেন।]

১ম যুবক—ব্যাটার আস্পর্দ্ধা দেখেছেন।

২য় যুবক—লাগাও ঘা কতক।

৩য় যুবক—থোঁতা মুখ ভোতা করে দিতে হয় জুতিয়ে।

ধর্ম্ম—(শ্লেষভরে বলিল) বাবুদের মুখেক্ জুতা—হেঃ!

মাষ্টার মহাশয়—আঃ চুপ কর ধর্ম্মদাস। (যুবকদের প্রতি) আচ্ছা রাগত, তোমাদের। ছিঃ ছিঃ।

১ম যুবক—সারারাত জেগে অত মেজাজ ঠিক থাকে না।

ধর্ম্ম—আর হামরা তো মানুষ নই! দুইমাস থাকিয়া ডাকেয়া ডাকেয়া রোজদিনে যে হামাক নিদ্ আইস্পার না দ্যান।

মাষ্টার মহাশয়—চুপ্, চুপ্, ধর্ম্মদাস। মেয়ে ওকে ছেড়ে দাও। যাও একটু তামাক সাজ দেখি (ধর্ম্মদাসকে বিলাতী ছাড়ীয়া দিল)

১ম যুবক—এহবে আবাব তামাক! আমারা ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্ব্ব না কিন্তু!

মাষ্টার মহাশয়—তা তোমরা বাড়ী যাও না। পূবে ফর্সা হ'য়ে এসেছে। আমি একটু তামাক খেয়ে বাড়ী যাব। বাড়ীতে না আছে আগুন—না আছে দেশলাই।

২য় যুবক—আমায় বলেন নি কেন মাষ্টার মশাই। আগে থেকেই আমরা দেশলাই জমিয়ে রেখেছি।

মাষ্টার মশাই—তোমরা বড়লোক তোমাদের অভাব কি? আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছ। এখনও ৭৲ দরের চালই খাচ্ছ আর ৫৲ জোড়ার ধুতিই পরছ। মরণ হ'য়েছে যারা রোজ আনে রোজ খায় তাদের।

২য় যুবক—বাজারের রকম বুঝতে পেরেই আমরা আগে থাকতেই সব কিনে রেখেছিলাম।

মাষ্টাব মহাশয়—যথেষ্ট টাকা আছে তাই পেরেছ, দেশের শতকরা ৯৯ জন বুঝতে পেরেও পারেনি। আচ্ছা যাও তোমরা বাড়ী যাও।

ধর্ম্মদাস—হয বাড়া যায়া চা পানি খায়া নিদ্ আইসেন? আর গরীব মাইনষের রাইতে কি দিনে কি?

(যুবকগণ যাইতে যাইতে শ্লেষ শুনিযা ঘুরিয়া দাঁড়াইল)

মাষ্টার মহাশয়—আঃ থাম্। যাওনা আবার দাঁড়ালে ক্যান্?

১ম যুবক—ব্যাটার ভাগ্যি নেহাৎ ভাল, তাই আজ আপনি আমাদের batchএ বেরিয়েছেন। চল হে চল।

[যুবকগণ ক্রুদ্ধভাবে চলিয়া গেল।]

মাষ্টার মহাশয়—কিরে তামাক্ টামাক্ আছে ত?

[ধর্ম্মদাস বিলাতীর মুখের দিকে চাহিতেই বিলাতী বলিল।[

বিলাতী—টাটিতে গুঁজিয়া রাখাছিনো এক জল্লা।

[বলিয়া তামাক আনিতে গেল।[

মাষ্টার মহাশয়—আগুনের ব্যবস্থা আছে ত?

বিলাতী—(তামাক লইয়া আসিয়া) কেনো হাইলা কোনায় আগুন। হামরা কি শালাই কিনি? গরীব মানুষ কোটে পইসা পাই? বইস বাবু হামি তামাকু গুল্‌কাই।

(উদুখল হইতে চিড়াগুলি ঢালিয়া রাখিয়া উহা উলটাইয়া মাষ্টার মহাশয়কে বসিতে দিয়া তামাক সাজিতে গেল)

মাষ্টার মহাশয়—(বসিয়া আড়মোড় ভাঙ্গিয়া) আঃ বাঁচলাম। রাত ১২টা থেকে ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হয়রান।

ধর্ম্মদাস—তোমরা কেনে ঘুরি মরেন মাষ্টারবাবু! যার টাকা পাইসা আছে তারায় পাহারা দেউক।

মাষ্টার মহাশয়—(হাসিয়া বলিল) ওরা আমাকে টাকা পয়সা দ্যায় যে কাজেই ওদের দলে থাকতে ও হয়—ওদের হ'য়ে পাহারা দিতেও হয়।

ধর্ম্মদাস—পাহারা দেউক ক্যানে? কিন্তুক্ হামাক যে রাইতে দিন নিদ যাবার না দ্যায়। ঘড়িৎ ঘড়িৎ খালি ডাকায়।

মাষ্টার মহাশয়—ওরা তোকে বড় ভয় করে। তুই নাকি জেল থেকে কি সব মন্তর শিখে এসেছিস্?

ধর্ম্মদাস—কিসের মন্তর মাষ্টারবাবু?

মাষ্টার মহাশয়—এমন নিদানী মন্তর নাকি জানিস যে সে মন্তর ঝাড়মাত্র গেরস্ত ঘুমিয়ে পড়ে। মন্তর দিয়ে নিজের গা নাকি এমন বাঁধতে পারিস যে, সামনে দিয়ে চলে গেলেও তোকে দেখা যাবে না।

ধর্ম্মদাস—সব মিথ্যাকথা মাষ্টারবাবু। একে হামরা দুঃখী মানুষ, কত দুঃখ করি খাহ। তার উপর ফির ওই রকম বদনাম দিয়া এহঠে হামার কাম কাজ করাহ বন্ধ করি দিছে। দুঃখী-মানুষের দুঃখ কাঁয়ো বুঝে না বাবু—

মাষ্টার মহাশয়—(হাসিয়া) তোরা খুব দুঃখী না রে?

ধর্ম্মদাস—দুঃখী ত! হামার সুখ কোঠে? হামরা—মূর্খ চাষী লোক—কৃষি করি খাই। হামার সব কামেই দুঃখ। রোইদে জলে সারা দিন রাহত খাটিয়া ভাত জোটে না।

মাষ্টার মহাশয়—সুখ কি তা বুঝিস্—কি হ'লে সুখ হয় জানিস?

ধর্ম্মদাস—টাকা পাইসা থাকিলে সুখ হইবে।

মাষ্টার মহাশয়—তাহ'লে ত যার যত টাকা তার তত সুখ হ'ত। কিন্তু তাই কি হয় সব সময়। এই ত্যাখ্ যাদের টাকা আছে তারা আজ শান্তিতে ঘুমুতে পাচ্ছে না। সারা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। সদাই হারাই হারাই ভয়ে অস্থির। সুখের আশায় মানুষ টাকা টাকা করে, অথচ সেই টাকা আনতে দুঃখ, রাখতে দুঃখ, হারালে দুঃখ, খোয়ালে দুঃখ।

ধর্ম্মদাস—কিন্তু না থাকার দুঃখ সব দুঃখের চায়া বেশী। প্যাটের ভুখের দুখের কাছে কি আর কিছু মাষ্টারবাবু—সে দুঃখ তোমরা বুঝবারে পারবার নন্।

মাষ্টার মহাশয়—আমাদের বুঝি কোন দিন উপবাস কর্ত্তে হয় না—এই তোর ধারণা।

ধর্ম্মদাস—সে তো তোমার সখের উপাস। ব্রত নিয়ম করিয়া উপাস করেন।

মাষ্টার মহাশয়—আমার মত খেটে খাওয়া অনেক ভদ্রলোক আজ তোদের মত উপবাস কচ্ছে। সারা দেশের খেটে খাওয়া লোক খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু কেন তা বল্‌তে পারিস?

[বিলাতী তামাক সাজিয়া আনিয়া সম্মুখে ধরিল]

মাষ্টার মহাশয়—(কল্কি লইয়া) একটু কলাপাতা দাও না মেয়ে—আচ্ছা থাক্ ধর্ম্মদাসের হুঁকোটা জল বদলে দাও।

ধর্ম্মদাস—হামার হুঁকা খাইবেন?

মাষ্টার মহাশয়—খাব বই কি! মিথ্যা সংস্কারের জন্য এ আরামটুকু নষ্ট করতে পারি না।

ধর্ম্মদাস—জাইত যাবার নয়?

মাষ্টার মহাশয়—জাত্ ফাত্ সব ফাঁকি। খেটে খাওয়া সরল লোকেদের দাবিয়ে রাখার জন্য লুটে খাওয়া প্রবলদের অনেক রকম ধাপ্পার মধ্যে জাতও একটা ধাপ্পা। যাও মেয়ে হুঁকোটা নিয়ে এস।... হাঁ কি কথা হচ্ছিল—(বিলাতী চলিয়া গেল) খেটেও লোকে খেতে পাচ্ছে না কেন?

ধর্ম্মদাস—(বিস্মিত হইয়া হইয়া) টাকা পয়সা পায় না বলিয়া—

মাষ্টার মহাশয়—টাকা জিনিষটা কি? বিষয়টা কি?

ধর্ম্মদাস—রাজার ছাপ দেওয়া সরকারী রূপার চাক্তী।

বিলাতী—(হুকায় জলভরিতে ভরিতে) সরকারী কাগজে নোট।

মাষ্টার মহাশয়—মেয়েটার বেশ বুদ্ধি আছে। নোট হোক্ আর রূপার চাক্তী হোক্ টাকা হচ্ছে মেহনতের দামের একটা নিদর্শন।

ধর্ম্মদাস—মেহনতের দাম কি মাষ্টারবাবু?

মাষ্টার মহাশয়—এই ত বলছিলি যে খেটেও টাকা পয়সা পাস্ না—।

এই যে কাজ কর্ম্ম করিস—খাটিস্, তার একটা দাম নেই ?

ধর্ম্মদাস—কোটে দাম! কৃষাণ খাটিলে খানিক দাম আছে। ঘরের কাম করিলে আবার দাম কি ?

[বিলাতী হুকাকল্কি লইয়া আসিলে তার দিকে চাহিয়া মাষ্টার মহাশয় কহিল]

মাষ্টার মহাশয়—কি মেয়ে মেহনতের দাম বোঝ ত ? (বলিয়া হুকা লইল)

বিলাতী—(হাসিয়া) বুঝি বাবু। কিন্তু মেহন্নতের দাম ত হামরা পাই না। এই যে চিড়া কুটতেছি, খালি বেগার। সাত সেরের বেশী হইবে, তা কমো এলায় যে ছয় স্বের হইছে। একসের চুরি করি রাখি দেমো! —তার মানে মাষ্টার মহাশয় চুরী ক'রে মিথ্যা বলে, মেহনতের দাম আদায় করতে হচ্ছে।

বিলাতী—কি করি বাবু। তারা যে মিষ্টি কথা কয়া, ভয় দ্যাখেয়া ফাঁকী দিয়া কাম নেয়, আর দাম দিবার চায় না।

মাষ্টার মহাশয়—এইটেই হচ্ছে এদেশের আসল ব্যাধি। তোরা সরল চাষী মজুর মেহনতের দাম বুঝিস্ না। যারা বোঝে তারা দাম দিতে আর সম্মান দিতে অনিচ্ছুক। তারা নানা কায়দায় ফাঁকী দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চায়।—

ধর্ম্মদাস—এঃ—হামরাও ফাঁকী দেই। কৃষাণ খাটুবার গেইলে হামরা দাও উল্টা করি কোপাই।

মাষ্টার মহাশয়—দাও উল্টা করি কোপাস্! বলিস্ কিরে ?

ধর্ম্মদাস—উল্টা করি কোপাই ত'। হামাক দিয়া পুরা কাম কাঁয়ো করাবারে পারবার নন। সামনে বসি থাইকমেন, ত' ধীরে ধীরে কাম হইবে। আর যদি মজা করি শুতি থাইকমেন ত' হামরাও দাও উল্টা করি কোপামো। শব্দয় হইবে, কাম

হবার নয়।

মাষ্টার মহাশয়—(উৎসাহের সঙ্গে) ঠিক বলেছিস্! ওরা দামে যেমন ফাঁকি দেবে তেমনি ফাঁকী পাবে। আমি মাষ্টার, আমার ৪।৫ ঘণ্টা পড়াবার কথা স্কুলে—ক্লাসে গিয়ে এক দেড় ঘণ্টা ঘুমোই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র দাও উল্টা ক'রে যোগান হচ্ছে। মজুর ফাঁকী দিচ্ছে ঠিকাদারকে—ঠিকাদার ফাঁকি দিচ্ছে তার উপরওয়ালাকে,—আসল টাকাওয়ালারা যেমন ফাঁকি দিতে চাহছে, তেমনি ফাঁকি পাচ্ছে।

ধর্ম্মদাস—কিন্তু টাকাওয়ালার সাথে পারবার নন বাবু। যতয় টাকা ততয় ক্ষামতা—সব পাওয়া যায়—সব করা যায়, তাতেই ত সকলে টাকা টাকা করি মরে।

মাষ্টার মহাশয়—ভুল করে ধর্ম্মদাস,—সবাই ভুল করে।

ধর্ম্মদাস—ভুল হইবে ক্যানে? টাকা হইলে ক্ষমতা হইবে,—আর ক্ষমতা হইলে সুখ হইবে ত?

মাষ্টার মহাশয়—কিন্তু ক্ষমতা হ'লেই কি সুখ হয় সব সময়—এই ধর্ তোর হাতে যদি একটা গুলিভরা বন্দুক থাকে—আর আসে পাশে আর কারও না থাকে—তা'হলে তাদের চেয়ে ক্ষমতা তো তোর হ'ল। কিন্তু তাতে সুখ কি? যদি তোর সেই শক্তি ব্যবহার করিবা তাতে তুইও সুখ পাবি না, যাদের উপর ব্যবহার করবি তারা ত সুখ পাবেই না।

ধর্ম্মদাস—হোঃ। তোমার কথা হামরা মানি না বাবু। একটা বন্দুক যদি হামার থাকিল হয় তা হইলে সকলে হামাক্ ভয় কইল্যা হয়।

মাষ্টার মহাশয়—সকলে তোকে ভয় কল্লেই কি তোর সুখ হবে?

ধর্ম্মদাস—হইবে ত! কায়দা করিয়া হামি সুবিধা করি নেম। তা হইলে আমার সুখ হইবে। বড়লোক, রাজা, জমিদার, প্রধান ঐগুলাক

হামরা ভয় করি বলিয়ায় ত তারা সুবিধা পায়।

মাষ্টার মহাশয়—ক্ষমতা যদি কল্যাণকামী না হয়, তা হ'লে সে সুখের কারণ হতেই পারে না। সে ক্ষমতায় শুধু শত্রু বৃদ্ধি ক'রে অশান্তি আনে। এই ধর্—তোমার দাদা রঘুনাথ ত' মেলা টাকা করেছে, প্রধান হ'য়েছে। ক্ষমতাও তার খানিকটা হ'য়েছে বৈকি, কিন্তু সুখ তার হয়েছে কি?

ধর্ম্মদাস—সে ঠিক্! ফাঁকি দিয়ে ধনী হইছে। তার সুখ হইবে কেমন করিয়া!

মাষ্টার মহাশয়—সে যেমন তোকে ফাঁকি দিয়েছে, দশজনকে ফাঁকি দিয়েছে,—আজ আব দশজন তাকে তেমনি ফাঁকি দিচ্ছে! উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কোবরেজ, মজুর, কৃষাণ, আমলা-কর্ম্মচারী আজ তাকে লুটছে। দেহে স্বাস্থ্য নেই, মনে সুখ নেই। টাকা দিয়ে যতই সুখ কিনতে যাচ্ছে—ততই তার দুঃখ বাড়ছে।

[হুঁকায় ভাল করিয়া দম দিয়া ধর্ম্মদাসকে দিয়ে বলিল]

সুখ শান্তি, যা মানুষে চায়, তা যে শুধু টাকায় হয় না এ সত্য ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে বে! কিন্তু টাকার নেশা দুনিয়া শুদ্ধ লোককে এমন পেয়ে বসেছে যে মানুষ কিছুতেই তা কাটিয়ে উঠতে পাচ্ছে না। মানুষ যেমন ফাঁকি দিয়ে টাকা লুটছে টাকাও তাদের তেমনি ফাঁকি দিচ্ছে। কেউ খুসী হ'তে পাচ্ছে না, কেন বল দেখি ধর্ম্মদাস?

ধর্ম্মদাস—বাপরে! হামরা কমো কেমন করিয়া—[হাসিল]

মাষ্টার মহাশয়—এই বিরাট মনুষ্য সমাজে এক দলকে বঞ্চিত ক'রে আর এক দলের সুখ কিছুতেই হতে পারে না। কিছু বুঝতে পাচ্ছিস না,—না রে?

ধর্ম্মদাস—ও গুলো বুঝবার পাল্লে ত' হামরাও বড় হইনো হয়।

মাষ্টার মহাশয়—ধান আবাদ করিস তোরা—ধনীর গোলা ভর্ত্তি হয়, আর তোরা উপাস্ করিস্। পাট আবাদ করে তোরা ক্রমে দেউলিয়া হ'য়ে গেলি, আর ব্যবসাদার মাড়োয়ারী আর পাট-কলের সাহেবরা লাভের টাকায় ফেঁপে উঠল। তোরা হলি বঞ্চিত আর তাদের হ'ল লাভ। এই রকম বঞ্চনা সারা দুনিয়া ভর চলছে।

ধর্ম্মদাস—তারা তো কাড়িয়ে নেয় নাই, হামরা পাট আবাদ না কইল্যে হইল। হামার হিসাব মত লাভ রাখিয়া বেচাম, আর না হইলে 'বেচাবার নই' কইলেই হইল।

মাষ্টার মহাশয়—তা তোরা কোনদিনই পারবি না। তবে তোদের বঞ্চিত ক'রে তারাও সুখ পাবে না। তোর কোমর যদি কন্ কন্ করে কিম্বা পা যদি টন্ টন্ করে তবে যতই ভাল সাজপোষাক বা যতই ভাল খাবার তোর থাকুক না কেন, সুখ তোর হবে না। মানুষের সমাজদেহের এক অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে আর এক অংশ সুস্থ বোধ কত্তেই পারে না।

ধর্ম্মদাস—অতো ভাল কথা হামরা বুঝবার পারি না। তোমরা কইলে কি হইবে মাষ্টারবাবু, টাকার কতয় ক্ষমতা। যেঠে ইচ্ছে সেইঠে থাও, যেমন ইচ্ছে তেমন থাক,—সাজ পোষাক, বাড়ীঘর, গাড়ীজুড়ী কত কি হয়!

মাষ্টার মহাশয়—সুখ কি তাতেই হয় রে?

ধর্ম্মদাস—হয় ত? বিলাতীকে একখান্ ভাল কাপড়া কিনি দিলে উয়ারো সুখ হইবে হামারো সুখ হইবে। টাকায় তো হামাক সে সুখ দিবে? [হাসি মুখে বিলাতীর দিকে চাইল]

মাষ্টার মহাশয়—(হাসিয়া) আচ্ছা তুই যদি বিলাতীকে না চাইতে হাটে

থেকে একটা ফুকদানার মালা ওকে এনে দিস তাতে ওর যা সুখ হয়, ফয়জাবাদের নবাব তার ৮৬নং বেগমকে "কোহিনুর" মণি দিলেও বেগমের সে সুখ হয় কি ?

বিলাতী—কেমন করি সুখ হইবে বাবু। যার অত বেগম তার বেগমের আবার সুখ কি ? তা কোহিনুর মণি দিলেই কি আর তামাম দুনিয়া দিলেই বা কি। হামার জাও যে সদায় কান্দিয়া থাকে —সোনার মালা পরিয়ে তার বুকের জ্বালা কি যায় ? তার সুখ নাই।

মাষ্টার মহাশয়—কেন ?

ধর্ম্মদাস—ক্ষীরদা ! ভবানীগঞ্জের জমীদারবাবুর ক্ষীবদা !—সেই রাক্ষসীক্ রঘুনাথ রাইখছে।

মাষ্টার মহাশয়—ঠিক ! ঠিক ! রঘুনাথ প্রধানের সঙ্গে ক্ষীর বষ্ঠুমীর ওসব কথা আমিও শুনেছি। এই দ্যাখ ধর্ম্মদাস, তাব টাকা হ'য়েছে ক্ষমতা হায়ছে—তাই দিয়ে সুখ কিনতে গেছে ত ? ফলে, ঘরে র সুখও নষ্ট হ'য়েছে, বাইরের সুখ ত' পায়ই নি। সুখ পয়সায় টাকায় হয় না।

ধর্ম্মদাস—কিন্তুক্ টাকা পয়সা নাই বলিয়া হামি যে একটা ফুকদানার মালাও বিলাতীকে দিবার পারি না। হামার কি সাধ নাই ? মামলায় মোকদ্দমায় জমি জিবাৎ সব নষ্ট হয়া গেল। কিন্তু মনের সাধ ত হামাব থাকিলয়। উয়ারে জন্মে আটটা চাদীব বোব গড়াবাব দিছিনো,—টাকায় পাইনো না আইনবারে পাইস্নো না। রোজ দিন হাটে যাই আর বোরগুলা দেখিয়া যাই। সে দিন বানিয়া বেচাইবে বলিয়া বোরগুলা হাটে নিয়ে গেল—বাবু হামার কি যে মনে হইল—বুদ্ধির ভুলে ঐ বোর চুরি করিয়াই তো চোর হইছি ! আর রঘুনাথ নিজের ঘরে নিজে সিঁধ দিয়ে

হামার মাও যে গয়নাগুলা রাখিয়া গেইছিল সেইগুলা চুরি কইল্যে। তাতে হামারও ত অর্দ্ধেক ভাগ আছিল; তাকে ত কাঁয়ো চোর কয় না।

মাষ্টার মহাশয়—এমন ধারা? বলিস কি রে? আমি তো শুনিনি?

ধর্ম্মদাস—নিজে যে আঁয় সিধ দিছে তাক্ কি হামি শুনছিনো? জেলে দীনু চোরের কাছে ঐ কথা শুনিয়া জেল থাকি আসিয়া হামি হামার মাওর গয়নার ভাগ চাইনো। তা হামাক অপমান করিয়া খেদেয়া দিলে! রাগে একদিন রাইতে সিধ কাটিয়া আমি অর্দ্ধেক ভাগ—নিয়া আসিনো বাইর করিয়া। বানিয়াকে দিয়া মিথ্যা সাক্ষী দিল। উয়ার উকীল ভাল; হামার টাকা নাই পয়সা নাই, কাঁয়ো হামার হইয়া সাক্ষী দিলে না। দুই বছর জ্যাল হইল। আইজো না দাগী হয়া আছি।

মাষ্টার মহাশয়—(কাহিনী শুনিয়া বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে আপন মনে) সত্যি এ যেন কেমন, তোর ন্যায্য অংশ মামলা ক'রে আদায় করাও হয়ত সম্ভব হ'ত না। প্রবলের যেন কোনও অপরাধই নাই। যত অপরাধ দুর্ব্বলের। আজ জগৎ শুদ্ধ সবাই যেন এক অদ্ভুত ব্যাধিতে ভুগছে। যারা বড়, ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা ব্যাভিচারী, দুর্ব্বার লোভে লালসায় উন্মত্ত। তারা অন্ধ, না আছে অন্তঃকরণ না আছে অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু সুখ তাদের নেই, সুখ তারা পাবেও না। সয়তান তাদের অর্থের প্রলোভনে ভুলিয়েছে · তাদের সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে চলেছে) মোহাচ্ছন্ন মানুষ-জাতি আজ মহোৎসাহে নিজেদের ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে—

[বিলাতী ও ধর্ম্মদাস মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাষ্টার মহাশয় হঠাৎ চোখ

নামাইয়া তাদের চক্ষুর উপর রাখিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল]

মানুষ কি তা জানিস ?

ধর্ম্মদাস—মানুষ ? হ্যোখো মাষ্টারবাবু কেমন কথা কয় ! মানুষ-মানুষ আরও কি ?

মাষ্টার মহাশয়—হাঁ মানুষ—মানুষ ! মানুষ—পশু নয়। ভগবানের দান এই জীবনের মর্য্যাদা রাখতে মানুষই জানে, এই সুন্দর বিচিত্র জগৎ আরও সুন্দর করতে, দুঃখ দৈন্য গ্লানি সব দূর করে চির আনন্দময় ক'রে তুলতে—

ধর্ম্মদাস—হামরা কি অত ভাল কথা বুঝবার পারি বাবু—

মাষ্টার মহাশয়—পারবি ! নিতা মনে করবি তুই পশু নয় তুই মানুষ—অমৃতের পুত্র !

[ধর্ম্মদাস মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

বিলাতী—মাষ্টারবাবু ভালয় কথা কয় বুঝছিস্। পশুরা কাড়াকাড়ি করি খায়—তুই পশুর মতন পরের জিনিষ কাড়িয়া খাইস্ না—আর চুরি করিস্ না বুঝ্ছিস ?

ধর্ম্মদাস—বাপরে ! তোরে জন্যে ত আমি চুরি কইরবারও পারি না। যদি ধরা পড়ি, তোক্ ত ফির ছাড়ি থাকা লাগিবে। এঠে তোর চোখে পানি ওঠে হামার চোখে পানি।

মাষ্টার মহাশয় বেঁচে থাক ধর্ম্মদাস—চোখের জল কারো যেন না পড়ে তোর জন্যে। দুঃখ দূর করবি বৈ দুঃখ কাউকে দিবি না। তবে ত মানুষ হবি। যারা আজ বড় তারা ভোগ বিলাসে প্রাচুর্য্যে অক্ষম হ'য়ে গেছে। ত্যাগ আর দুঃখ সাধনে তোরা এখনও সবল—তোরা এখনও সক্ষম। আজ এই ব্যধিগ্রস্ত মানুষ সমাজের মঙ্গল যদি কেউ কর্ত্তে পারে সে তোরা !

ধর্ম্মদাস—শুন বিলাতী মাষ্টার বাবুর কথা। হামরা নিজেরায় দুঃখী, কার কি মঙ্গল কইবমো।

মাষ্টার মহাশয়—তোর উঠানের কৃষ্ণচূড়া গাছে আজ ফুল ফুটেছে। কি সুন্দর শোভা! বাতাসে দুলে দুলে নেচে সে যেন সবাইকে মাতিয়ে তুলছে। তুই দেখেছিস্ ধর্ম্ম?

ধর্ম্মদাস—সারাদিন ঐঠে বসি থাকি, দেখি আরো নাই?

মাষ্টার মহাশয়—কিন্তু ঐ গাছের সমস্ত প্রাণশক্তি—সমস্ত শোভায় মূল উৎস তার মূল সে ত দেখিস্‌নি। সে ত মাটির নীচে লুকিয়ে লুকিয়ে রস সঞ্চার করে বাহিরের সব কিছুকে পুষ্ট কচ্ছে। আজ ওর একটা ডাল ভাঙ্গলে—কি হেমন্তে পাতা ঝরে গেলে আবার সব হবে কিন্তু ওর শিকড় শুকিয়ে গেলে ওর কিছুই থাক্‌বে না তোরা এই কৃষক, কৃষাণ, কুলী মজুররা, এই কৃষ্ণচূড়ার শিকড়ের মত নিজেরা মাটির নীচে থেকে রস সঞ্চয় করে আজ মানুষের সভ্যতার শোভা বাড়াচ্ছিস্, তার সর্ব্বাঙ্গে রস সঞ্চার কচ্ছিস। তোরাই চিরদিন সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছিস্। আজ এই দুর্দ্দিনেও তোরাই বাঁচাতে পারিস্।

(কিছু না বুঝিলেও ধর্ম্মদাস ও বিলাতীর মনে কি একটা আলোড়ন হইতেছিল। স্থির অপলক দৃষ্টিতে মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবিষ্টের মত ধর্ম্মদাস বলিল)

ধর্ম্মদাস—হামরা অন্ধ—হামরা মুর্খ। হামরা ভালমন্দ কিছুই যে বুঝিবায় পারি না বাবু!

মাষ্টার মহাশয়—মনের ভেতর ঠাকুর আছে ভালমন্দ সেই বলে দেবে। এই বিশ্বাস রাখিস্।

ধর্ম্মদাস—দিবে কি বাবু?

মাষ্টার মহাশয়—(জানালা দিয়া ভোরের আলো দেখা যাচ্ছিল) দেখছিস্ ফর্সা হচ্ছে। রাতের আঁধার দূর করে ঐ আবার আলো আস্‌ছে। এ ব্যবস্থা কার? ভগবানের! সময় হ'লে সব হবে,—এই বিশ্বাস নিয়ে চির দুঃখীর দল, সর্ব্বহারার দল পথ চেয়ে আছে। ওরে ভয় নাই, দুঃখের শেষ হবেই হবে।

[উত্তেজিত ভাবে হঠাৎ উঠিয়া পড়িল]

কি ভাষায় বল্লে তোদের বোঝাতে পার্ব্বো জানি না, সে ভাষা আজও কেউ পায়নি। আজ ভোরের আলোর মত সত্য তোদের মনে আপনি' ফুটে উঠুক,—অজ্ঞান, অন্ধকার, জড়ত্ব, পশুত্ব দূর হ'য়ে যাক্। মানুষ তোদের হতেই হ'বে।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল]

বিলাতী—(দরজা বন্ধ কবিল) বাবুটা অল্প একটুক পাগলা আছে।

ধর্ম্মদাস—হামারি মত ঠকিয়া ঠকিয়া জ্বলিয়া গেইছে। শুনি নাকি ইস্কুলে ৪০৲ কবি নেখে নিয়া ২৫৲ করিয়া দ্যায়। রাগ হইবে ত'। আজ ২৫৲ চাউলের মণ না থাকে ক্যানে বউ বেটী, একটা মাইনষের যে চলিবার নয়।

[হুঁকা বিলাতীর হাতে দিল]

বিলাতী—আর হামার কেমন করি চলে সে কথা ভাবিস্ নি কেনে?

[বলিয়া হুঁকা রাখিতে গেল।]

ধর্ম্মদাস—না ভাবি কি পারি বিলাতী। একেত' মানুষগুলার ফুটানি দেখিয়া এইঠে হামার কাম কইববার মনে মানে না। চাউলের দাম বাড়িয়া খোরাকী দেওয়া নাগে বলিয়া হাউলি কৃষাণ কাঁয়ো ডাকাবারে চায় না। আর চাইলে কি, দিবে ত' ৶০ পাইসা—আর এক বেলার খোরাক। সারাদিন খাটিয়া

দুইবেলা প্যাটের ভাতে জোটাবার পারি না তোকে খাওয়াম কি ? খাটায় বলিয়া গরুটাক্ মহিষটাক্ লোকে খাবার দ্যায়। হামার দ্যাশে জানোযারের দাম আছে তবু মাইনষের দাম নাই। আজ বাচ্চাকোণা যদি বাঁচি থাকিল হয়, তাকে কি খাওয়ানু হয় ?

[মৃত সন্তানের কথা উঠায় বিলাতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুছিয়া হুকাটি বেড়াতে ঝুলাইতে ঝুলাইতে কোমল কোমলকণ্ঠে কহিল]

বিলাতী—ঠাকুর যা করে তা ভালবে জন্ম করে। আজ হামার পচা বাঁচি থাকিলে কত কষ্ট পাইল হয়। নিজের কষ্ট সওয়া যায় কিন্তু ছোটগুলার কষ্ট সহ্য করা যায় না।

[ধর্ম্মদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিযা উঠিযা মাচার উপর গিযা বসিল বিলাতীর বিমর্ষ মুখ দেখিযা বলিল,—]

ধর্ম্মদাস—ঠাকুর ঠাকুর করিস্, কিন্তু ঠাকুর ত আমার সউগ নিল। জমি গেল, হাল গেল—ছাওয়াল একনা দিয়া তাকো ফির নিগা গেল। অসুখে ডাক্তার দেখাবার পারি নাই—দাওয়াই খোয়াবার পারি নাই। হামি কি কুঁড়িযা আছিনো তুঁই কি কুঁড়িয়া আছিলু ? দিনে রাইতে খাটছি, কাউক কোন দিন ঠকাই নাই—কেনে হামার সব চলি গেল ? সবে যদি গেল, তোক রাইখলে ক্যান্ ? সেই কারণে ত' তোক ছাড়িয়া কোন ঠে যাবার মন না চায় হামার। খালি ভয়োতে থাকি।

বিলাতী—(সস্নেহ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল) ওগুলা কথা ভাবায় না লাগে। চুপ করি ফির শুতেক ক্যানে ?

ধর্ম্মদাস—না, শুতিবার মন নাই।

বিলাতী—তামাকু খাবু ?

ধর্ম্মদাস—না ! (বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিল।)

বিলাতী—(হাসিয়া) তামাকু খাওয়া গানকোনা শুনেক ক্যানে—

নৌতন ধানের চিড়া দেমো দেমো নৌতন গুড়,

খাওয়া হইলে সাজিয়া দেমো মিঠা তামাকুর

[বিলাতী যে তার মনের ভার লাঘব করায় জন্য গান ধরিয়াছে তা বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মদাস কহিল]

ধর্ম্মদাস—ঢ্যাখো ফির গান ধরি দিলে। তুই কতয় ভুলাবো বিলাতী। মানুষ যে ভুলিবারে পারে না।

বিলাতী—(উঠিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল) একনা ভাল কিচ্ছা মনে আছে, শুনবু ?

ধর্ম্মদাস—কিচ্ছা ত' কতয় শুনছি।

বিলাতী—নৌতন কিচ্ছা—এমন কিচ্ছা শুনিস্ নাইও। শুনেক—

[হাসিমুখে বলিতে লাগিল]

ছোট্ট একখানা গাঁও। তাতে না থাকে এক নাইদারী কন্যা। তুই হুঁ না কইলে হামি কিচ্ছা কবারে নই।

ধর্ম্মদাস—হুঁ: ! থাকে ত কি হইল ?

বিলাতী—সেই না গাঁওতে থাকে, এক সুন্দর করি চ্যাংড়া ! খুবে সুন্দর. তোর চায়াও সুন্দর।

ধর্ম্মদাস—সুন্দর চ্যাংড়া ! কোঠে দেখলু তাকে ?

বিলাতী—কিচ্ছা আবার ঢ্যাখা নাগে ?

ধর্ম্মদাস—ও কিচ্ছা ? হামি ভাবি তোরে কথা তুই করার ধচ্ছিস্।

বিলাতী—চ্যাংড়া দোতরা বাজায়—চ্যাংড়ী শুনে। চ্যাংড়ী গান করে চ্যাংড়া শুনে। দিনে দিন চলি যায় একদিন না হইল কি !

চ্যাংড়ীর মাও কইল "সবায় হাটে গেইছে, হামি ধান শুকবার দিছি তাক তুলিমো। যাত' মাই, মইষটা আছে নদীর পাড়ে তাক্ ধরিয়া আইসেক।"

ধর্ম্মদাস—(স্মিতমুখে বলিল) তার পাছে হামি কই ?

বিলাতী—(হাসিয়া) ক' ক্যানে ?

ধর্ম্মদাস—নদীর পাড় আসিয়া কন্যা ছাখে কি যে মহষ গেইছে ওপারে। বাঁশের পুলের ওপর দিয়া পার হয়া মহষ নিয়ে আইস্তে জলে নামি ছাখে কি যে কাপড়া ভিজিয়া যায়। যতয় উঠায় ততয় জল—

বিলাতী—(বাধা দিয়া) হয় যতয় উঠায় ততয় জল। তুই কাপড়া উঠাবার দেখ্ছিলু ?

ধর্ম্মদাস—(হাসিয়া) ফিরি না আসিয়া কন্যা নদীর পাড়ে থাকিয়া মইষের পিঠে উঠি বসিল। মইষ বোনা মাইলো দৌড়। পুলের নীচ দিয়া যাইতে কন্যা ডরোতে পুল ধরি ঝুলিবার লাগিল। নামিবাবে না পারে—

বিলাতী—(লজ্জিত ভাবে) এঃ—মুইতো মজাকরি ঝুলিবার ধচ্ছিনো। তোকে না দেখিয়া জলে ঝাপি না পড়িয়া, সরমে ডুব দিনো।

ধর্ম্মদাস—মুই ভাবিনো ডুবিলে ক্যান! ঝাঁপেয়া জলে পড়িয়া তোক তুলিনো।

বিলাতী—(স্মিতমুখে বক্রদৃষ্টিতে ধর্ম্মদাসের মুখের দিকে চাহিয়া) তুই হামাক অমন পাজাকোলা করি তুলছিলু ক্যানে ?

ধর্ম্মদাস—আচ্ছা! তুই দুই হাতে হামার গলা জড়েয়া ধচ্ছিলু ক্যানে ? হামার বুকে মুখ লুকাছিলু ক্যানে ?

বিলাতী—(অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া রাগের ভান করিয়া কহিল) এঃ তুই মিথ্যা করি কইস্। হামি গলা ধরি নাই—

ধর্ম্মদাস—(হাসিয়া) এ ঝগড়া আমার কোনদিন মিটপার নয়।

[বিলাতী ঝাঁপাইয়া আড় হইয়া ধর্ম্মদাসের কোলে বসিয়া তাহার বুকে কিল মারিতে মারিতে বলিল।]

বিলাতী—মিটপ্যার নয় ত'! তুই ক্যানে মিথ্যা করি কবু?

ধর্ম্মদাস—(হাসিতে হাসিতে) থাম্! থাম্! মারি ফ্যালাবু নাকি?

বিলাতী—হামি তোর গলা ধরি নাই, তোর বুকে মুখ রাখি নাই। তুই হামাক দেখিয়া পাগলা হইয়া গেছিলু। ইয়াক উয়াক তাক দিয়া হামার মাওক্ কয়া, তুই কুড়ি টাকা কন্যা পণ দিয়া, সাধিয়া হামাক্ বিয়া কচ্ছিলু। ফির মিছা করি কবু ত' ভালয় হবার নয়।

[বলিয়া কপট ক্রোধে তাহার কোল হইতে নামিল। ধর্ম্মদাস তার হাত ধরিয়া কোমল কণ্ঠে বলিতে লাগিল]

ধর্ম্মদাস—হামি সত্যি তোকে দেখিয়া পাগল হছিনো। হামার জমীজমা বন্ধক দিয়া বিয়া করিয়া তোকে ঘরে আনছিনো। তোর জন্যে জমীজমা হালগরু সব গেইছে তাতেও হামার সুখ। তোর জন্যে চুরি করিয়া জ্যাল খাটছি তাতেও হামার সুখ। না থাকে ক্যানে টাকাকড়ি হামার মত কন্যা আছে কার।—

[বলিয়া টানিয়া তাহাকে কাছে আনিল। বিলাতী হাসিমুখে তাহার বুকে মাথা রাখিয়া মৃদু গুঞ্জনে বলিতে লাগিল।]

বিলাতী—হামার মত মানুষ আছে কারো। তখন ত ছোটায় আছিনো কিন্তুক সেই দিন থাকিয়া ঐ বুকে মাথা রাখিবার সাধ হামার। গোসাই হামার মনের কথা শুনছিলো।

ধর্ম্মদাস—একেটা হামার দুঃখ। টাকা পয়সা নাইও।

বিলাতী—না থাকিল ত কি হইল। মাষ্টার বাবু কইল শুনলু? টাকা পাইসাতে মনে সুখ হয় না।

ধর্ম্মদাক—পাইসা না পাইলে খাওয়ার জুটে না। ভগবাম যদি মানুষগুলাক্ প্যাট না দিল হয়!

বিলাতী—মানুষ কাম করিল না হয়।. খালি শুতি থাকিল হায়। প্যাট থাকিয়াও তুই কাম করিস না। না থাকিলে ঘণ্টা কাম কল্লু হয়।

ধর্ম্মদাস—এই গায়ের মানুষগুলা হামাক্ দেইখবার পারে না। হামিও তাক দেইখবার পারি না। চল ক্যানে গাঁও ছাড়ি কাম করি কি না করি দেখিস্।

বিলাতী—বাপ্‌রে! এই গাঁও তুই ছাড়ি যাইদার চাইস্! চাইরো পাকে তাকাইলে থাকি থাকি কতয় কথা মনে হয়। দিকে দিকে হামার সুখ মাখা আছে। ঐ নদীর পাড়ে, ঐ বাঁশের ঝাড়ে, ঐ ছাতিম তলায়, ঐ ধানের, গালায়—এই গাঁও কি হামি ছাড়ি যাবার পারি?

ধর্ম্মদাস—দোনো জনে চল, দূরে কোনো জাগে যায়া একবার কোমর বাঁধি দেখিনো হয়।

বিলাতী—না না ওকথা কইস্ না। বিস্থাস যায়া হামার দিদি হারেয়া গেল। গঙ্গাস্নানে যায়া আর ফিরি আইল না! যদি হারেয়া যাই, তোক দেইখপ্যার না পাই—বাপ্‌রে! হামি বাঁইচপারে নই, মরি যামো।

[বলিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।]

ধর্ম্মদাস—বোকা কোণ্টেকার। কাঁদিস ক্যানে? চুপ—করি থাক।

বিলাতী—হামার মাথাৎ হাত দিয়া তুই কিরা কর যে হামাক ছাড়ি যাবার নইস্।

ধর্ম্মদাস—তুই পাগলি হলু নাকি? নানা, তোক্ ছাড়িবার নই—তোক্ ছাড়িবার নই!

বিলাতী—তুই যখন জ্যালে আছিলু হামি কি দুঃখে আছিনো তুই বুইঝবারে পাইরবার নইস্।

ধর্ম্মদাস—হামিও বড়য় দুঃখ পাছি বিলাতী। আর তোক ছাড়ি যাবার নই।

[ধর্ম্মুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল; বিলাতী তার কোলে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল]

(নেপথ্যে) বংশী—ধর্ম্মদাস আছেন নাকিন?

ধর্ম্মদাস—[নিম্নস্বরে বলিল] দ্যাখ ত' বিলাতী কাঁয়?

[বিলাতী বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল]

বিলাতী—টাঁরীর মানুষগুলা খুলীৎ আইস্ছে।

(দরজা খুলিয়া ধর্ম্মদাস মুখ বাড়াইয়া বলিল)

ধর্ম্মদাস—বাপ্‌রে! এত বিয়ানে সকলে মিলি আইস্ছেন। মাছ ধরিবার যাইবেন নাকি?

[বংশীধর, ট্যাপারু, বুদ্ধিমান, হরেরাম প্রভৃতি প্রবেশ করিল—সকলেরই ছিন্নবসন—মলিনবদন]

বুদ্ধিমান—নোয়ায় মাছধরা নোয়ায়। এক জল্লা পরামাইস্ করিবার নাগে। চল ক্যানে হামার বাড়ী—

বিলাতী—তোমরা এইঠে বইস ক্যানে। হামি ত' থাকিবার নই—চিড়াগুলা প্রধান বাড়ী দিয়া আসি।

(চিড়াগুলি গুছাইয়া গামছায় বাঁধিতে লাগিল)

ধর্ম্মদাদস—তায় ভাল হইবে বইস।

বংশী—ক্যানে উঁয়ায় তোক্ কোনওঠে যাবার দিবার চায় না নাকিন্?

[ধর্ম্মু ও বিলাতী হাসিমুখে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিল, —বিলাতী চিড়া লইয়া চলিয়া গেল]

কষ্টা কোনা ভালয় পাছিলেন। কিন্তুক—

বুদ্ধিমান—ঐ কিন্তুকে হামাক্ খাইলে। সব কামের মধ্যে হামার কিন্তুক নাগিয়া আছে। হামরা ভাবি এক কিন্তুক হয় আর এক।

হরেবাম—সোজা করিয়া কও ক্যানে ?

বুদ্ধিমান—তুই ক' ক্যানে ?

হরেরাম—তুই হলু হামার গেরামের মহান্, তুই থাকিতে হামারা কি কবার পারি ? কয়া ফেলাও।

বুদ্ধিমান—হামরা যে ছাওয়া-ছোট নিয়া না খাইয়া মইনো, ধর্ম্মদাস !

টেপারু—(উত্তেজিত ভাবে) মইনো তো ! শাক আলু আর শাকপাতা খায়া আছি। ৪।৫ দিনে একবেলা ভাত খাওয়া জোটাবার পারিনা।

বংশী—একটা বুড়া লাউ বিজ কহরমো আর বশ্ বানামো বলিয়া রাখছিনো। প্যাটের ভুখে তাও খায়া ফেলাইছে না।

বুদ্ধিমান—কি করা যায় ধর্ম্মদাস ? হাত পাও থাকিতেই এমন করি মরা যায় না। একটা বুদ্ধি করা নাগে।

ধর্ম্মদাস—হামার বুদ্ধি কি তোমার চায়া আরও বেশী !

হরেবাম—একটা পরামাইস্ করা নাগে। তুমি কি কইস্ ?

ধর্ম্মদাস—হামরা কি কমো। হামারো যে তোমারে দশা হইছে। তোমার ত হাল গরু আছে। আধি করেন। হামার ত' তাও নাই।

বুদ্ধিমান—গরু বেচেয়া না খাইছি। বিশ চাইরেক ধান পাছিনো। আবাদ ত ভালয় হয় নাই। করজ শোধ দিতে সোদর হাউনিয়া খাওয়াইতে ফুরাইছে।

হরেবাম—তোমাক ত' আর কওয়া নাগিবার নয়। ধান হইল ত' সব চাইরবেলা করিয়া খাওয়া নাগে দিলে। আইল কুটুম, আইল সোদর, আইল ফকির. আইল সাধু—চাষার হাতে ধান থাকেনা

বংশী—লক্ষীক্ বাঁধি না রাখিলে কি তায় থাকে ? দেখ যায়া ধনীর বাড়ী গোলাৎ বাঁধি রাইখ্ছে।

বুদ্ধিমান—চাষী নোক! হিসাব বুঝেনা। বুঝিবারে পারি নাই ভাই। ধান দেখি ভাবিনো থামো ছয় সাত মাস। হেঃ এ! চাইর মাসেতে না ওড়েয়া গেল।

টেপারু—যখন ধান করজ নিছি—শুদ্ দিয়া ফিরিয়া দিছি। তবু ক্যানে ধনীর ঘর ধান করজ দিবার চায়না এ সাল।

বুদ্ধিমান—ধানের দাম দেখ্ছিস? সব বসি আছে আরও বাড়িবে বলিয়া।

হয়েরাম—কোঠে ধনীর ঘরে ধান? হামার সিমগাডী, পামলী, ঢেলামারী এই তিন চার গ্রামে কম হইবে ত' চাইর পাঁচ হাজার লোক। ধনী ত' ঐ বিসারু আর হামার রঘুনাথ, আর বানিয়ার ঘর। তারা দিলে কি সকলকে খাওয়াবার পারিবে?

টেপারু—সকলের কথা ছাড়িয়া আগে নিজে বাঁচার বুদ্ধি করেন।

বংশী—ধনীর ত কইছে ধান করজ দিবার নয়। হাটে ত ১৫৲ দাম গেইছে! পাইসা কোটে পাই। খোরাকী দেওয়া নাগে বলিয়া কাঁয়ো কৃষাণ ডাকাবার চায় না। বাড়ীতে বেটী ছাওয়া আর ছেটগুলা না খায়া খায়া খালি সুট্কী নাগি গেইছে।

ধর্ম্মদাস—এই যুদ্ধে হামাক খাইবে।

বুদ্ধিমান—খাইবে ত'। যারা বড তারা খালি যুদ্ধের কথায় কয়, হামার কথা কারো কবাবে মোনায় না।

ধর্ম্মদাস—মাষ্টারবাবু ঠিক কয়া—গেল। যার ধন আছে, তার মন নাই। হামার দুঃখ তারা বুঝিবারে পারে না।

টেপারু—তাক্ বুঝি স্যাওয়া নাগিবে (গর্জ্জন করিয়া উঠিল)।

বুদ্ধিমান—এই চুপ্ চুপ্—আস্তে কথা কন্। কাঁয়ো শুনিলে পঞ্চায়েতের কানে যাইবে। তাঁয় আবার থানাব রিপোর্ট করি দিবে।

টেপারু—(উত্তেজিত ভাবে) করুক রিপোর্ট; কি হইবে? পুলিশে ধরি নিয়ে যাইবে? স্যায় নিবে, খাবার ত' দিবে।

হরেরাম—খালি তুই খাইলে হইল নাকি ? তোর বৌ বেটি ছাওয়া-ছোট তাক্ কাঁয় খোঁয়াইবে ?

টেপারু—(প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল) থাকিয়া খোয়াবার পারিনা। ঘরে যাইতে ছাওয়াগুলা চাইরো পাকে আসি খাড়া হয়। ছোটগুলা পুছে কি আইনছেন, আর বড়গুলা খালি মুখির ভিতে চায়া থাকে—বুক ফাটি যায় বংশী বুক ফাটি যায়। (বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিল)

সকলে—চুপ ! চুপ ! জোরে আ' করিস্ না।

বংশী—নিজের কষ্ট সওয়া যায়—কিন্তুক—(চক্ষু মুছিল)

বুদ্ধিমান—ঐ কিন্তুকে হামাক্ খাইলে।

ধর্ম্মদাস—হামার কাছে ক্যানে আইস্‌ছেন ?

হরেরাম—কয়া ফেলাও—

বংশী—কইলে কি হইবে কও—

বুদ্ধিমান—তুই নিদানী মন্তর আর গাও বাঁধার মন্তরটা হামাক কায় দে—

ধর্ম্মদাস—ক্যানে ? চুরি করবু ?

বংশী—কইরময় ত' ! না খায়া থাকিমো না কি ?

ধর্ম্মদাস—কার বাড়ী চুরি করবু, কারো কি কিছু আছে ? মাষ্টারবাবু পড়া লিখা শিক্ষা করা মানষি। তাঁয় কয়া গেল সারা দুনিয়ায় নাকি এই ত্যান আকাল।

টেপারু—হেই ! ধমীর ঘরে আকাল কোটে রঘুনথ প্রধান কাইল হাটে ৫৲ দিয়া বড় বড় পানি মাছ কিনি নিয়া গেল। হাউলী কৃষাণ খোয়াইবে যে !

বুদ্ধিমান—ঐ পানিমাছ আর ভাত ইয়ারে লোভে আজ ৪০।৫০ জন কৃষাণ তার পাট নিরাবার ধইছে। আর কৃষাণগুলার বাড়ীতে বৌ বেটী ছাওয়া ছোট কচু আর শাক সিদ্ধ করি খাইতেছে। কৃষাণগুলার গলায় ভাত নামিবে কি ?

বংশী—হামাক গাও বাঁধাটা শিখেয়া দাও ভাই। ধনীর ঘরের ভালটীয়ার সব ঘুরি বেড়ায়, তারে ডারোৎ মাইনো। ঘর থাকি বাইর হবারে পারি না।

ধর্ম্মদাস—গাও বাঁধিলে হবার নয় ভাই ; দল হাঁধিবার পারবু ?

বুদ্ধিমান—দল হয়া আছে। না খায়া সব দল হয়া আছে। খালি হুকুম দেওবার লোকে নাই।

হবেরাম—হুকুম দিলে কি হইবে ? ধনীগুলা যে বন্দুক কইচ্ছে।

বংশী—ধর্ম্মদাস ? তুই থাকিলে হামার ভয় নাই। তুই গাও না বাঁধিয়া যারা বন্দুক কাড়ি নিবু। হামরা সকলে ঝাপেয়া পড়িমো।

ধর্ম্মদাস—তারপর যখন পুলিশ আসবে, ধরি নিয়া জ্যালে রাখি দিবে তখন ?

সকলে—ধরে ধইরবে ! আইজ ত' খায়া বাচি ?

ধর্ম্মদাস—জ্যাল হইলে ২।৩ বছর বন্দি হইবে। ডাকাতি কইলো তাই হয়।

সকলে—হউক না ক্যানে ? তুই খালি হামাক হুকুম দিবু। শালা ধনীর ঘর ! শ্যালারা হামাক স্যাথে স্যাথে খায় আর হামরা--

ধর্ম্মদাস—চুপ—চুপ—

টেপাক—কতয় চুপ করি থাকা যায় ? আইজে যে মরি ? কাইল কি হইবে সে ভাবনা ছাড়ি দিছি ভাই। আইজ বাচও--

[নেপথ্যে রঘুনাথ "ধর্ম্মদাস আইজ হাউলিয়া দিবু" বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। উপস্থিত সকলে উত্তেজনার ভাব গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও রঘুনাথ সব বুঝিয়া ফেলিল। সে অন্তরাল হইতে শুনিয়া খানিকটা ধারণা করিয়া লইয়াছিল।

রঘুনাথ—কি ? বাইতে ভলাণ্টিয়ার পাহারা স্যায জন্ম সব একঠে মিলিয়া যুক্তি করিবার সুবিধা হয় না বুঝি ?

বুদ্ধিমান—হামরা আবার কি যুক্তি কইরমো!

রঘুনাথ—চুরীর!

হরেরাম—দ্যাখো ধর্ম্মদাস! ধনী হইছে, প্রধান হইছে কিনা, ভাল মানুষগুলার অপমান কইল্লে হইল।

ধর্ম্মদাস—হামার বাড়ীতে আসিয়া কাওক্ কিছু কওয়া হবার নয়!

রঘুনাথ—না, আমি ত কিছু কবার চাইনা। তোমাকে দেওয়ানী মাইনছে বুঝি?

ধর্ম্মদাস—হামাব কি দেওয়ানী হওয়ার বিদ্যাবুদ্ধি আছে?

টেপারু—দেওয়ানীসেন্ তোমরা। কার সঙ্গে কাক নাগে দিবেন সদায় সেই চেষ্টাতে থাকেন আর টাকা খান্।

রঘুনাথ—কি?

বংশী—হামরা না জানি কি? ধনী হইছে কিনা! ফট্ করি কয়া দিলে হানরা চুরিব পরামইশ করিবার আসছি—

রঘুনাথ—আস্‌ছিসে ত?

হরেরাম—চুরীর পবামইশ নিবার হইলে তোমারে কাছে যামো! ধর্ম্ম ত' বোকা। উঁয়ায় চুরী করি ফি' ধরা পড়ে। তোমরা সেন্ হইলেন চাল্লাক। কোর্টে থাকি টাকা আইসে কাঁয়ো জানি-বারে পারে না।

রঘুনাথ—(গর্জ্জন করিয়া) কি হামি চোর?

বুদ্ধিমান—না চোর ত কয় নাই। চাল্লাক কইছে।

টেপারু—সব বন্দরিয়া চাল্লাকী আমদানি কইছে। সোত্তে সোত্তে চুরি খাইল।

রঘুনাথ—হামরা ধান করজ দিয়া তোকে বাঁচেয়া রাখি আর তুই কলু হামি চুরি খাই।

টেপারু—খাইসে ত'। আর সাল দুইমন ধান করজ নিছিনো। আড়াই

টাকা করি বাজার তখন, আরও বাড়িধে বলি তিন টাকা করি দাম ধবি ছয় টাকা আব সুদ তিন টাকা, নয় টাকা দিবার কথা আছিল। এ সাল ৪॥০ নীচে দাম নামিল না দেখিয়া, টাকা না নিয়া অমনি ধান তিন মণ আদায় করি নিলেন। সেই তিন মণে তিরিশ টাকা পাইছেন না ?

রঘুনাথ—পায়া থাকি ত' হামি বুদ্ধিব জোরে পাছি।

বুদ্ধিমান—প্রধান বুদ্ধিব জোরে যাক্ মারি মারি শ্যাষ করিলেন—তারাও একদিন মারিবাব চাইবে।

রঘুনাথ—চায়া দ্যাখে যেন্। বন্দুক কিনি রাখছি।

টেপাক—আইজ ত' বন্দুক সাথে নাই। আইজ যদি মারিবার চায কোন্ বন্দুক বাঁচাইবে আজ।

[বঘুনাথ ভীত হইযা দুই পা সরিযা গিয়া ধর্ম্মদাসের মুখেব দিকে চাহিল।]

ধর্ম্মদাস—হামার বাড়ীত ঝগডা কবা হবাব নয, ভাই। তোমবা বাড়ী চলি যাও, বিলাতী আইলে, এক ঘবি বাদ, হামি নাবো এলায়।

বদ্ধিমান—ভালয় কথা কইলেন। চলহে হামবা বাড়ী যাই। (বঘুনাথের দিকে চাহিযা) প্রধান ত' হইছেন, খালি ধনে মানুষ বড় হয় না, মনও থাকা চাই।

বংশী—চল্—চল্। মন ট্যাকে বন্ধ কবি না রাখিলে আবার ধন হবার নয়। চলহে—

টেপাক—প্রধানের মন নাই ত' কি হইল বন্দুক ত' আছে। তার জোরে তাও কবি বেডায়।

হরেরাম—ফির কথা কবার ধইল্লেন, চলহে—চল—

[সকলে হিংস্র দৃষ্টিতে রঘুনাথের দিকে চাহিল চলিযা গেল।]

রঘুনাথ—(রাগতভাবে বলিল) এই মানুষগুলার কোনো মুরাদ নাই—বুদ্ধি নাই। আছে খালি হিংসা। হিংসার মজা ট্যার পাইবে। এ সাল না খায়া মরা লাগিবে। হিংসা করি বিয়ান হইতে ছাওয়াগুলাক কচুর পাতা হাতে দিয়া হামার বাড়ীতে পাঠেয়া দ্যায়।

ধর্ম্মদাস—ক্যানে ?

রঘুনাথ—কৃষাণ মজুরগুলার বিয়ানের ভাত হইলে কয় ভাতের ফ্যানগুলা হামাক্ দ্যাও। এমন শিক্ষা দিছে যে ফ্যান চায় আর কাঁদন নাগে দ্যায। আরে হামি যে শও টাকা দিয়া পশ্চিমা গাই কিনছি তাক্ ফ্যান খোয়াবার নই। কিছুয় বুঝে না, খালি হিংসা।

ধর্ম্মদাস—আকাল হইছে। খাওয়া খুটে না। ছাওয়া ছোট, বৌ, বেটী নিয়ে সব উপাস্ করিবার ধইচ্ছে। তোমার খাওয়া দেখিয়া তোমান গোলা ভরা ধান দেখিয়া হিংসা হইবে ত।

রননাথ—না ক'রে ক্যান্ হিংসা আমাব কোন ভয় নাই। বাড়ীতে বন্দুক আছে হামার। ওগুলা কথা থাকুক। আজ হাউলী দিবু নাকি ? কাল হাট থাকি পাণি মাছ আনা হইছে, দৈ আনা হইছে। তুই সেন্ গোসো করি হামার কাছে যাইস্ না। হামি কি না আসি পারি—মায়ের প্যাটের ভাই তুই !

ধর্ম্মদাস—চুরী মামলা করার সময় হামি ভাই আছিনো না বুঝি ?

রঘুনাথ—তুই হামাক্ কইস্ ক্যানে ? পুলিশ চালানী মামলা—হামি সাক্ষী না দিয়া পারি ?

ধম্মদাস— মিথ্যা সাক্ষী ত পুলিশে দেওয়াইছে। যাও যাও আর মিথ্যা কথা কওয়া নাগিবার নয়।

রঘুনাথ—তুই ভুল বুঝি রাগ কইবার ধচ্ছিস। হামি তো সাক্ষী দিবারে

নাই কছিনো। তা চালানী মামলা প্রমাণ না হইলে দারোগা বাবুর চাকরীত দাগ পড়ে কিনা,—তাঁয় আসি ধরি পড়িল।

ধর্ম্মদাস—আর ভাইয়ের যে জ্যাল হইল তা কিছু নয় ?

রঘুনাথ— তুই মিছায় হামাক্ দোষ দিস্। হামার মনটায় যে কি কচ্ছিল, তা হামি জানি আর কাঁয়ো জানিবার নয়। দুই বছর হামি বিলাতীক্ ধান করজ দিযা খাওযাই নাই।

ধর্ম্মদাস—সেই বিশ মণ ধানের অন্তে হামি আইজতক্ দুই কুড়ি মণ ধানের থাকি বেশী ধান দিছি। তবু নাকি শোধে হয় না।

রঘুনাথ—তুই হিসাবটা ঠিক করি ফ্যালেক ক্যানে।

ধর্ম্মদাস—হামি হিসাব বুঝি না। বিলাতী ভুটু প্রধানের বাড়ী চিড়া নিযা গেইছে, আসুক। তাঁয় ধান নিছে তাঁয় হিসাব বুঝিবে।

রঘুনাথ—তুই হিসাবটা শুনি রাখ। পাযলা সাল দশ মণের সুদ পাঁচ মণ—

রঘুদাস—ও হিসাব হামার শুনিবারে মোনায় না।

রঘুনাথ—আচ্ছা থাউক্। হামি দেখি আসছি আর এগার মণ কয় ধাড়া বাকী আছে, না থাকে ক্যানে বাকী হামি জানি তুই দিবারো পারিবার নইস্। তুই যদি এক কাম করিবার পারিস্ ত হামি সব শোধ করি দেই।

ধর্ম্মদাস- কি কাম!

রঘুনাথ—হামার টারীর গুণ্ডালোকগুলাক ১১০ ধারাত বাঁধি দিবার পাইলে হইল হয়।

ধর্ম্মদাস—ক্যামন করি বাধিমেন ?

রঘুনাথ—সে সব বুদ্ধি হামার আছে। দারোগার আগে তুই খালি কবু যে উযারা চুরী ডাকাতির দল করার জন্তে তোর কাছে আসছিল।

ধর্ম্মদাস—হামি কইলে হইবে ?

রঘুনাথ—হামি নিজেও কম'। 'আরও সব সাক্ষী দেম। ধান করজ দিবার চাই নাই জন্য উয়ারা হামার গোলা লুটিবার চায়— আগুণ লাগে দিবার চায়।

ধর্ম্মদাস—না না, হামি ওসব কথা কবার পারিবার নাই।

রঘুনাথ—ধর্ম্ম্ হামি তোর ভাই। হামার ঘরে ভাত থাকিলে তোরও চলি যাইবে। কিন্তু উয়ারা যদি লুটি খায়—

ধর্ম্মদাস—উয়ারা কি করিবে হামি জানি না—তোমরা বাড়ী চলি যাও। বিলাতী আইলে হামি হিসাবের কথা কমো এলায়,—হামি সাক্ষী দিবার পারিবার নই।

রঘুনাথ—(গম্ভীর হইয়া) সাক্ষী দিলে তুই বাঁচি গেলু হয়। ১০ ধারার মামলা আইজে হউক কাইলে হউক হইবে। তখন ঐ মানুষ-গুলার সাথে ফির তুইও পড়ি যাবু এই হামার ভয়।

ধর্ম্মদাস—হামার যা হয় হইবে। তুমি ক্যান্ ভাবিত্ হন্?

রঘুনাথ—আচ্ছা হাউলি দিব আইজ।

ধর্ম্মদাস—হামি মাছ মারিবার যামো ঐ মানুষগুলার সাথে—

[নেপথ্যে গরুর গাড়ী থামিবার শব্দ "এই বাড়ী হয়। ধর্ম্মদাস আছেন হে"]

রঘুনাথ—গরুর গাড়ীতে কে আইল রে?

[ধর্ম্মদাস দ্বার প্রান্ত হইতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া বিস্মিত ভাবে রঘুর মুখের দিকে চাহিল। একটি সুবেশা ভদ্রমহিলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

স্ত্রীলোক—এইটাই কি ধর্ম্মদাস বর্ম্মণের বাড়ী?

রঘুনাথ—হাঁ, এই বাড়ী হয়। আপনার কোথা হইতে আইসা হইল?

স্ত্রীলোক—কল্কাতা। তুমিই ধর্ম্ম্ না? (ধর্ম্ম্ দিকে চাহিল)

[ধর্ম্ম মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, কথা কহিল না।]

স্ত্রীলোক—আমায় চিন্তে পাচ্ছনা? বিলাতী কোথায়?

ধর্ম্মদাস—(আড়ষ্ঠ ভাবে) প্রধান বাড়ী গেইছে।

স্ত্রীলোক—আমি বিলাতীর দিদি।

রঘুনাথ—(সবিস্ময়ে) য়্যাঁ—ক্যানো! হাম্রা জানি যে—

স্ত্রীলোক—(হাসিয়া) আমি মরে গেছি না! এখন দেখ্ছ ত আমি মরিনি, বেঁচেই আছি। তুমি রঘুনাথ না?

[রঘুনাথ ইতিমধ্যে তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাহার আর্থিক অবস্থার একটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। এখন তাহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য কহিল—]

রঘুনাথ—হয়! তা এঠে কেনে? হামার বাড়ী চল। কলিকাতায় থাকা হয়—এই সব ভাঙ্গা ঘরে কি থাকা যাইবে? কতয় কষ্ট হইবে।

স্ত্রীলোক—তোমার বাড়ী। ও, তাহ'লে তোমরা পৃথক হ'য়েছ?

রঘুনাথ—না হয়া কি করি! উয়ার বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল নয়।

স্ত্রীলো—তা সে যাই হোক! আমি বিলাতীর বাড়ীতেই থাক্‌বো। ধর্ম্ম গাড়ী থেকে আমার সুটকেসটা নিয়ে এস ত'?

রঘুনাথ—চামড়ার বাক্‌সটা ধরি আয়—[ধর্ম্ম চলিয়া গেল]
ধর্ম্ম কিন্তু দাগী চোর, উয়ার জ্যাল হছিল।

স্ত্রীলো—সত্য! তা হোক! যখন জানা গেল তখন আর চিন্তা কি। চোর অথচ দাগ নেই এমন কত লোকের সঙ্গে কতদিন বাস করে এলাম। তোমার ত দেখ্‌ছি বেশ জামা গায়ে জুতা পায়ে! অবস্থা বোধ হয় বেশ ভালই করেছ?

রঘুনাথ—(আড়ম্বর সহকারে) হা—লোকে আজকাল হামাক ধনী কয়, প্রধান কয়।

স্ত্রীলো—এই গ্রামে থেকে যখন ১৫।১৬ বছরে ধনী হ'য়েছ তখন ব্যাপার কতকটা বোঝা গেল।

রঘুনাথ—কি বুঝিলেন?

স্ত্রীলো—টাকা কি পথে আনাগোনা করে? আমি কতকটা জানি কিনা! আচ্ছা এখন বাড়ী যাও। তুমি ত ধর্ম্মর কথা বল্লে, তার মুখে আবার তোমার কথাটা শুনি।

[ধর্ম্মদাস সুটকেশ লইয়া প্রবেশ করিল]

স্ত্রীলো—ঐ বিয়াই সবে পড় ত'!—এখন যাও।

রঘুনাথ—হয়। একটু বিশ্রাম ত' তোমার করার লাগে। কত দূরান্তরের পথ।—রেলগাড়ী, মটরগাড়ী, গরুরগাড়ী। ধর্ম্ম, বিলাতী আইলে তাক, পুছিবা একবার যাইস্‌ হিসাবটা ঠিক করা লাগে—

স্ত্রীলো—ও বিয়াই! রাত ভোর হ'তে না হ'তে হিসাব কর্ত্তে এসেছে?

রঘুনাথ—কি করি! ন্যানো হামার দেশী মেয়া হয়া হামার দেশী কথা ছাড়ি ক্যামন কথা কয়!

ন্যানো—এই বিড়াল বনে গেলে বন বিড়াল হয়।

রঘুনাথ—হয়—হয়— [বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।]

[বিস্মিত ও আড়ষ্ট ধর্ম্মদাসের দিকে চাহিয়া ন্যানো বলিল]

ন্যানো—অমন ক'রে মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছিস্ ধর্ম্মু?

ধর্ম্মদাস—তোমরা ক্যামন করি ন্যানো হইলেন?

ন্যানো—(হাসিয়া) হবো কেন? আমিই যে ন্যানো! তোর সন্দেহ হচ্ছে?

ধর্ম্মদাদ—তোমরা না গঙ্গাস্নান কইরবার যায়া হারেয়া গেইছিলেন?

ন্যানো—হারিয়ে ছিলাম। মরি ত' নেই।

ধর্ম্মদাস—দ্যাশে ফিরি আইলেন না ক্যোনে?

ন্যানো—কিজন্য দেশে ফিরি আস্‌ব বল? মা মরে যাবার পর ভিটার ভাঙ্গাঘর দুখানা ছাড়া বিধবা ন্যানোর আর কি ছিল! একা যখন থাকতাম তখন কত কলঙ্ক হ'য়েছিল মনে আছে?

ধর্ম্মদাস—বিয়া বইসেন নাই ক্যানে? হামার জাতিয়ার ত বিধবা বিয়া হয়!

ন্যানো—বিধবার আবার বিয়ে। দুটো পেটের ভাত আর দুখানা কাপড়ের জন্য দেহটা না বেচে সহরে গিয়ে এই দেহটার পুরা দাম আদায় করেছি। আজ পেটের ভাত, পরণের কাপড়, থাকার বাড়ী সবই আমার হ'য়েছে।

ধর্ম্মদাস—ভাত কাপড়া, বাড়ীঘর সউগ যখন সেইঠে হইছে তা ফির্ এইঠে আইলেন ক্যানে?

ন্যানো—সেখানে গান শিখতে লাগলাম আর ঠাকুরকে ডাকতাম। মানৎ করলাম—যদি—যদি মনের বাঞ্ছা সফল হয়, তোমার পূজা দেব।

ধর্ম্মদাস—খেম্‌টাউলী হইছেন। [ন্যানো কোন উত্তর দিতে পারিল না।]

[বিলাতী ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া একবার ন্যানোর দিকে একবার ধর্ম্মুর দিকে চাহিতে লাগিল।]

ন্যানো—আয়- আমার কাছে আয়! আমি তোর দিদি।

[চিনিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কান্নার সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাতী বলিতে লাগিল।]

বিলাতী—মাও লো মাও ! তোমার হ্যানো ক্যামন হইছে দেখিয়া যাও।
কেঠে না আছিলু—হামাক ভুলি—

ধর্ম্মদাস—দ্যাখো ফির্ কাবড়াইবার ধইল্লে।

বিলাতী—মুই না কান্দিয়া পাইরবার নই। (পুনর্ব্বার বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল) ওরে দিদিরে—হামাক্ ছাড়িয়া কোঠে না কোঠে আছিলু রে—হামাক্ আর ছাড়িয়া না যাইস্—

হ্যানো—থাম্ বিলাতী তুই অমন কল্লে আমিও কেন্দে ফেলব।

বিলাতী—(চক্ষু মুছিয়া) তুই ভদ্দর লোকের মত অমন করি কথা কইস্ ক্যানে ?

হ্যানো—আমি যে ভদ্রলোক হ'য়েছি। আমার নাম ত আর হ্যানো নয়, নলিনীবালা !

বিলাতী—তুই বুঝি হামার দেশী কথা কওয়া ভুলি গেইছিস ?

হ্যানো—(আড়ষ্টভাবে) দ্যাশের কথা কি কাঁয়ে ভুলি যায় ? ১৬।১৭ বছর না কয়া হামার কইতে সরম নাগে।

বিলাতী—(হাসিয়া) ও মাইরে ! ক্যামন করি কথা কয়। নানা তোর দেশী কথা কওয়া নাগিবার নয়। তুই ভাল করি কথা ক ? দিদি, তুই ক্যামন করি বড়লোক হলু !

হ্যানো—কাজ কারবার ক'রে।

বিলাতী—কোঠে কারবার করিস্ তুই ?

হ্যানো—কলকাতায়।

বিলাতী—কলিকাতায়। বাপরে সেইঠে নাকি খালি দালান। কতয় নাকি রাস্তা—মানুষ নাকি খালি হারেয়া যায়। সেইঠে তুই একলা ক্যামন করি আছিলু ?

হ্যানো—একলা থাক্‌ব ক্যান ? লোকজন ছিল যে।

বিলাতী—ক্যামন করি কামকাজ কল্লু সেইঠে ? কি কাম কল্লু দিদি ?

হ্যানো—সে অন্য সময় বলব ! যাই দীঘি থেকে হাতমুখ ধুয়ে আসি।

[হ্যানো চলিয়া যাইতেই বিলাতী ধর্ম্মদাসের কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিল।]

বিলাতী—সহরে থাকিলে মানুষ ক্যামন হয় যায়। আইজ বিয়ানে না

উয়ার কথা কইনো। নাম করিতেই ক্যামন আসি গ্যাল।

ধর্ম্মদাস—(গম্ভীরভাবে) আসি ত' গেইল কিন্তুক খাওয়াবু কি ?

বিলাতী—(একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) বড়য় ত মুস্কিল হইল।

ধর্ম্মদাস—মুস্কিলে ত ?

বিলাতী—চিড়া ত গুটিক চুরি করি রাখছি। তাকে খাবাব দেই কিন্তুক মিঠাই নাই।

ধর্ম্মদাস—বুদ্ধিমান দা ঠিকে কইছে। সব কামের মধ্যে হামার কিন্তুক লাগিয়া আছে। চিড়া ত' খোয়াবু—তার পাছে চাউল কোঠে পাবু ?

বিলাতী—তুই ক' ক্যানে কোঠে পাই। চিড়ার ধানগুটিক আন্‌ছি। তাক্ সিজি থুইলে কাইল চাউল হইবে—আইজ কি খোঁয়াহ। গুটিক চাউল পাবার নইস কোনও মতে—

ধর্ম্মদাস—মুহ কোঠে কি পাও! দ্যাশে হইল আকাল। প্যাটের ভুখে মানষগুলা কান্দাকাটি করিবার ধইচ্ছে। আর কলিকাতার খেম্‌টাউলী এইঠে আইল গরীবগুলাক ফুটানি দেখাবাব।

[বিলাতী কথাটা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া ধর্ম্মুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল।)

বিলাতী—কি কলু ?

ধর্ম্মদাস—মুই ক্যানে কমো ? তাঁয় নিজে না কইছে !

বিলাতী—কি কইছে ?

ধর্ম্মদাস—কইছে যে গঙ্গাস্থান করিয়ার নাম করিয়া কলিকাতা যায়া আঁয় ইচ্ছা করি হারেয়া গেছিল। প্যাটের ভাত আর কাপড়ার জন্যে বিধবা বিয়ার নাম করিয় দেহ না দিয়া, সহরে দ্যাহ বেচিয়া টাকা পাইসা কইচ্ছে।

[বিলাতী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। এমন সময় মাষ্টার মহাশয় দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্বরে কহিল—]

মাষ্টার মহাশয়—ওরে ধর্ম্মু ! তোরা নাকি এইখানে চুপি চুপি চুরি ডাকাতির পরামর্শ কচ্ছিলি।

ধর্ম্মদাস—কাঁয় কইলে ?

মাষ্টারমহাশয়—কবার লোকের কি অভাব আছে ? যাদের ঘরে খাবার

আছে তারা আজ ছায়া দেখে চম্‌কাচ্ছে! তোদের ভেতর বেছে বেছে কিছু লোককে বেকায়দায় ফেলতে পারলে তবে ওরা খানিকটা শান্তি পাবে।

ধর্ম্মদাস—সয়তানের ঘব!

মাষ্টারমহাশয—রাগারাগি করে খবরদার গোলমালের ভেতর যাবি না, জাতও যাবে—পেটও ভরবে না।

ধর্ম্মদাস—কষ্ট সহ্য করম মাষ্টার বাবু! এ দুঃখ যে কি দুঃখ তোমরা বুঝিবার পারবার নন।

মাষ্টারমহাশয়—একদিনের চুরি ডাকাতিতে কি এ দুঃখ চিরদিনের জন্য যাবে? তারপর যখন আসবে প্রবলের জুলুম, আইন আদালত, পুলিশ চৌকিদার, তখন যে দুঃখের উপর দুঃখ আসবে।

ধর্ম্মদাস—মানুষ যে ভুখ লাগিলে খাবার চায়, ছাওয়া-ছোটর কান্দন দেখিলে দুঃখ পায় এই অপরাধে ১১০ ধারার বৃদ্ধি হইতেছে। শুনেন নাই?

মাষ্টারমহাশয—তুই এক কাজ কর! আগে থাক্‌তে গিয়ে থানায় এই খবরটা জানিয়ে আয়। আজই চলে যা!

ধর্ম্মদাস—আইজ যাই ক্যামন করিয়া। ঘরে চাউল নাই আর ফির বিলাতীর দিদিআসি গেইছে। চাউলের চেষ্টা করা লাগিবে,

মাষ্টারমহাশয—বিলাতীর দিদি! যে হারিয়ে গেছিল।

ধর্ম্মদাস—হয়।

মাষ্টারমহাশয—দেশের টানে টেনেছে বুঝি?

ধর্ম্মদাস—কাঁয় জানে? সহরে থাকিয়া টাকা পয়সা কইচ্ছে। আর বইনক্ তাই ন্যাখাবার আইচ্ছে বুঝি? কন ত' হামরা কি করি?

[ন্যানো ফিরিয়া মাষ্টারমহাশয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং ধর্ম্ম ও বিলাতীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাষ্টারবাবু বলিলেন—]

মাষ্টারমহাশয—তুমিই বুঝি আমার এই মেয়ের দিদি?

ন্যানো—হাঁ, আপনি কে?

মাষ্টারমহাশয়—এই গাঁয়ে যে স্কুল হ'য়েছে আমি তার মাষ্টার। তা এদ্দিন ত দেশে আসনি। হঠাৎ এসময়ে এসে উপস্থিত

হ'লে কেন ?—না এলেই ভাল হ'ত !

স্থানো—(একটু অসন্তুষ্ট হইয়া) একথা আপনার বলবার কারণ কি ?

মাষ্টারমহাশয়—(অপ্রতিভ হইয়া) হুঁ ! আমার বলা হয়ত ঠিক হয় নাই। কথাটা কি জানো ? এ দেশের বড় দুঃসময়। এদেরও তাই। তুমি এসে উপস্থিত হওয়াতে এদের আনন্দ হওয়া দূরে থাক তোমায় কি খাওয়াবে সে চিন্তায় বিব্রত হ'য়ে পড়েছে। তুমি হয়ত জান না,—তোমায় খাওয়াবার মত চালও আজ এদের ঘরে নেই।

স্থানো—দেশের অবস্থার কথা আমিও না জানি তা নয়। (আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া) ধর্ম্মু এই দুটো টাকা নিয়ে যাও চাল নিয়ে এস।

ধর্ম্মদাস—হামার অভাব যাউক অনটন যাউক, তোমার টাকা হামরা নিবার নই।

স্থানো—(বিস্মিত হইয়া) কেন ?

ধর্ম্মদাস—তোমার টাকা পাপের টাকা।

স্থানো—(জ্বলিয়া উঠিয়া) কি ! পাপের টাকা ? দাগী চোরের মুখে একথা সাজেনা—

ধর্ম্মদাস—(ক্রুদ্ধ হইয়া বিলাতীর দিকে চাহিয়া বলিল) শুনেক তোর টাকাউলী বইনের কথা শুনেক, টাকা দ্যাখাবার আইচ্ছে ! নিজে যা করি টাকা কইচ্ছে তোক্ দিয়াও তাই করাইবে বলিয়া লোভ দ্যাখাইবার আইচ্ছে।

বিলাতী—(দৃঢ়কণ্ঠে) তোমার টাকা পইসা হাম্‌রা চাই না দিদি। যেইঠে থাকিয়া তোমরা আইচ্ছেন সেইঠে চলি যাও।

[স্থানো বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকিল—ধীরে ধীরে চোখ জলে ভরিয়া আসিল।]

মাষ্টারমহাশয়—কি গো নূতন মেয়ে, এদের দম্ভ দেখে অবাক হয়েছ, না ? ত্যাগের কাছে ভোগের হার ত' হবেই !

[স্থানো কাঁদিয়া ফেলিল—বিলাতী ও ধর্ম্মু কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া বলিল]

বিলাতী—কাঁদিস্ ক্যানে ? তোর ঘর আছে কলু। সেঠে থাকিলে সুখে। থাকপু। হামরা বড়য় দুঃখী এইঠে থালি দুঃখয় পাবু।

ধর্ম্মদাস—চোখ মুছি ফেল। হামার চোখের পানি দেখিবার মন চায় না। বিলাতী—উয়াক্ খানিক চিড়াটিরা খোয়াও।

মাষ্টারমহাশয়—(হাসিতে হাসিতে) ধর্ম্ম তুই ওর টাকা পাপের টাকা বলে ছুঁতে চাচ্ছিলি না, ও তোদের চুরি করা চিড়ে খাবে কি?

হ্যানো—ওরা ত ইচ্ছে ক'রে চুরি করেনি। অভাবে পড়ে বাধ্য হয়ে চুরী ক'রেছে। আমার দোষ যে স্বভাবের—আমার ত সাফাই নেই।

মাষ্টারমহাশয়—অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় আবার নষ্ট স্বভাবে অভাব সৃষ্টি হয়। ভুল সভ্যতার ফলে মানুষ আজ অভাব সৃষ্টি ক'রে স্বভাব নষ্ট করেছে। লোভ হিংসা প্রভৃতির বশে গিয়ে অভাব তার লেগেই আছে। তাই বৃত্তির ব্যাভিচার, বুদ্ধির ব্যাভিচার, দেহের ব্যাভিচার সবাই কর্ত্তে বাধ্য হচ্ছে। নিজের মনকে যাচাই করে আজ তুমি ব্যাভিচারের জন্য কুণ্ঠিত হয়েছ কিন্তু চারধারে চাইলে দেখতে পাবে ব্যাভিচারীর দল কি তাণ্ডব কচ্ছে। লজ্জা নাই, কুণ্ঠা নাই, গ্লানি নাই, ভয় নাই।

ধর্ম্মদাস—মাষ্টারবাবুক্ খ্যাপাইলেন এক পহর বকিবে এলায়—

মাষ্টারমহাশয়—না—না—আমার বকলে চলবে না। অনেক কাজ আছে। দেবীডোবা থেকে চাল আনলে কিছু সস্তা পাবি। সরকারী দোকান খুলেছে।

ধর্ম্মদাস—আইজ পাইরবার নই যাবার।

মাষ্টারমহাশয়—যে দিন হয় ফুরসৎ ক'রে যা। গিয়ে চালও আনবি আর থানায় দশধারার খবরটা জানিয়ে আসবি। আমি চলি—

[মাষ্টারমহাশয় চলিয়া গেল]

ধর্ম্মদাস—যাও, উয়াক জলটল খোয়াও। হামি একবার দেখি আসি,—চাউল কি করা যায়। [হ্যানোর নিকট হইতে টাকা লইয়া ধর্ম্মদাস প্রস্থান করিল। বিলাতী আসিয়া হ্যানোর হাত ধরিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৈশাখ মাস। ফুলদোল উপলক্ষে ভবানীগঞ্জের জমিদার বিপুলরায়ের ঠাকুর বাড়ীর সম্মুখে একটি মেলা হয়। এবার অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সূচনায় সকলের মনে উদ্বেগ ও অশান্তি থাকা সত্বেও মেলায় লোক সমাগম মন্দ হয় নাই। সমবেত জনগণের মধ্যে যাহারা হিন্দু তাহারা বরাবর ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া ঠাকুর দর্শন করিয়া যথাসাধ্য ভেটি প্রণামী দিয়া মেলা দেখার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া কৃতার্থ হইত। এবার ঠাকুরবাড়ীর দেউড়ী বন্ধ। ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণ জনশূন্য। মঞ্চের দক্ষিণ পার্শ্বে ঠাকুর মণ্ডপ, বিপরীত দিকে জমিদার বাড়ীর অন্দরমহলের প্রাচীর ও তাহার মধ্যস্থলে একটি দরজা—মঞ্চের বামপার্শ্বে ঠাকুর বাড়ী হইতে মেলার দিকে যাইবার দেউড়ী। বাহিরের একটি আমগাছের ডাল দেউড়ী ও অন্দরের প্রাচীরের কোণে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া কোনটি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। সেই অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া একব্যক্তি আপাদমস্তক মলিন বসনে ঢাকিয়া শায়িত ছিল। হারাণ সর্দ্দার দেউড়ীর নিকটে বিষন্নমুখে বসিয়াছিল। অন্দরের দ্বারপথে জমিদার কর্ম্মচারী প্রবেশ করিতেই হারাণ নিকটে আসিয়া বলিল,—

হারাণ—ভুঁইয়া মশায়! দেউড়ী খোলা হবে?

ভুঁইয়া—না, হুজুর এখুনি ঠাকুরবাড়ী দেখতে আসবেন।

হারাণ—মেলায় অনেক লোক আমদানি ছিল। সব ফিরি যাইতেছে

ভুঁইয়া—যাক্!

হারাণ—ভেটী কিছু হইল হয়।

ভুঁই—অজন্মা—আকাল—লোকে খেতে পাচ্ছে না) ভেটী দেবে কোথেকে? উল্টে ভিখিরীতে ঠাকুর বাড়ী ভরে যাবে।

হারাণ—ওঃ! ভিখারীর থালি অভাব পড়ি গেইছে। ভোগ বিলির সময দেউড়ী ভাঙ্গি ফেইলবায় চায়।

ভুঁই—খবরদার ঢুকতে দিবি না। ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদেই এবার চালাতে হবে। চালের দাম চড় চড় ক'রে চড়ছে।

হারাণ—হুজুর যদি শোনে যে ভোগ বিলি হয় না—তাত্ ফির রাগ হবার নয়;

ভুঁই—সে সব হুকুম নিয়ে রেখেছি। ওখানে পড়ে কে?

হারাণ—একজন ভিক্ষুক।

ভুঁই—ঢুকল কি ক'রে? (রুষ্টভাবে হারাণের মুখের দিকে চাহিল।)

হারাণ—কবার পারি নাত' (কুন্ঠিত ভাবে বলিল)

[ভুঁইয়া মশায লোকটির দিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল]

ভুঁই—এই! কে তুইরে? সাড়া দ্যায় না দ্যাখ—এই ব্যাটা।

লোক—এ্যা—

ভুঁই—এখানে পড়ে' কেন?

লোক—ঠাকুর বাড়ী দেখে আশ্রয় নিয়েছি। রাত্রী হোক, কাল চ'লে যাব।

ভুঁই—এ ব্যাটা যে দক্ষিণ দেশী কথা কয়। বাড়ী কোথায তোর?

লোক—অনেক দূর—ন'দে জেলা!

ভুঁই—এখানে এল কি করে?

লোক—আকাল—সারা বাঙ্গালায় আকালের বান ডেকেছে। কে কোথায় বান-ভাসা হ'য়ে ভাস্তে ভাস্তে চ'লে যাচ্ছে। সব দক্ষিণে কলকাতার দিকে গেল। আমি এলাম উত্তরে।

ভুঁই—কানা গরুর ভিন্ন গোঠ। এখানে রাত্রে লোক থাকতে দেওয়া হয় না। উঠে যা—

লোক—রাতটুকুর মত আশ্রয় চাই। বিদেশ চেনা নেই ত!

ভুঁই—আশ্রয়ের জায়গা এটা নয়।

লোক—সে কি কথা বাবা! ঠাকুরের কাছেই ত নিরাশ্রয় আশ্রয় পায়।

ভুঁই—দক্ষিণে লোক কি না বচনে দড়। এখন উঠে পড়্—উঠ যাও।

লোক—বড় অসুখ—উঠতে পারছি না বাবা—

ভুঁই—হারাণ, দেত' ব্যাটাকে বের করে—

[হারাণ অগ্রসর হইল]

লোক—দোহাই বাবা—তোমাব পায়ে পড়ি বাবা!—আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, আমি নড়তে পারি না। মায়ের দয়া হ'য়েছে!

[হারাণ সভয়ে সরিয়া আসিল]

ভুঁই—দ্যাখ্ দেখি কি বিপদ! এখুনি হুজুব আসবেন। কিরে হারাণ, দেখছিস্ কি—দে ব্যাটাকে দূর ক'রে!

হারাণ—বাপরে—! উয়াক্ কি ছুঁয়া যায়—বাপ্রে!

(সাষ্টাঙ্গে দূর হইতে প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল।)

ভুঁই—এই ব্যাটা শোন—ঐ কোনেব দিকে দেয়াল ঘেষে শুয়ে থাক, কাল সকালে যেন দেখতে না পাই। তা'হলে অন্য লোক দিয়ে তোকে বের ক'রে দেব।

লোক—আচ্ছা বাবা—

[পূজারী শিবুঠাকুর ও তাহাব পশ্চাতে ধর্ম্মদাস অন্দর মহলের দ্বার পথে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মদাস ঠাকুর প্রণাম করিয়া জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। শিবু ইঙ্গিত করিয়া ভুঁইয়া মহাশয়ের কানে কানে কিছু কহিল। ভুঁইয়া মশায় অসম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়িয়া ধর্ম্মদাসকে বলিল—]

ভূঁই—আজ আর ওসব হবে না। জমিদার বাবু কলকাতা থেকে কাল এসেছেন। আজ ঠাকুরবাড়ী দেখতে আস্‌বেন বলেছেন। দেখাছস না লোকের ভিড় যাতে না হয় তাই দেউড়ী বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে।

ধর্ম্মদাস—(জোড়হস্তে) একজন বেটী ছাওয়ার মানত হুজুর। দূরান্তরের পথ। আহজে আশা করি আস্‌ছি। পূজার ভেটীর দুধটুধ সব খরিদ করা হয়া গেইছে।

ভূঁই—তা হোক কাল আসিস্।

ধর্ম্মদাস—হামার দেশা বেটী ছাওয়া হইল হয় ত কাইল ফির্ আইল হয়। কলিকাতায় থাকা হয় অনেকদিন থাকিয়া। তাতে হাইটবাবে পারে না। পূজা দিতে ত ঘর থাকি গাড়ী চড়ি আইসবার নয়। দয়া যদি কইল্লেন হয় হুজুর। ঠাকুর কহছে পূজা এক ঘড়িৎ হয়া যাইবে। যতক্ষণে পূজা হইবে ততক্ষণে তার গানও হয়া যাইবে।

ভূঁই—গান!

ধর্ম্মদাস—ঠাকুরের কাছে মানৎ করিয়া গান শিক্ষা করিয়া টাকা পাইসা কইচ্ছে কি না?

ভূঁই—গান শিখে পয়সা করেছে? তোর কে হয় সে?

ধর্ম্মদাস—হামার শালী হয়।

ভূঁই—হুঁ! কিন্তু আজ আর সুবিধা হবে না।

[পূজারী ধর্ম্মদাসকে আড়ালে লইয়া গিয়া কানে কানে কিছু বলিল। ধর্ম্মদাস মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল এবং ভূঁইয়া মশাইর নিকটে আসিয়া একখানি নোট পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল।]

ভূঁই—(অত্যন্ত তৃপ্তি মিশ্রিত ব্যস্ততার সহিত) এই ছাখ, করে কি

ছাথ! অমন ক'রে কাকুতি কল্লে আমি করি কি? অ
শিবু—

শিবু—মু জলদি পূজা সারি নিব।

ভূঁই—আবার গান কর্ব্বে যে!

শিবু—গান শিখি টাকা করিচে। সেত ভাল গান করিবে। হুজুর আসি গেলে কহিবেন কি, হুজুর আসিবেন বলি ভজন গান করিবাকু তাকে ডাকিচি।

ভূঁই—উঁ ব্যবস্থাটা মন্দ নয়।

শিবু—ভাল হইবে! মু আরতি শেষ করিচি। ধর্ম্ম, তুমি যাই কি সকলকে নিয়ে আস!

[ধর্ম্ম চলিয়া গেলে, হারাণ পাইক তাহার পশ্চাতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ভূঁই—দেখি—হুজুর যাতে না আসেন তার চেষ্টা করিতো। যদি নিতান্তই আসেন তাহ'লেত সঙ্গে আসতেই হবে। নইলে আর আসব না। দোর টোর সব বন্ধ করে তালা দিয়ে তবে যেও। দিনকাল বড় খারাপ!

শিবু—ঠাকুরের জিনিষ কেউ ছুইতে পারিবে না।

ভূঁই—ঠাকুরের দয়ায় যারা সুখে আছে তারা হয়ত এখনও ঠাকুর মানে কিন্তু যারা দুঃখকষ্ট সইছে আর চোখের জল ফেলছে তারা সব অবিশ্বাসী হয়ে পড়ছে শিবু! সাবধানে থাক্‌তেই হবে। তালা দিতে ভুল না।

[প্রস্থান]

[শিবুঠাকুর ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দ্রুতবেগে ঘণ্টা নাড়িয়া আরতি শেষ করিতে লাগিল। ধর্ম্মদাস, হ্যানো ও বিলাতী প্রবেশ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিল।

আয়তি বন্ধ হইতেই শিবুঠাকুরের ইঙ্গিতে

ন্যানো গান আরম্ভ করিল—]

"শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী···।

[কণ্ঠে ভক্তি ও ঐকান্তিকতা দুইই ছিল। মার্জ্জিত কণ্ঠ ক্রমশঃ সতেজ হইয়া উঠিল। যে লোকটি প্রাঙ্গণের এক পাশে শুইয়াছিল সে অতিসন্তর্পণে একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া ধর্ম্মদাসের বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানিল। বিস্মিত ধর্ম্মদাস চিনিতে পারিয়া কথা বলিবার পূর্ব্বেই লোকটি ইঙ্গিত করিয়া নিরস্ত করিল। পরে অতি সতর্কভাবে তাহার কাছে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কথা বলিতে লাগিল।

গানের শেষাশেষি জমিদার বিপুল রায়, ভুঁইয়া মহাশয়, ও লণ্ঠন লইয়া হারাধন প্রবেশ করিল। ন্যানো একমনে তন্ময়ভাবে গান করিতেছিল। বিলাতী তাহাদিগকে দেখিয়া আড়ষ্ঠ হইয়া পড়িল। ধর্ম্মদাস লোকটির নিকট হইতে সরিয়া আসিল। বিপুল রায় বিলাতীর আড়ষ্টভাব লক্ষ্য করিয়া একটু অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য গাছের ছায়ার অন্ধকার কোণে অগ্রসর হইতেই ভুঁয়া মহাশয় তাহাকে নিরস্ত করিল। গান শেষ করিয়া ন্যনো ভূলুণ্ঠিত হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিল। প্রণাম শেষ হইতেই ধর্ম্ম ব্যাস্তভাবে তাহাকে লইয়া দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেই ভুঁইয়া মহাশয় বলিল,—]

ভুঁইয়া—দেউড়ী আর খোলা হবে না। অন্দর দিয়ে যাও—

[ঘুরিয়া যাইবার সময় ন্যানো দেখিল বিপুলরায় মুগ্ধ দৃষ্টিরত তাহার দিকে চাহিয়া আছে। চোখের ভাষার অর্থ বোঝে বলিয়া সে একটু কুণ্ঠিতভাবে মাথার কাপড় টানিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।]

বিপুল—চমৎকার! বড় মধুর গান শোনালে হে। কুড়িবচ্ছরে ভবানী-গঞ্জের অনেক উন্নতি হ'য়েছে দেখ্‌ছি।

ভুঁই—আজ্ঞে হাঁ, তা হ'য়েছে বৈকি ! দেবীডোবার ঘরে ঘরে এখন নাচগানের চর্চ্চা চল্‌ছে। নিতাই কাননগুর মেয়ে কি সুন্দর নাচ শিখে এসেছে কলকাতা থেকে। গানও গায় চমৎকার। বিধুমুখী বল্‌ছিল একদিন মেয়েকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ী আসবে।

বিপুল—বিধুমুখী আবার কে ?

ভুঁই—নিতাই কাননগুর পরিবার। মেয়েটি ওর সত্যই দেখ্‌তে শুনতে ভাল, কলকাতা থেকে লেখাপড়াও শিখেছে। নাচ গানের ত কথাই নেই।

বিপুল—তা ঠাকুরকে গান শোনাতে, নাচ দেখাতে আসতে চায় কেন ? ঠাকুর ত' সাটিফিকেটও দেবে না—মেডেলও দেবে না।

ভুঁই—আপনি আসবেন শুনেছে কি না ! তাই আগে থাক্‌তে ঐ উপলক্ষে আসবার কথা গেয়ে রাখল। আমায় বলছিল এইবার এলে কর্ত্তাকে বল বিয়ে থা করে যেন গ্রামেই বাস করেন।

বিপুল—গামে বাস করতে হলে বুঝি এই বয়সে আবার বিয়ে থা কর্ত্তে হবে।

ভুঁই—একটা উপলক্ষ না থাকলে পল্লীগ্রামের এক ঘেয়ে জীবনে কেমন একটা অবসাদ এসে পড়ে কি না !

বিপুল—তাই সাধ মেটাতে সহরে থাক্‌তে হয়। কি বল ?

ভুঁই—আজ্ঞে, তাত' বটেই, তবে যখন—

বিপুল—অভাবে পড়ে গাঁয়ে এসে থাকতেই হচ্ছে তখন একটা না একটা উপলক্ষ ছাড়া—

ভুঁই—আজ্ঞে হাঁ ! একটা উপলক্ষ নইলে পেরে উঠবেন কেন ? আর ভালই বা লাগবে কেন ?

বিপুল—হুঁ—তোমাদের বিধুমুখী মেয়ের মত একটা উপলক্ষ জুটে গেলে তোমাদেরই সুবিধে। সে দুদিনেই খুঁচিয়ে সহরে নিয়ে যাবে,

তোমার যেমন নির্ঝঞ্ঝাটে রাজ্য চালাচ্ছিলে তেমনি চালিয়ে যাবে।

ভুঁই—আজ্ঞে সে কি কথা!

বিপুল—এইটেই ঠিক কথা। আমার অতীত জীবন, বর্ত্তমান বয়েস এবং বৈষয়িক অবস্থাব খবর জেনেও যে মা আমার হাতে মেয়ে দেবে সে মেয়ের কোন সুখটুকুর আশা করবে বলত?

ভুঁই—ভবানীগঞ্জের জমিদার বাড়ীর কর্ত্রী হওয়া কি সহজ ভাগ্যের কথা!

বিপুল—ভাগ্য নয় দুর্ভাগ্য। টাট্ বাট্, দালান কোঠা আজও খাড়া আছে, কিন্তু নোনায় এ বাড়ীর প্রত্যেক ইটেব জোড়া আল্‌গা। একটা ভালরকম ঝাঁকির ওয়াস্তা! তাহ'লেই চুবমার হ'যে ধ্বসে যাবে। যাক্‌গে যাক্! তবে একটা কথা বলেছ ভাল। উপলক্ষ ছাড়া এখানে থাকা কঠিন।

ভুঁই—আজ্ঞে হাঁ। বড্ড এক ঘেযে কি না!

বিপুল—তোমরা কি উপলক্ষ নিযে আছ হে বলত?

ভুঁই—আমরা সামান্য চাকরী করে খাই। আমাদের আবার উপলক্ষ কি?

বিপুল—আছে তোমাদেরও, তবে তোমরা স্বীকাব করবে না।

ভুঁই—কি যে বলেন আজ্ঞে—

বিপুল—তোমাদের আর আমার উপলক্ষের একটু প্রভেদ আছে। তোমাদের উপলক্ষ লুটে নেওয়া—আব আমার উপলক্ষ লুটিয়ে দেওয়া!

ভুঁই—আজ্ঞে সে কি কথা?

বিপুল—ঠিকই কথা! আজ থেকে ত্রিশবছর আগের কথা বলছি। নবীন যৌবন। নামজারী হ'য়ে বিষয়ে কর্ত্তা হবার পরই তোমার মত শুভানুধ্যায়ীরা উপলক্ষ জোটাতে লাগলেন।

গেঁয়ো উপলক্ষ ফুরুলে সহরে উপলক্ষের টানে গ্রাম ছেড়ে সহরে অবধি ধাওয়া করালে। কিন্তু ঘরে কিংবা বাইরে কোনখানেই লক্ষ্য স্থির রাখতে পার্লাম না। তবে উপলক্ষ ছাড়া থাকা কঠিন। যে মেয়েটি গান গাইছিল তাকে চেন?

ভূঁই—এই এখান থেকে ক্রোশ দুই দূরে সীমগাড়ীতে ওদের বাড়ী। অনেকদিন কলিকাতায় ছিল। এই নাচগান করত আর কি!

বিপুল—আমাদের প্রজা?

ভূঁই—না। জমিজমা ওদের কিছু নেই। বাস বাড়ী কার জোতের অধীন সে খবর নিতে পারি যদি বলেন।

বিপুল—না থাক, তোমার আর খবর নিতে হবে না।

ভূঁই—মাঝে মাঝে এখানে আস্‌তে বল্লে মন্দ হয় না। ঠাকুর বাড়ীতে বেশ গানটান হ'ত, আর—আপনারও—

বিপুল—একটা উপলক্ষ হত, না?

ভূঁই—(মাথা নাড়িয়া সমর্থন জানাইল)

বিপুল—আমার উপলক্ষের দিকে লক্ষ্যটা একটু কমাও। বহুদিন ধরে সবাই মিলে বড্ড বেশী রকম লক্ষ্য রেখেছ কি না। এইবার রেহাই দাও—। কথায় কথায় রাত ত অনেক হ'ল দেখছি। ভক্তদের যখন আস্‌তেই দেবে না তখন আর ঠাকুরকে জাগিয়ে রাখা কেন? ও,—এইযে, ঠাকুর শয়ন দিয়ে দরজা বন্ধ করা হয়ে গেছে দেখছি।

ভূঁই—মেলায় যাবার জন্ত সবাই ব্যস্ত কি না!

বিপুল—রাতে হাটবাজার মেলা হওয়াটা কিছুতেই এদেশ থেকে যাবে না দেখ্‌ছি।

ভূঁই—চাষীর দেশ। সারাদিনের কাজ মিটিয়ে সবাই ঘর থেকে বেরোয়।

বিপুল—চল হারাণ, এইবার আমায় পৌছে দিয়ে তোমরাও এগিয়ে ছাথ যদি মেলা এখনও থাকে। [হারাণ লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইল। বিপুল ও ভুঁইয়া মহাশয় অনুসরণ করিল। শিবুঠাকুর উঠানের আলো কমাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মাযের দয়ার নাম করিয়া যে লোকটি এতক্ষণ অন্তরালে শুইয়াছিল, সে উঠিয়া আসিয়া দেউড়ী ও মহালের দরজা ভাল করিয়া ঠেলিয়া দেখিয়া ঠাকুর দালানের দিকে অগ্রসর হইতেই কি যেন একটা শব্দ শুনিয়া ত্রস্তভাবে আগেব জায়গায় ফিরিয়া গেল। আম গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া নামিল ধর্ম্মদাস। সে লোকটির নিকটে আসিয়া পদধূলি লইয়া বলিল,—]

ধর্ম্মদাস—গুরু !

লোক—চুপ—আস্তে !

ধর্ম্মদাস—সব মেলায় গেইছে—চাইরো পাকে কেউ নাই।

লোক—রাত এখনও বেশী হয়নি। আর একটু পরে এলেই ভাল হ'ত।

ধর্ম্মদাস—হামি কি দেরী কইরবার পারি। রাত নিশুতি হলেই গ্রামের পল্লীরক্ষীরা বাহির হয়, আর হামাক ডাকাডাকি করে। তার আগে হামার বাড়ী যাওয়ার লাগিবে। কি কইবেন কন্।

লোক—কব আর কি! সবাই যখন মেলায় তখন আর দেরী করা কেন। কাজ সুরু কর্। (দুই তিনটা যন্ত্র বস্ত্রাঞ্চল হইতে বাহির করিল।)

ধর্ম্মদাস—না—না—, ওসব আর কইরাবর নই।

লোক—ক্যান ?—ভয় পেলি নাকি ? ভয় কিরে ? কাল সকালে ওরা আমাকেই সন্দেহ কর্বে। তোর ওপর কোন সন্দেহ হবে না।

শেষ রাত্তিরে তোমারে গাড়ী ধরে ততক্ষণ আমি বহুদূরে চলে যাব। নে হাতিয়ার ধর।

ধর্ম্মদাস—এ কাজ ত' তুমি একায় পাইলেন হয় গুরু!

লোক—পারলে তোকে ডাক্‌ব কেন? হাতটা যে ভেঙ্গে গেছে। বাহির থেকে তালা বন্ধ। এদিকে কাজ সারলেও প্রাচীর পার হব কেমন করে? ভাঙ্গা হাতে আর জোর নেই। তাই কারখানার কাজ ছাড়িয়ে দিলে। মনে মনে ভাবলুম যদি ধর্ম্মর ত্থাথা পাই তাহ'লে আর একবার কোমর বেঁধে লাগি।

ধর্ম্মদাস—না গুরু! ওসব বুদ্ধি ছাড়ি ত্থাও। যতয় বুদ্ধি কর জেল ফির হইবেই।

লোক—জেলে ভয় কিরে। সেখানে সব এক সাজ পোষাক—এক খাওয়া। যত জ্বালা ত বাইরে। আর দশজন ভাল খাবে পারবে, আর আমি পারব না—এতেই ত' গায়ের জ্বালা হয়। আজ কাজ কর্ব্বার ক্ষমতা নেই বলে আমাকে ওদের দরকার নেই; কিন্তু আমার ত' সব কিছুরই দরকার আছে।

ধর্ম্মদাস—একজন ছাড়ি দিছে আর একজন কাজ দিবে। তুমি ফির যায়া কাজের চেষ্টা করি ত্থাখ।

লোক—কাজ দেবে—খেটে মর, ছাড়িয়ে দেবে—উপোস্‌ করে মর। শরীর পড়ে আস্‌ছে—বুড়াকালে কি হবে?

ধর্ম্মদাস—কিছু কিছু করি রাখলে বুড়াকালে কষ্ট পাবার নন্‌।

লোক—খেঠে পেটের ভাত পরনের কাপড় জোটে না, তা থেকে জমাবে কি? জমাবে টাকাওয়ালারা—খেয়ে পরে ফুর্ত্তি করতে তাদের এত থাকে যে কি করবে তা ভেবে পায় না।

ধর্ম্ম—তুই বুঝিস্ না কেন? বড় লোকদের লুটলে কোনও দোষ নেই, তারা খেটে খাওয়া লোকদের লুটেপুটে সব টাকা করেছে।

ধর্ম্মদাস—দোষ যদি নাই ত আইন হইছে ক্যান্? জ্যাল হয কেন?

লোক—আইন ঐ লুটে খাওযার দলই ক'রেছে। যতদিন সকলের সুখশান্তির জন্য আইন না হবে ততদিন ভুগতেই হবে। আজ টাকা তাদের হাতে, ক্ষমতা তাদের হাতে, বন্দুক কামান তাদের হাতে, ভাড়াটে গুণ্ডা তাদের হাতে। তারাই আজ ন্যাযের মালিক, আইনের মালিক।—চুরি তারাও করে, কই তাদের ত কোনো দোষ হয না।

ধর্ম্মদাস—ওসব কথা হামরা বুঝি না। মাষ্টার বাবুও ঐ সব কিবা কিবা বলিযা বেড়ায।

লোক—বলছে ত' অনেকেই—কিন্তু কাজ হচ্ছে কি? কাড়াকাড়ির যুগ এটা, যে কেড়ে খেতে পার্ব্বে না সে না খেযে মর্ব্বে। সহরের খবর রাখিস্ না, সেখানে দলে দলে কাঙ্গাল গিযে জুটেছে। ভাবছে ভিক্ষা করে খাবে। ধর্ম্ম, তারা না খেযে মর্ব্বে। এরই মধ্যে দু'একজন মর্ত্তে সুরু করেছে। কেন না খেয়ে মর্ব্বি?—নে যন্ত্র ধর।

ধর্ম্মদাস—না না ঠাকুরের জিনিষ কি নেওযা যায?

লোক—খবরদার ধর্ম্ম—ঠাকুর ঠাকুর করিস না। ও সব মিথ্যা কথা রে।

ধর্ম্মদাস—বাপরে—ঠাকুর কি মিথ্যা হতে পারে?

লোক—সত্য হলে নিরীহ মানুষগুলোর ওপর যে জুলুম যে অত্যাচার হচ্ছে, আর তারই নাম নিয়ে নিরীহের দল চোখের জল ফেলছে এ দেখেও কি ঠাকুর পাথর হ'যে থাক্‌তে পারে? ওরা ধনীর

ঠাকুর, সত্যি পাথর—ওসব মানি না। দেখছিস্ না, দিকে দিকে ঠগেরা লুটের টাকায় সুখে ফুর্ত্তি করে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর যদি সত্যি ঠাকুর হ'ত, তাহলে বড়লোকদের মনের ময়লাও সব দেখ্‌তে পেত। হাত গুটিয়ে পাথর হ'য়ে তাদের পূজার ঘুষ খেয়ে চুপ করে থাক্‌ত না।

ধর্ম্মদাস—না—না, অমন করি কন না। যারা ফাকি দিযা অসৎ হয়া বড় হয়, মাষ্টারবাবু কয়, তারা শান্তি পায় না—শাস্তি পায়।

লোক—সে শাস্তি দেনেওয়ালাটা কেরে? টাকাওয়ালা লোকের অন্যায় অপরাধের বিচার হতে দেখ্‌ছিস্ কখনও। তারা বিচারের দোকান খুলে বসে আছে বিচার তাদেব ব্যবসা। যে বেশী দাম দেবে বিচারে তার সুবিধা হবে। তুই জেল খেটে-ছিলি কেন? তোর হকের জিনিষ ঠকিয়ে নিচ্ছিল তুই কেড়ে নিয়ে এলি। বিচার থাক্‌লে তাতে তোর জেল হয়?

ধর্ম্মদাস—(যুক্তি সঙ্গত উত্তর দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রইল)

লোক—নে নে বস্তর ধর।

ধর্ম্মদাস—গুরু, হামি পারিবার নই।

লোক—পারবি না?

ধর্ম্মদাস—না—হামার মন কইতেছে চুরি কইলেই ধরা পড়া নাগিবে। ফির বিলাতীক্ ছাড়ি থাকা লাগিবে। ধরা নাও যদি ক্যাল পড়ি, ত' জিনিষ হজম করতে, খাইতে শুইতে কিছুতে শান্তি থাকিবার নয়। যা করিবার তুমিই করেন। হামি চলি যাই।

লোক—হুঁ! মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিস্। ঘরে মন বসেছে। তুই আর এসব কর্ম্মে পারবি না আমার পায়ে ধরে সেধে সিঁদেল

বিদ্যে শিখেছিলি। হাত সাফাই দেখে আমিও অনেক আশা ক'রেছিলাম। আজ আমার কথা তুই ঠেল্‌লি। আচ্ছা, কাজ আমি করছি। তুই দাঁড়িয়ে থাক্। আমায় পার করে দিয়ে যাবি।

ধর্ম্মদাস—না আমি থাকবার নই।

লোক—কেনরে? তোর ঠাকুরত' ও ঘরে বসে দেখ্‌বে যে তুই চুরী করছিস্ না।

ধর্ম্মদাস—তালা ভাঙ্গার শব্দে কেউ আসি যায় যদি, আর হামাক দেখে—

লোক—তখন তোর ঠাকুর তোকে বাঁচাবে না,—তবে কিসের ঠাকুরবে?

ধর্ম্ম—না—না—হামি গেইনো। [বলিয়া প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইতেই লোকটি আসিয়া তাহার হাত ধারল।]

লোক—দাঁড়া,—দেউড়ী দরজার তালাটা ভেঙ্গে খুলে রেখে যা বাইরে থেকে। তা'হলেই আমি কাজ সেরে বেরুতে পারবো।

ধর্ম্ম—দেউড়ীর দরজায় মেলার দিক থাকি তালা দেওয়া। কতলোক আইসা যাওয়া কইরতেছে। যেইঠে যায় যা করুক, নামী চোর ধরা পড়ি যায়! গুরু হামাক ছাড়ি দ্যাও—হামি পারিবার নই।

লোক—(হাসিয়া) হায়রে মায়া! মায়ার ফেরে পড়ে ভয় হয়েছে তোর। যাদের মায়ায় সাহস হারালি—তাদেরও যে হারাতে হবে। যা যখন পারবিই না—তখন চলে যা। আমি পড়ে থাকি দেখি কোনও সুবিধা হয় কি না।

ধর্ম্ম—গুরু, তোমাকে গুরু মান্‌ছি। হামার দোষ স্যান্ না।

লোক—তোর দোষ নেই,—এ আমার দেশের জলের দোষ! বড় মায়া। মায়ার টানে ভাল কি মন্দ—কোনও কাজে এগুতে পারে না।

ধর্ম্ম—সেবা স্যান্ শুরু। যদি কষ্ট হয় সীমাগাড়ীতে হামার বাড়ীত আইসেন। যা' জুটিবে তাই খোয়ামো।

(প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইল)

লোক—যদি খেতে না পাই তবে গিয়ে হাজির হব।

[ধর্ম্ম প্রাচীর টপকাইয়া প্রস্থান করিল। লোকটি সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নির্জ্জন পল্লীপথ। সময় প্রায় দ্বিপ্রহর। ধর্ম্মদাসের বাস গ্রাম সীমগাড়ীর অতি নিকটবর্ত্তী জলাশয় তীরে ভবানীগঞ্জের জমিদার বিপুল রায় ঈষৎ পানোন্মত্ত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহার পরিধানে অশ্বারোহণের পরিচ্ছদ্। বয়সে প্রবীন হইলেও যুবজনোচিত সাজ-সজ্জার বিলাস তাহার ছিল। স্যানো ঐ পথে জল লইয়া আসিতেছিল। স্নানান্তে সিক্ত বসন তাহার অঙ্গে লিপ্ত থাকায় তনুশোভা যেন প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। যাওয়ার সময় হইলেও যৌবন স্যানোর শ্রম পরিপুষ্ট সুগঠিত দেহের মায়া এখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই। স্যানোকে দেখিয়া বিপুল রায়ের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং লালসা মাখানো মুখে কামনার হাসি ফুটিয়া উঠিল। স্যানো হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল এবং অভ্যাসবশে সিক্ত বসন মাথার উপর টানিতে চেষ্টা করিল।

বিপুল— "আজু মঝু শুভদিন ভেলা
কামিনী পেখলু সিনানক বেলা।"

আজ—ঠিক কায়দামত জায়গায় তোমায় ধরেছি। কদিন বড্ড এড়িয়ে গেছ। আজ তোমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে পারব নিশ্চয়।

ন্যানো—(কুণ্ঠিত ও অসন্তুষ্ট ভাবে) কি কথা বলতে চান ?

বিপুল—যা বল্‌তে চাই তা অবিশ্যি লোক মারফত বলাও চল্‌তো। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এ সব কথাবার্ত্তা সাম্‌নাসাম্‌নি পরিষ্কার থাকাই ভাল। তুমি কি বল ন্যানো ?

ন্যানো—আপনি আমার নামও জানেন ?

বিপুল—ইচ্ছা থাকলে এ রকম পাড়াগাঁয়ে নাম জানা ত আর কঠিন কথা নয়। তাছাড়া তুমি কোলকাতা থেকে গাঁয়ে আসায় চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেছে যে।

ন্যানো—(অসন্তুষ্টভাবে) বেশ হয়ে'ছে। আমার খোঁজে আপনার কি দরকার বলুন ত' ? কেন দেখা করতে চান ?

বিপুল—দেখা কর্‌তে কেন মন চায় এটা তোমার বোঝা উচিত।

ন্যানো—না ! আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বিপুল—ছিঃ, কেন মিছে কথা বলছ। বোঝবার বয়স ত' তোমার হ'য়েছে। আমার মত অনেক রসিক জনের মনে তুমি আন্দোলন, মানে আলোড়ন, মানে সাড়া জাগিয়েছ। আমার একটা ব্যাধি হ'য়েছে। তার চিকিৎসা তোমায় কর্ত্তেই হবে।

ন্যানো—আমি চিকিৎসা করবো ! বলেন কি !

বিপুল—তোমরাই ব্যাধির সৃষ্টি করো, আবার তোমরাই তার চিকিৎসা কর। এই তো চিরকালের নিয়ম। এখন একবার এই রুগীটির দিকে চেয়ে দ্যাখ দেখি ? কি মনে হয় ?

ন্যানো—আমার কিছুই মনে হয় না (বলিয়া মুখ ঘুরাইল)

বিপুল—এঃ ! তুমি বোধহয় আমার এই কদাকার চেহারা দেখে মুখ ফেরাচ্ছ ? কিন্তু তুমি একবার দয়া ক'রে চাও, সত্যি তোমার ভাল লাগবে। অবিশ্যি আমার এই কদাকার রূপ দেখেই তুমি মুগ্ধ হ'য়ে প্রেমে পড়বে না তা আমি জানি। কিন্তু আমি

যে অত্যন্ত নিরুপায়। এই বদখৎ দেহটা আমায় টেনে নিয়ে বেড়াতেই হয়। দামী সাজ পোষাকে সাজিয়ে গুছিয়ে যথাসম্ভব মানানসই করবার চেষ্টা করতেই হয়। সত্যি আমার বিকট মুখ আমারই দেখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু দাড়ী কামাবার সময় কিছুক্ষণ ধরে রোজই একবার দেখতেও হয়। মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালে কেন একবারটি চাও!

স্থানো—আপনার লজ্জা কচ্ছে না এ সব কথা বলতে?

বিপুল—লজ্জা করবে কেন? আমার দিকে চেয়ে দেখতে তোমায় এত করে বলছি কেন জান? দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে যে আমার বাইরের রূপটা জীবন্ত মিথ্যা। আমার মনটা খুবই ভাল—ঠিক বাইরের বিপরীত। এতটুকু সৌন্দর্য্য দেখলে আমার কাঙাল মনটা একেবারে বিমুগ্ধ হ'য়ে যায়। এতটুকু শোভা দেখলে লোভাতুরের মত তার পিছনে ছুটতে থাকে। চাইবে না? আমার দিকে চাইবে না? একবারটি চেয়ে দেখই।

স্থানো—(ঘুরিয়া দাঁড়াইল) কি দেখবো?

বিপুল—আমার সত্যিকারের মানুষটাকে দেখবে।

স্থানো—আপনি আমার সত্যিকারের মানুষটিকে দেখছেন কি?

বিপুল—ক'দিনই দেখছি যে। আজ তিনদিন তো তোমার বাড়ীর আনাচে কানাচেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। মন দিনরাত দেখতে চায়। ঐ ত রোগ!

স্থানো—দেখে আপনার খুব ভাল লেগেছে কি?

বিপুল—শুধু ভাল লেগেছে বল্লে যথেষ্ট হবে না স্থানো। নয়ন মন দুই ডুবেছে।

স্থানো—আপনার বয়স কত হোলো?

বিপুল—(কুণ্ঠিত ও বিব্রতভাবে) বয়েস ? উনপঞ্চাশ ! তবে আমি কমিয়ে বলি না। পঞ্চাশই বলে থাকি।

স্থানো—চশ্‌মা নিয়েছেন নিশ্চয়ই।

বিপুল—হাঁ।

স্থানো—চোখে দ্যান না কেন ?

বিপুল—চশমা চোখে দিলে আমার মুখটা আরও বিশ্রী হয়।

স্থানো—চশমাটা সঙ্গে থাকে যদি একবারটি চোখে দিন না।

বিপুল—(চশমা বাহির করিতে করিতে হাসিয়া) দেখতে হবে, না দেখাতে হবে ?

স্থানো—আমার মুখটা দেখ্‌তে হবে।

বিপুল—মুখস্থ হয়ে গেছে। "হিয়ার মাঝারে রচিয়া মূরতি আরতি করি যে নিতি।" [চশমা বন্ধ করিল]

স্থানো—চোখে দিয়ে ভাল করে মুখটা একবার দেখুন ! দুঃখ আর লাঞ্ছনার দাগ সারা মুখে। যতই বয়স হচ্ছে দাগগুলোও ততই ফুটে উঠ্‌ছে—

বিপুল—(বাধা দিয়া চশমা পকেটে রাখিতে রাখিতে) না—না ! আমি দেখ্‌তে চাই না। ভুল দেখেই যদি আনন্দ তবে সত্য দেখ্‌তে যাব কেন ? আমি ভুলেই ভুলে থাকব !

স্থানো—(শ্লেষের হাসি হাসিয়া) কতোদিন ?

বিপুল—আজীবন। স্থানো তুমি দয়া কর। আমি আজীবন তোমার দাস হ'য়ে থাক্‌বো !

স্থানো—(হাসিয়া) আজীবন ! দাস হয়ে থাকবেন !

বিপুল—সত্যি তুমি হাস্‌চ যে ? দয়া কর !

স্থানো—আপনি যখন আমার সম্বন্ধে সব খোঁজই নিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই জানেন যে দয়ামায়া আমাদের নেই। আমরা যা কিছু

দিই, যা কিছু করি, সবকিছুরই দাম নিয়ে থাকি! আপনি যা দিতে চাইলেন তাতে চলবে না মশাই। আপনার দাম দিন দিন কম্‌বে যে! কারণ দিন দিন আপনার বয়স বাড়বে ত'! আপনি আরও কদাকার হবেন ত'!

বিপুল—দামের কথাই যদি তুল্লে তবে বলেই ফেলি। তুমি ত এই দেশেরই মেয়ে। আমার বিষয় নিশ্চয়ই সব জান। আমি ঠিক বাজে নই—কিছু দাম আমার আছে। আমার অবস্থা মানে বৈষয়িক অবস্থা—

স্মানো—শুনেছি মোটেই ভাল নয়। কলকাতায় গিয়ে কাপ্তানী ক'রে আপনার অনেক দেনা হ'য়েছে।

বিপুল—তবু মরা হাতী লাখটাকা। তোমার দাম আমি দিতে পারবো। কিন্তু টাকার কথাটা বল্‌তে মুখে আটকাচ্ছে মানে—

স্মানো—বল্‌তে আটকাচ্ছে কেন?

বিপুল—কি জানি—মনে হচ্ছে কথাটা ভালো শোনবে না। টাকা পয়সার কথাটা খুবই দরকারী কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে কথাটা বেমানান হবে।

স্মানো—টাকা দিয়ে কিন্‌তে চান এইটে প্রকাশ করতে লজ্জা করছে না?

বিপুল—হাঁ। একটা সৌষ্ঠবের আবরণ দিয়ে টাকা পয়সার রূঢ় সত্যকথাটা ঢেকে রাখাই ভাল নয় কি?

স্মানো—আমাদের কাছে ওসব কিছুই নয়। দামের কথাটাই আসল কথা। আপনাকে দেখেই আমার মন ঘেন্নায় শিউরে উঠবে। অথচ তাকে শাসন ক'রে হাসিমুখে আপনার আনন্দ যোগাতে হবে, এই সব যন্ত্রনা ও লাঞ্ছনার দাম দেবেন না?

বিপুল—নিশ্চয় দেবো। সেজন্য তুমি চিন্তা ক'রো না। দাম না দিয়ে কোন আনন্দই পাওয়া যায় না। এটা যাচিয়ে বোঝবার দরুণ

আমার হ'য়েছে। আমার ভেতরকার মানুষটি সত্যিই ভাল। একটু ভাল করে দেখে নিলে তোমার লাঞ্ছনা যন্ত্রনার কথাটা মনেই হ'ত না। যাক্‌গে যাক্। কথাটা যখন উঠছে তখন খোলসা ক'রে ফেলাই উচিত। কি তুমি চাও বল?

স্থানো—মাফ্ করবেন। নিজেকে আর বেচতে পারব না। মন যেদিন কাঁচা ছিল, ভোগের লোভে সে বশ মান্‌তো। আজ মন আর লোভের ছলনায় ভোলে না। পথ ছাড়ুন আমি যাই।

(যাইতে অগ্রসর হইল)

বিপুল—(গতিরোধ করিয়া) একটু দাঁড়াও। সত্যি কি সুন্দর কথা বল তুমি। কথাগুলো যেন মনের ভেতরে গিয়ে ঘা দেয়। তোমায় নিয়ে দিন কাটবে ভাল। কি যেন বল্লে, মনকে শাসন করে বাধ্য করে লোভ দেখিয়ে চালিয়েছ তবুও এখন সে আর বশ মানে না। অমি যে কোনদিনই মনকে শাসন করিনি। চির দিন তার বশে চলে এসেছি। আজ আমি তাকে শাসন করলে সে কি বশ মানবে? চিরকাল মন মনিবগিরী করে এসেছে, আজও বলছে তোমাকে না পেলে তার চলবে না।

স্থানো—এ আপনার মনের খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।

বিপুল—মনের খেয়ালের পেছনে ছোটাই যে আমার চিরদিনের অভ্যাস। নিজের দিকে খেয়াল করিনি—নিজের বিষয়ের দিকে খেয়াল করিনি। মান অপমানের দিকে খেয়াল করিনি। আজ এ খেয়ালও যে আমার মেটাতেই হবে। তুমি কথা শোনো—রাজী হও!

স্থানো—আমার উত্তর ত আমি দিয়েছি। পথ ছাড়ুন—যেতে দিন।

বিপুল—(গতিরোধ করিয়া) আমার জ্বালাটা তুমি একটুও ভেবে দেখলে না।

ন্যানো—ও সব মিথ্যা,—একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

বিপুল—(একটু উত্তেজিতভাবে) কি বুঝে দেখবে ? বুঝে ভেবে আমি জীবনে কোনও কাজ করিনি। যখন যা সখ হ'য়েছে, আমি মিটিয়েছি। আজ এ সখও আমার মেটাতে হবে। (ন্যানোর দিকে অগ্রসর হইল)

ন্যানো—(দুই পা পিছাইয়া আসিয়া) আমার দিকে অমন করে এগিয়ে এলে আমি চীৎকার ক'রে লোক জ'ড়ো কর্ব্বো।

বিপুল—(হাসিয়া) তাতে আমার মোটেই লজ্জা পেতে হবে না। তোমার ব্যবসার কথা গ্রামের সবাই জেনেছে। ব্যবসাদারীর জন্য তুমি আমায় লজ্জা দেবার চেষ্টা কচ্ছ এটা বোঝাতে আমার একটুও বেগ পেতে হবে না!

ন্যানো—আপনি এমন ইতর! অথচ একটু আগেই বলছিলেন, আপনি খুব ভাললোক।

বিপুল—আমি যে সত্যি খুব ভাললোক। লোকেও আমায় তাই বলে। ভাল লোক বলেই ত' এই বয়েসে বিয়ে করে সাবিত্রীর সত্যবান কিংবা সীতার রাম সেজে একটা সরল মেয়েকে ধাপ্পা দিতে চাই না। স্বভাব খারাপ, তাই তোমায় সাধছি। তুমিও আমায় চিনবে, আমিও তোমায় চিনব। আমি ভাল লোক নই ?

ন্যানো—আপনি হয়ত নিজকে ভাল মনে করেন এবং অপরকে তাই জানতে চান। কিন্তু আজ এক অসহায় মেয়ের ওপর কোন অন্যায় ব্যবহার যদি করেন, তারপরও কি কোনও দিন বল্‌তে পারবেন যে আপনি ভাল লোক ?

বিপুল—নাই বা পাল্লুম, তাতে কি হবে ?

ন্যানো—বার বার যে বলছেন আপনি খুব ভাল লোক। এর পর সে

কথা বলতে মুখে আটকাবে যে। আপনার মন ত' জানবে, আপনি কত নীচে।

বিপুল—(কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া) উঃ। কথাটা ভাল বুঝলাম না। মনে হচ্ছে কথাটা ভাল! আচ্ছা আজ যেতে চাইছ যাও। শুধু বলে যাও যে তুমি একটু ভেবে দেখবে আমার কথাটা। টাকা পয়সা সুখ সুবিধার কোন কথা যদি নাও ভাব,—বলে যাও, যে আমার বে-কায়দার কথাটা ভেবে দেখবে। দেখ, জ্বালাও তুমি দিলে আবার জালার প্রলেপও তোমারই হাতে। কাজেই চেয়ে না পেলে, অগত্যা অন্য কায়দা কর্তে হবে। আমার কথাটা একটু ভেবে দেখ।

ন্যানো—আচ্ছা তবে দেখব।

[বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল]

[ন্যানো চলিয়া যাইতেই বিপুল যখন তাহার গতিপথের দিকে চাহিয়াছিল সেই সময় অতি সন্তর্পণে পথের পাশের বনান্তরাল থেকে এক যুবক এগিয়ে এল। তার বেশভূষা কতকটা ভদ্রলোকের মত হলেও মলিন ও জীর্ণ। মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব।]

বিপুল—যাঃ—বাবা, নিজেকে ভাল লোক বলে ভাল ফ্যাসাদ হ'ল যা' হোক্।

যুবক—দাঁড়ান!

বিপুল—(ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) তুমি কে বাবা—কি চাও।

যুবক—আমার সঙ্গে আপনার কিছু হিসাব নিকেশ বাকী আছে।

বিপুল—হিসেব নিকেশ! তা বাড়ীতে না গিয়ে এখানে! আমার পাওনাদার যদিও অনেক কিন্তু আমি ত' তাদের দেখে সরে পড়ি না কিংবা বাড়ী থেকেও বাড়ী নেই বলে পাঠাই না। তারা ত সবাই আমায় ভাললোক বলে।

যুবক—(ব্যঙ্গস্বরে) ভাললোক বলে? আমি কলকাতায় গিয়েও আপনাকে ধরতে পারিনি জানেন?

বিপুল—ও সঠিক ঠিকানা পাওনি বুঝি। আমায় আবার প্রায়ই বাড়ী বদলাতে হয় কিনা।

যুবক—কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশ পেলে লজ্জায় সরতে হয় বোধ হয়।

বিপুল—লজ্জার বালাই আমার নেই। ভাড়া বাকি পড়ে,—বাড়ীওয়ালা দিক্ করে—

যুবক—আমি ওসব কথা শুনতে আসিনি।

বিপুল—হিসেব নিকেশের কথা বলছিলে না—তাই আমার অবস্থা মানে, আর্থিক অবস্থার কথাটা—

যুবক—বাজে কথা রাখুন। আমার কথার জবাব দিন।

বিপুল—কথাটা কি আগে বল? তবে ত জবাব দেব!

যুবক—ক্ষীরদা নামে কাউকে কখনও চিনতেন কি?

বিপুল—ক্ষীরদা! ক্ষীরদা!—তুমি ইংরাজী বোঝ?

যুবক—সামান্য! সে যাক্—আমার কথার উত্তর কি?

বিপুল—উত্তরই তো দিচ্ছি—ইংরাজীতে একটা কথা আছে জান? "What's in a name"—সেই থেকে নাম মনে রাখবার চেষ্টা আর করি না। বিশেষতঃ মেয়েদের নামটা কিছুই নয়। আমি শতদলবাসিনী, জগত্তারিণী, ভুবনেশ্বরীর যুগ থেকে রেবা, রেখা এনা হেনার যুগ পর্য্যন্ত দেখলাম ত। সবাই এক আর যেটুকু বিশেষত্ব তার সঙ্গে নামের কোনও সম্বন্ধ নেই!

যুবক—(পকেট হইতে কাগজে জড়ান একখানি জীর্ণ ফটো বাহির করিয়া) বাজে কথা রাখুন! দেখুন এই ছবি দেখে চেনেন কি না?

বিপুল—(দেখিয়া) ছবি দেখে ত মন্দ বলে মনে হচ্ছে না। এর সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত ছিল। কি নাম বল্লে, ক্ষীরদা! সহরে হলে লীলা শীলা বেলা কিংবা—

যুবক—খবরদার! এ আমার মার ছবি। সংযত হয়ে কথা কইবেন।

বিপুল—সত্যি! তা এ কথা আগে বলতে হয়। এই নাও—(ছবি দিল) এ সব যত্ন ক'রে রাখতে হয়। Cowper's "On receipt of his mother's picture" পড়ে আমার মার ছবি আমি Enlarge ক'রে hall এ টাঙ্গিয়ে রেখেছিলাম। বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করত। তাই সরিয়ে শেষটায় ঠাকুর ঘরে রেখেছি।

যুবক—চমৎকার! মা'র ছবি নিয়ে বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা করতো? যে যেমন তার তেমন বন্ধু জোটে!

বিপুল—না না! আমার মার সম্বন্ধে কোনও অসম্মানের কথা তারা বলত না। তারা বল্‌তে এমন দেবীর মত মায়ের পেটে এমন জানোয়ার জন্মেছে। আত্মসম্মানে আঘাত লাগতো তাই ছবি সরিয়ে ফেল্লুম। মাকে সবাই ভালবাসত আর তারই জন্য জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেছি।

যুবক—আমার মাকে কেউ ভাল বাসে না—আর তারই জন্য জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেছি।

বিপুল—ছিঃ, ওকি কথা! জননী বলে কথা! মনে কর ত' যখন ছোট ছিলে তখন কত অসহায় ছিলে—তোমাকে লালন পালন করতে,—খাইয়ে দাইয়ে বড় করতে তোমার মাকে কত দুঃখ কষ্ট করতে হ'য়েছে মনে করতো?

যুবক—তা হ'য়েছে। দুঃখ কষ্ট পেতে হ'য়েছে প্রচুর। আর সেই দুঃখ কষ্টের সুবিধে নিয়েই এক জানোয়ার তার মাথায় কলঙ্কের

বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তার জীবন আর আমার জীবন ব্যর্থ ক'রেছে।

বিপুল—আহা এমন ধারা! ইস্ এ সংসারে কত রকম জানোয়ারই আছে।

যুবক—(জামার পকেট হইতে ছুরী বাহির করিয়া) সেই জানোয়ারের বুকের রক্ত আমার চাই! তার বুক চিরে রক্ত দেখলে তবে আমার এ জ্বালা যাবে।

বিপুল—(ঈষৎ হাসিয়া) হুঁ! তুমি বুঝি খুব নভেল পড় না?

যুবক—পড়ি। যেখানে যত অত্যাচারের কাহিনী পাই পড়ি। কত শত শত প্রকারে সেই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ লোকে নিচ্ছে তাও পড়ি। আর আমি প্রতিশোধ নিতে পাচ্ছিনা বলে নিজেকে ধিক্কার দিই। সারাদিন সব কাজের সঙ্গে প্রতিশোধের কথা চিন্তা করি। রাত্রিতে ঘুমিয়ে আমি প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখি। ঘুমের ঘোরে আমি চীৎকার করে উঠি।

বিপুল—কি কাণ্ড! কাজের সময় ঐ সব চিন্তা ক'রে কাজে ফাঁকি দাও—আর রাতে স্বপন দেখে চীৎকার ক'রে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গাও? তুমি কি কাজ কর হে?

যুবক—অতি সামান্য কাজ করি। এক গদিতে খাতা লিখি। সেই খানেই থাকি।

বিপুল—তা, এই যে রাতে চীৎকার কর, তাতে তোমার মনিব অসন্তুষ্ট হয় না?

যুবক—না।

বিপুল—বল কি?

যুবক—রাতে ঘুমের ঘোরে চীৎকার করি বলেই সে আমায় কাজ দিয়েছে। নইলে আমার মত লোককে কেউ কাজ দেয়?

বিপুল—ঘুমের ভেতর চেঁচাও বলে কাজ দিয়েছে ? সে কি হে ?

যুবক—তাতে তার পাহারার কাজ হয়।

বিপুল—ও, তা'হ'লে ত' তোমার শাপে বর হয়েছে। রীতিমত উপকার হ'য়েছে।

যুবক—হাঁ উপকার হয়েছে। দিনরাত চিন্তা করে করে মনের ভয়কে আমি জয় করেছি! খুন করে ফাঁসী যেতেও আজ আমার ভয় নেই। ঠিক সময়ে ভগবান সুযোগ মিলিয়েছেন। আজ দেনাপাওনার হিসাব হবে। অত্যাচারীর বিচার হবে।

বিপুল—ওকি তুমি চেঁচাচ্ছ কেন ?

যুবক—আনন্দে! আমার এতদিনের সাধ পূর্ণ হবে। তোমার বুকের রক্ত আমি দেখব।

বিপুল—আমার! (ভীত হইয়া)

যুবক—ওই আসামী, এই ফরিয়াদী। ওপরে বিচারক ভগবান! (বিপুল পিছন ফিরিয়া দাঁড়াতেই) খবরদার পালাতে পার্কে না। আজ তোমার নিস্কৃতি নেই।—

বিপুল—(পিস্তল বাহির করিয়া) খবরদার! চুপ! এগুলেই গুলি করব।

যুবক—পিস্তল!

বিপুল—হাঁ। সরকার আমার মত জানোয়ারকে License দেয়। তোমার মত মাতৃভক্তকে দেয় না। চলে যাও নইলে—

যুবক—কর গুলি কর। তাতেও আমার আশা পূর্ণ হবে।

বিপুল—Nonsense! কি আশা পূর্ণ হবে ?

যুবক—তোমায় মেরে আমায় মরতে হ'ত, না হয় আমায় মেরে তোমায় মরতে হবে। এ অঞ্চলে পিস্তল কারো নেই। খুনী খুঁজে পেতে পুলিশের দেরী হবে না।

বিপুল—এ সব ত বেশ বোঝ! মাথা খারাপ ত নয়! আমার মারবার জন্ত এই উৎসাহ কেন?

যুবক—আমার মায়ের সর্ব্বনাশ ক'রেছ বলে।

বিপুল—কি আশ্চর্য্য। তোমার মার আমি অনিষ্ট করেছি! এ ধারণা তোমার কেন বলত?

যুবক—প্রথম কলঙ্কের বোঝা অনাথা বিধবার মাথায় তুমিই তুলে দিয়েছ, তারপর ধাপে ধাপে অধঃপতনের পথে সে নেমে গেছে। আর তার কলঙ্কের কালি আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখানো আছে। আমার জীবন ব্যর্থ। আমার মান নেই, মর্য্যাদা নেই, যোগ্যতার কোনোও দাম নেই।

বিপুল—একটু স্থির হও, শোন। দেখ আমি খুব ভাললোক।

যুবক—একটু আগে মেয়েটিকে ঐ কথা বলছিলে।

বিপুল—মেয়েদের কাছে প্রায়ই সত্যকথা কেউ বলে না। আর তারা সত্য চায়ও না। তা থাক্‌গে যাক্‌। আমি সত্যি ভাল লোক। তোমার দুঃখটা আমি বুঝতে পেরেছি। ঐ সব কলঙ্কের জন্ত ভাল কাজ তুমি পাওনি—অভাব অনটন ঘুচছে না—তাই দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা ক'রছ।

যুবক—আর মায়ের লাঞ্ছনা কিছু নয়?

বিপুল—একটু স্থির হ'য়ে শোন! আমার মনে পড়ে না; তবু তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহ'লেও তোমার মাকে লাঞ্ছনা করেছি মনে কচ্ছ কেন? ছবি দেখলুম ত'! ঐ রকম চেহারা যার ছিল বা আছে তাকে লাঞ্ছনা করব এমন বদরসিক ত আমি নই।

যুবক—তুমি শয়তান! তাকে প্রলোভনে ভুলিয়ে, চিরজন্মের মত একটা অসম্মানের বোঝা মাথায় দিয়ে পথে বসিয়ে গেছ।

বিপুল—আমি তাকে অসম্মান করেছি! পুরুষ সে নারীকে ফুলের মত আদর ক'রে বুকে তুলে নেয়,—তুমি তাও জান না ?

যুবক—আবার পায়ে দলেও যায়।

বিপুল—সে anti-climax এর ভয়ে। ফুল ফোটে আবার ঝরেও যায়। যতদিন তাজা থাকে ততদিন এক আধটুকু কাঁটা সওয়া যায়। ঝরে গেলেও কাঁটা আঁকড়ে পড়ে থাক্‌লে—কোনও লাভ আছে কি ? যাক্‌গে যাক্! ছুরীটা জামার নীচে যেমন ছিল তেমনি রাখ। আমিও পিস্তল লুকাই। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে দেখে হকচকিয়ে যাবে।

যুবক—(প্রায় কাঁদিয়া) আমার জীবনে ঘৃণা হয়েছে। আমি অক্ষম—আমি অপদার্থ—

বিপুল—এই ত্যাখ। শোন—শোন, মিছে দোষ দেওয়া তোমার স্বভাব দেখছি। যা' ঘটেছে তার জন্য আমারও দোষ নেই। এই নাও—আজ এই ২০৲ টাকা নিয়ে যাও দেখি। বড্ড দাম আজকাল, তবুও একজোড়া ধুতি একটা জামা হবে। (নোট বাহির করিয়া) এই নাও—

যুবক—তোমার টাকা আমি স্পর্শ কর্ব্ব না।

বিপুল—কেন ? উপার্জ্জন ভাল হচ্ছে না বলেই তা আমার দোষ দিচ্ছ ; যদি সুখে থাকতে ভাল উপার্জ্জন হত, তাহ'লে ত' তুমি আমায় দুষতে না। নভেল পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হ'য়েছে। মরবেইবা কেন ? মারবেইবা কেন ? জীবনে অনেক কিছু দেখবার শোনবার বা করবার পাবে। এই নাও—

[যুবক একটু চিন্তা করিয়া টাকা লইবার ছল করিয়া বিপুলের কাছে গিয়া তাহার পকেটে রাখা পিস্তলটি ধরিল। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর পিস্তল ছিনাইয়া লইয়া সরিয়া আসিল।]

যুবক—এইবার আমার সাধনার সিদ্ধি।

বিপুল—উঃ কারো ভাল করতে নেই—

যুবক—ভগবানের নাম কর্ব্বার ইচ্ছে থাকে করে নাও—one, two, three বলেই আমি গুলি কর্ব্ব! তারপর পিস্তল তোমার হাতে দিয়ে চলে যাব।

বিপুল—ও! লোকে মনে করবে যে আমি আত্মহত্যা করেছি, না?

যুবক—হাঁ—one.

বিপুল—পিস্তল কখনও ছুড়েছ?

যুবক—না—two, three—(safe দেওয়াছিল, আওয়াজ হইল না)

বিপুল—(বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া) সত্যি মাথা খারাপ তোমার—

যুবক—মাথা ঠিক আছে। পিস্তল না চালাতে পারি, ছুরিতেই কাজ হবে—শয়তান—

[পিস্তল পকেটে রাখিয়া ছুরি তুলিয়া অগ্রসর হইতেই মাষ্টার মহাশয় আসিয়া ছাতার বাঁট দিয়া তাহার গলা টানিয়া ধরিল।]

মাষ্টার মহাশয়—ছুরি ফেল—ফেলে দাও—

বিপুল—লোকটার মাথা খারাপ—হাত মুচরে ছুরি কেড়ে নিন্—

[মাষ্টার ছুরী কাড়িয়া লইবার সময় বিপুল যুবকের পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া লইল।]

মাষ্টার মহাশয়—ছিঃ একি কচ্ছিলে প্রসাদ?

বিপুল—আপনি একে চেনেন?

মাষ্টার মহাশয়—চিনি, আর কি জ্বালায় ও জ্বলছে তাও জানি।

বিপুল—তবে আর কি, আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আপনিও কিছু lecture উপদেশ দিন।

মাষ্টার মহাশয়—উপদেশে কিছু হয় বলে আমার বিশ্বাস নেই।

বিপুল—আপনার কথাটা ভাল এবং বোধহয় ঠিকও বটে! জীবনে কুবুদ্ধি দেবার লোকত মেলাই জুটেছে কিন্তু সুবুদ্ধি দেবার লোকও ত ছিল। আমার যা হবার তাই হ'ল। ক্ষেত্র খারাপ—আগাছাগুলো গজ গজ ক'রে গজিয়ে উঠল আর তাদের চাপে ভাল বীজগুলো আঁকুর ছাড়তে পারল না।

মাষ্টার মহাশয়—এখনও সময় আছে কিছু বলা যায় না। দেখুন প্রসাদের উপর আর কোনও অত্যাচার এ নিয়ে করবেন না। কলঙ্কের জ্বালা বড় জ্বালা—এ বেচারী জ্ঞান হ'য়ে থেকে তাতে জ্বলছে! চল প্রসাদ—

বিপুল—আমি কিছু টাকা ওকে দিতে চাইছিলুম।

মাষ্টার মহাশয়—টাকা পেলেই এর ক্ষতিপূরণ হবে কি? একে মর্য্যাদা দিতে পারবেন—একে সম্মানের আসনে বসাতে পারবেন?

বিপুল—ও সব ত সমাজের কাজ! আমার নয়। যদি দোষ সত্যিই কারও থাকে ত আমার আছে কিংবা ওর মারও আছে কিন্তু যে নির্দ্দোষ তার ওপর নির্য্যাতন হচ্ছে—

মাষ্টার মহাশয়—তাই এর মানের দাগ মুছতে হবে অন্য উপায়ে—টাকা দিয়ে নয়—

বিপুল—(চিন্তা করিয়া) উঁ! আচ্ছা আমি চলি। আর কিছু করবার হাত ত' আমার নেই। যদি কিছু টাকা পয়সা হ'লে ওর সুবিধা হয়, আমায় জানাবেন। হাতে থাকলে নিশ্চয় দেব—

[প্রস্থান]

মাষ্টার মহাশয়—প্রসাদ চল। আঘাত দিয়ে আঘাতের শোধ হয় না বাড়ে কেবল জ্বালা।

প্রসাদ—মাষ্টারবাবু আমার আর সহ্য হয় না,—আমি কি কর্ব্ব—

[বংশী, টেপারু ইত্যাদি ৩।৪ জন লাঠি হস্তে প্রবেশ করিল]

বংশী—হেই ! বাবুটা না ঘোড়ায় চড়িয়া পালে গেল্ !

মাষ্টারবাবু—তা ত' গেল !

টেপারু—কয়া দিছেন ত' । ফির যদি দীঘির ঘাটে অমন করি আইসে—

মাষ্টার মহাশয—থাম্—থাম্। একেবারে লাঠি সোঁটা নিয়ে দল বেধে হাজির যে !

টেপারু—লাঠি নেওযায লাগিবে। ধরি আয গাঁটিয়া লাঠি, না মানি উজান ভাটি মার কসি ডাং—প্যাটের ভাত পবণের কাপড ত' নিছে, ফিব ইজ্জৎ ও নিবার চায়। ভারী হামার ভদ্দবনোক—

মাষ্টার মহাশব—ভদ্রলোকের উপব বড রাগ দেখছি—

বংশী—রাগ হবার নয ? উগারায ত" হামাক্ চুষি চুষি থাইলে। কাঁয়ো মহাজন, কাযো জমিদাব, কাঁয়ো জোতদার—আমরা, হাকিম উকীল মোক্তার সাজিয়া হামাক শ্যায কইলে—

[ধর্ম্মদাস বেগে প্রবেশ করিল]

ধর্ম্মদাস—কেন ও পালে গেইছে ? আচ্ছা দেখা যাইবে ? সব শুনিছেন মাষ্টার বাবু—বেটা ছাওয়ার নাওয়ার ঘাটে আসিয়া ভালুক ভুলুক ক'রে।

মাষ্টার মহাশয—কেন রাগারাগি করিস্—এখন বাড়ী যা—

ধর্ম্মদাস—বাড়ী নয়। যামো থানায়। একনম্বর এজাহার দিযা রাথি—

মাষ্টার মহাশয়—যা করবি ভেবে চিন্তে করবি। রাগের মাথায় কিছু ক'রে বসিস্ না।

ধর্ম্মদাস—গরীবের রাগ থাটে কি বাবু। থানায় যায়া ১১০ ধারার কথাও কয়া আসি। আর ফির হামার ভবানীগঞ্জের জমীদার বাবুর কথাও কয়া আসি।

মাষ্টার মহাশয়—ভেবে চিন্তে যা হয় করবি। শুধু শুধু অশান্তি বাড়াবী না—। চল প্রসাদ—

প্রসাদ—কোথায় যাব ?

মাষ্টার মহাশয়—তোমার সঙ্গে আর বক্‌তে পারি না। স্কুলের বেলা হ'ল—চল !

[মাষ্টার মহাশয় ও প্রসাদ চলিয়া গেল]

ধর্ম্মদাস—আমি থানায় গেইনো। বাড়ীতে কয়া দেন। অশান্তি হইবে —অশান্তি হইবে ! আচ্ছা দেখা যাইবে।

বংশী—টেপারু দেখায নাইগবে ত' ! [বলিয়া লাঠি উঁচা করিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[দেবীডোবা থানা। সময় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, ছোট দারোগা বাবু টেবিলের নিকটে বসিয়া ফাইল উল্টাইতেছেন এবং মাঝে মাঝে বাহিরের দিকে একটু ব্যস্তভাবে চাহিতেছেন। থানা ঘরটির বামপাশে লোহার গরাদে দেওয়া হাজত ঘর, দক্ষিণ পার্শ্বে বাহিরে যাইবার দরজা, সেই দরজা দিয়া বাহিরের বারান্দার থাম এবং থানার সামনের খোলা মাঠের কতক অংশ দেখা যায়। সিপাহী রাম অবতার সিং বাহির হইতে আসিয়া, ঘোড়া যেমন বহুদূর দৌড়িয়া আসিয়া শ্রম অপনোদন করিবার জন্য সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ে, সেইরূপ বিচিত্র ভঙ্গী এবং বিচিত্র শব্দ করিয়া ঘর্ম্মাক্ত মস্তক হইতে বাঁধা পাগড়ীটি তুলিয়া হাতে লইয়া ছোটবাবুর কাছে আসিয়া বলিল।]

রাম—সেলাম ছোটাবাবু, ওঃ বাহারমে বড়া ধুপ!

ছোট—এত দেরী হল? কি খবর?

রাম—আর তো হামাদেরভি ই মুলুক সে ভাগতে হোবে। কেনো কি থানা বেগোর তো মরিয়ে যাব।

ছোট—কেন চাল পেলে না?

রাম—আরে বাপরে, কউন কউন গ্রাম সে হাজারো আদমী আসিয়ে গিয়েসে, আউর কণ্ট্রোলকে এক দোকান।

ছোট—(বিরক্ত হইয়া) কি বক্‌ছ? চাল যোগাড় হল?

রাম—সিভিগার্ড সব লাগাইয়ে দিয়েছেন, আপনা হাঁথে রাখিয়ে লিতেন তব সব কুছ মিলিয়ে যেত।

ছোট—ওরা আমায় বিশেষ করে ধরেছে একমন যোগাড় কত্তেই হবে যে, কি বলে, চৈতন সা কি বলে?

রাম—বলে কি রাতে আসিয়ে লিয়ে যাইও। আজ বড়া হাল্লা ছোটবাবু, বহুত আদমী আছে, লুটভি করিয়ে লিতে পারে।

ছোট—হোক হোক্! লুট তরাজ হওয়া দরকার। খালি ধান চুরির এজাহার লিখে লিখে বিরক্ত ধরে গেল।

রাম—জী-হাঁ, ওদিন এবক্যান দফাদার বলতেছিল কি যে, ই মুল্লুককে সব আদমী চোব হইয়ে গিয়েছে। এ ওকর বাড়ী চুরি করতেসে ত ও একর বাড়ী চুরি করতেসে।

ছোট—সব ম্যাদামারার দল, ছিচকে চোর। বড়লোকের বাড়ীর দিকে ভয়ে ঘেঁসে না।

রাম—ও সব আদমী ভুখ্‌কে মারে চোব হইয়েসে কি না?

ছোট—মরবে বেটারা এবার। বার তেব টাকা মন হতেই লোভে পড়ে যে যার মত সব ধান চাল বেচে দিলে। আর এখন ২৫৲ ৩০৲ টাকা দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে তাও পাচ্ছে না।

রাম—বা কী হামার মুল্লুকমে, কালী কসম্ ছোটবাবু, সব কুছ মিলতেছে। আঁটা, ছাতুয়া, চাউল, ঘিউ—

ছোট—তবে আর কি, এদেশের স্কন্ধ থেকে সরে পড়ে মুল্লুকমে যাও আর ছাতুয়া খাও।

রাম—অব কা করি হুজুর। সওস তন্‌খা মিলত্‌হোউ, উস্‌মে কি পেট ভবি? আজ কাল ইধার উধার সে—ভি কুছ্ মিলেনা। ই মুল্লুক কে আদমী সব ফকীর হইয়ে গিয়েসে।

ছোট—তবু তো এ মুল্লুকের চাকরীর লোভ ছাড়তে পারনা।

রাম—আজকাল ইয়ে নক্‌রিমে কোন ভি ফয়দা নেহি ছোটাবাবু, না পায়সা—না ইজ্জৎ।

ছোট—তোমার ইজ্জতের আবার কি হল?

রাম—হপ্তামে চার রোজ তো থানামে ডিউটি আওর তিন রোজ মফস্বল। আউর সেখানে ভি কোই ডরতেছে না। ব'লে কি পুলিশ ধরিয়ে লিবে তো কি হোবে ? থানা তো মিলবে। আউর এখানে ভি কণ্ট্রোল দোকানকে কাম সিভি গার্ড্‌কে দিয়েছেন, আদমী লোক সিপাহীকে কোই মান্‌তেসে ? পান খিলায়, বিড়ি পিলায়, তো সিভি গার্ডকে।

ছোট—(হাসিয়া) তাইতো। বড় বিপদ হয়েছে তোমাদের দেখছি।

(ফাইল লইয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিল—ধর্ম্মদাসের প্রবেশ)

রাম—কি রে ধর্ম্ম—আমার বাত মানবি নাই। জমিদারবাবু বড় আদমী আছে। খালি গড়বড় হোবে। ফায়দা হোবে না।

ধর্ম্মদাস—কয়া তো দেখি কি হয়।

রাম—কিছু হোবে নাই। বিলকুল ঝুট বলিয়ে তুমহার কে উড়াইয়ে দিবে। আউর পিছে জুলুম ভি করবে।

[ছোটবাবুর প্রবেশ। ধর্ম্মদাস ছোটবাবুর পায়ের ধূলা লইল। ধর্ম্মদাস দাগী, তবে হাজিরি দিবার সময় পার হইয়া গিয়াছে।]

ছোট—কি ধর্ম্মদাস ! তোমার যে দেখাই নেই।

ধর্ম্ম—হামার তো হাজিরি দেওয়া খাষ্‌ হইছে হুজুর।

ছোট—তাতো হয়েছে। তবে তোমরা হচ্ছ করিত কর্ম্ম লোক। চুপ্‌ চাপ্‌ ঘরে বসে থাকলে লোকে আশ্চর্য্য হবেই তো।

ধর্ম্ম—ইচ্ছা করি কি আর বসি থাকি ছোটবাবু। হাউলি কৃষানের কাম তো পাইলে করি। কিন্তক্ খাওয়া দেওয়া নাগে বলিয়া কৃষাণ কেউ ডাকাবারে চায়না, আর পারেও না।

ছোট—(হাসিয়া রসিকতার ভাবে বলিলেন) আরে সে কাজের কথা বলছিনা। রাত কৃষি আর কর্চ্ছোনা ? বলি রাত কৃষির—

ধর্ম—(কুণ্ঠিতভাবে) কেনে লজ্জা দেন ছোটবাবু ? বুদ্ধির ভুলে কুকাজ করিয়া আইজো দাগী হইযা আছি।

ছোট—কুকাজ—সে কি কথা! তোমার চুরির তদন্ত তো আমার হাতেই ছিল। তোমার কাজ কর্ম যে রকম পরিষ্কার দেখেছি তাতে মনে হয়েছিল বেশ যত্ন করে ভাল লোকের কাছেই তালিম নিয়ে কাজ শিখেছিল। কুকাজ! কুকাজ কি কেউ অত যত্ন করে শেখে ? কার কাছে শিখেছিলে হে ?

ধর্ম—(নত মস্তকে) জ্যালেতে হামি সিঁধের কাম শিখছিনু দীনু চোরের কাছে।

ছোট—এখন এটাকে কুকাজ বলছ শুনলে তোমার ওস্তাদ দুঃখিত হবে না ? কুকাজ! কুকাজ কি কেউ অত যত্ন করে শেখে—কষ্ট করে শেখে ?

ধর্ম—এটা কুকাজে হয ছোটবাবু। চুরি করি কারো লাভ হয না।

ছোট—নিজের লাভের জন্য কি আর তোমরা চুরী কর। ধন বণ্টনের সমতা রক্ষা করার জন্য তোমাদের এ চুরী করা, কি বল।

ধর্ম—সাধুভাষা ঠিক বুঝতে না পারিযা) কি বা কইলেন, বুঝিবারে পারি না।

ছোট—(হাসিয়া) বড় লোকের ঘর থেকে, আটকে থাকা টাকা এনে দশজনের ভেতর তোমরা ভাগ করে দাও বুঝেছ ? থলেৎদার কিছু পায়, স্যাক্রা কিছু পায, বাসনওযালা কিছু পায়, দোকানদার কিছু পায়।

রাম—(রসিকতা উপভোগ করিয়া নিজে রসিকতার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া) সেলামী উলামী হাম্‌লোক্ কে ভি কুছ কুছ মিলিয়ে যায়।

ছোট—কতকগুলো ছ্যাচড়া লোক ধান চুরী কর্চ্ছে, আর তোমাদের মত কাজের লোকগুলে সব বৈরাগী হয়ে বসে আছে। তোমাদের এ রকম মতিগতি হলে আমাদের চাকরী আর কদিন থাকবে?

ধর্ম্ম—(ছোটবাবুর ব্যঙ্গে আহত হইয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল।) ছোটবাবু লোভে হউক, রাগে হউক, বুদ্ধির ভুলে কুকাজ কর্চ্ছি বলিয়ায়ত মজাক্ ঠাট্টা করিয়া কতয় কথা কহলেন। বাবু হামরা মুর্খ চাষী লোক, হামার বুদ্ধি ছোটয় বলিয়া তো ছোট-লোক কন্। ভাল মন্দ কিছুই হামরা বুঝিনা, কিন্তুক কেউ কি হামাক্ বুঝেয়া দিছে বাবু। বাবু, জনম ভোর হামরা দেখি যে হামার দেশী বাবুর ঘর, ধনীর ঘর, জোতদার, জমীদার প্রধান ঘর, সরকারী চাকরীয়াব ঘর—উকিল-মোক্তার ডাক্তার ঘর কতয় বুদ্ধি করিয়া খালি হামাক্ ঠকেয়া, টাকা পইসা চুষিয়া নিয়ে যান, আর ফির সেই টাকা পয়সায় কত ভাল ভাল জামা কাপড়, গাড়ী, মটর, গয়না পত্তর করিয়া হামাকে দ্যাখেয়া দ্যাখেয়া ফুটানি করিয়া বেড়ান! বাবু তোমার বেটী ছাওয়াল গুলার শাল সাড়ী দেখিয়া হামার ঘরের বৌ বেটিক্, কি এক জল্লাও সাজেয়া দেখিবার ইচ্ছা করেনা? ছোটাবাবু তোমরা যদি ক্যাল সাজ পোষাক রং চং না কইল্লেন হয়, তা হইলে ফির হামরাও মন ওগুলা না চাইল হয়। তোমরায় হামাক্ দ্যাখেয়া ডাইল ভাতে খান, আর হামাক্ উপাস কইর‍্বার কন্? আবার ফির হামার মনে সাধ হইলে হামার মতিগতিক্ মজাক্ও করেন।

ছোট্—(বিস্মিত হইয়্যা) হাঁরে ধর্ম্মদাস তোরা এ সবও বুঝিস্?

ধর্ম্ম—প্যাটের ভুখে আইজ বুঝিবার ধচ্চি। সারাদিন রোইদে, বৃষ্টিতে জলে কাদায় কিচড়ে থাকিয়া, খাটিয়া প্যাটের ভাত আর পাঁচ হাতি কাপড়া জুটে না। দুই একজনের ধনী হওয়াত হামরাও দেখছি। খালি ফাঁকি দিয়া, আইন বাচেয়া আর তেমাক খুসী রাখিয়া যে সব কাম তামরা করে আর ফির সেই কাম করিয়া টাকা পাইসা করিয়া, হাউস আর সখ মিটায় তা দেখিযা আর কারো খাইটবারে মন চায়না। খাটিয়াতো দেখছি চায করি সোনা আর খাই ছাই। আর না খাটিয়া ফাঁকি দিয়া সবল লোক ঠকাইয়া কেমন করি টাকা হয় তাও দেখছি। (বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।) ক্যানে কাম করিমো—হামরা কেনে কাম কইরমো

ছোট—আরে থাম, থাম, তুই মনে মনে যে রকম জ্বলে আছিস, চুরী না করেও হয়তো তোর এখানে আসতে হবে শীগ্‌গিরই।

ধর্ম্ম—ফির যদি হাত কড়ি পরিয়া আসায় নাগে ত, বড়লোকের চোট কাম করি আসিবার নই, ছোট লোকের বড় কাম করি আইস্‌মো। আজ ফাঁকি দিয়া সউগ নিয়া তোমরা হইলেন বড়লোক আর সউগ দিয়া উপাস করিয়া নেংটী পরি থাকিয়া হামরায় হইনু ছোটলোক! হামারে সব খায়া খায়া তোমরা হাসেন, আর হামার গুলার চোখে সদায় পানি ঝরে। হামার মত দুঃখী লোকের চোখের পানি মুছতেই যদি নাগে তো ফির হাত কড়ি পইরমো। নিজের জন্য নয় বাবু, নিজের জন্য নয়।

ছোট—ইস্‌। আজ কাল চোখের পানি টানিও চোখে পড়ছে দেখছি। এ সব কথা কার কাছে শিখলিরে?

ধর্ম্ম—চোখের পানির কথা ? যাও ক্যানে তোমারে সরকারী চালের দোকানে, চোখের পানি দেখি আইস। রাইত থাকিয়া কত হাজার হাজার লোক অসিযা রাস্তায় বসিয়া আছে। কল আছে ছাপাইলে টাকা হইল, টাকাব লোভে ছ্যাখেযা হামার সব ধান কিনি নিযা আইজ হামাব কাছে দুনা দামে ব্যাচাবাব ধইচ্ছেন।

ছোট—কি বোকা তুইরে ? সবকাবী দোকান কত উপকার কচ্ছে, বাজারের চেযে কত সস্তায দিচ্ছে।

ধর্ম্ম—ছোটবাবু, ধনীব বাড়ীব কাঙালী বিদাযেব মত। কাঙালীর একদিন প্যাট ভবিল কি না ভবিল, ধনী কিন্তক্ পাঁচ বছব ফুটানি করি বলি বেড়াইল হামি যা খাওযাছিনু তাব মত কাযো-পাবিবার নয, হামার মত কালিজা কাবো নাই। হামারে ধান নিয়া হামাক বেচান। আইজ সাবা দেশেব চাষী, মজুব খাটিযা খাওযা লোককে ভিক্ষুক করিযা ফ্যালাইছেন না। ধান কাটা মাড়া হইলে হামবা কত কাঠা কাঠা ধান ভিক্ষাদেই, আব আইজ একসেব চাউলেব জন্যে পাইসা ধরি আসিযাও ভিক্ষুকেব মত দাঁড়েযা থাকা লাগে। হাযবে হামাব বুদ্ধি, আর হাযরে হামার প্যাট।

ছোট—তুই চাল কিনতে এসেছিস বুঝি ?

ধর্ম্ম—হয়। তা ফির শুনা গেল চাউল সবাকে দিবারে পাইরবার নয়। কি কহরমো ? দুই সেবের দাম দিয়া অন্য দোকান থাকিয়া এক ছটাক নিয়া যামো, একবেলা চলিবে, পাছে ফির ছ্যাখা যাইবে।

রাম—ভগবান মালিক ! কিসি কিসি সুরৎসে চালা লেগা।

ধর্ম্ম—ভগবানের ভরসা করিয়া তো আইজো বাঁচিয়া আছি, শুনি নাকি সকলের দুঃখ কষ্ট তাঁয় বুঝে—(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া)

স্যাখা যাউক বুঝে কি না। কিন্তুক্ সিপাহীজি তোমার মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া মনের বিশ্বাস কমিয়া যায়।

রাম—কেনো? হামি লোক ভগবান মানি না?

ধর্ম্ম—কাঁয় জানে দুঃখীর ভগবান আর সুখীর ভগবান একেজন হয় কি না হয়।

রাম—আরে ছোঃ! "হরিসে বন্ রহো ভাই, বনত বনত বন্ যাই", বিশ্‌য়োযাস রাখবি।

ধর্ম্ম—বিশ্বাস ত করি। বাপরে! স্যাও বিশ্বস করি, বাতাস বিশ্বাস করি, ভগবান বিশ্বাস কবি না? সারা স্যাশের বিদ্বান বুদ্ধিমান ঘর ভগবান মানে, তার নাম হামাক শুনায়, ধনী বড়লোকের ঘর কত হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা খরচ করিয়া মন্দির গড়েয়া ঠাকুর বসায়, তারা ভয় করে ভক্তি করে বিশ্বাস করে, হামবা না মানি পারি? কিন্তুক ফিম্, থাকি থাকি এক কথা মনে আইসে—

রাম—কি কোথা?

ধর্ম্ম—ভদ্দর ঘর হামাক যেমন অন্ধকারে রাইখ্‌ছে, কিছুই বুঝিবার না দিয়া, যত দুঃখের বোঝা হামাক্ গুলার উপর চাপায়া রাইখ্‌ছে, তেমান ফির কোন বা বুদ্ধি করে একনা ভগবান বানায়া হামার মনের উপর চাপেয়া রাইখছে, দুঃখ করি আর তাক্ ডাকি, হামাব দুঃখ ঘুচে কৈ? ধনীর ঘর ঠাকুর মানিয়া, তাব মন্দির গড়িয়া. ফুর্টানি করিয়া ধুমধাম করিয়া পুজা করে আর ভাল ভাল পরসাদ খায়, আর হামরা সেই ঠাকুব মানিয়া, সদায় তাক্ ডাকিয়া, ঘরে ফেলি চোখের পানি, আর মন্দিরে গেলে ঢুকিবারে পাই না, বেশী কাছে যাবার

চাইলে পাই তোমারে মত সিপাহীর দাবড়ী। কি জানি সিপাহীজি—ধনীর ঠাকুর ধনীরে মত হামাক ঘিন্না করে নাকি।

রাম—জয় শ্রীরাম! এমন বাত কভি দিলমে আনবি নাই। "রাম নাম সব কোই কহে ঠক্, ঠাকুর আওর চোর, বিনা প্রেমসে রিঝত নাহি তুলসী নন্দ্ কিশোর।"

ধর্ম্ম—হামরা পচ্চিমা কথা বুঝি না।

রাম—শুন্ শুন্। তুলসী দাস জী, রামায়ণ আউব ভারি ভারি কিতাব যে লিখিযেছেন। বোলতেসেন কি, বিনা প্রেমসে ভগবানকে কোই পাইতে পারেনা। আওব প্রেম কি? দয়া আওর্ মায়া। সব কোই—জিউকে উপর দয়া করতে হোবে, হাঁ।

ধর্ম্ম—হামরা আবার জীব না কি?

রাম—আলবৎ জীউ।

ধর্ম্ম—হামার উপর কাঁয় জীব বলি দযা করে? ছাগল, গরু রোইদে থাকিলে হামরা তাক্ ছাযাতে নড়েয়া বাঁধি দেই, পানি দেখাই, আর এই যে হাজার হাজার লোক, না খায়া, না দায়া তোমার সবকাবী চাউলের দোকানের সামনে রাহত থাকিয়া খাড়া হয়া আছে, কোন মানুষটা জীব বলি তাক্ দযা কহরতেছে? সিপাহীজী হামরা মূর্খ চাষী হামরা কিছু বুঝি না।

ছোট—(বাক বাহুল্যে বিরক্ত হইয়া বলিলেন) থাক্ তোর আর বুঝে দরকার নেই, থানায় কি জন্যে এসেছিস বল।

ধর্ম্ম—দাগীর দাগ তোমরা মুছি নিলে কি হইবে, হামার গ্রামের মানুষ গুলাত দাগের কথা ভুলে না, ১১০ ধারার ভয় দ্যাখায়।

ছোট—দেখাক্, তুই নিজে ঠিক থাকলে ভয় কি তোর।

ধর্ম্ম—ভয় নাই, কিন্তুক বড় জ্বালা হইছে। ভোলন্টিয়ার (volunteer) ঘর ঘড়িং ঘড়িং ঘরের কাছে আসিয়া ডাকাডাকি করে, তামাম্ রাইত হামাক্ নিদ্ যাবার না দ্যায়। উয়ারাত এক একদিন এক একজনে পাহারা দ্যায় কিন্তুক হামার তো রোজ রাইত জাগা নাগে, কন্ তো কি করি ?

ছোট—Village defence committee বড বাবুর হাতে।

ধর্ম্ম—বড় বা_ুক্ কইলে বাবস্থা হইবে কি ?

ছোট—হ'তে পারে, ভলান্টিয়ার ডাকাডাকি না কল্লে তুইও ফাঁক পাবি, তখন সব দিকেই তোব সুবিধে হবে। তুই হচ্ছিস্ পুরোনো মক্কেল, যত শাগ্‌রিগির পারিস চলে আয়।

ধর্ম্ম—(ছোটবাবুর ব্যঙ্গে আহত হইয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল।) ছোটবাবু শুনি নাকি ভগবান কাক দিয়া কখন কি করায় কিছু কওয়া যায় না। বড়বাবুর কাছে গেলে তাঁর রাগ হবার নয় ত ?

ছোট—না-না। বড ভাল লোক, পাশের ঘরেই আছেন। যা।

(ধর্ম্মদাস ছোটবাবুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।)

রাম—সব লোক বড়া এংগ্রি হইয়েছে চোটবাবু! সরকার লড়াইকে ভাতাভি দিতেছে আওব ফিন সস্তা চাউল উলভি দিতেছে, দেখিয়ে সব কোই জ্বলতেছে।

ছোট—জ্বলনে দেও। যব্‌তক চাপরাস্ হ্যায় কুছ পরোয়া নেহি।

রাম—কওন কওন দেহাতমে ড্যুটি খাতির যাইতে হোয়, তিনঠো লোক লাঠি লিবেত রামজি বাঁচায়, চাপবাস কি হোবে ছোটবাবু।

ছোট—আরে বাবা এই চাপরাসের পিছনে আছে, রাইফেল, বন্দুক, মেশিনগান, বম্ব, এরোপ্লেন, বুঝতা, হ্যায় ? (নেপথ্যে গোলমাল শ্রুত হইল।) দেখত গোলমাল কিসের ?

(একটি চাষীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে উত্তেজিত ভাবে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিল। চাষীর হাতে বেতের ধামায় চাউল।)

ভদ্রলোক—আয় ব্যাটা তোকে মজা দেখাচ্ছি। এ ব্যাটা নোট নেবে না বলছে ছোটবাবু!

চাষী—হামি তা কই নাই হুজুর, এক সের চাউল ব্যাচাবার আনছি। হামি আগে কৈছি যে খুচরা পয়সা দিলে দাম তের আনা, টাকা হামি নিবার নই।

ভদ্র—শুনুন মশায়। এ যে অরাজক হয়ে উঠল।

ছোট—(চাষীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া) তোদের খুসী মত সব হবে না? টাকা নিয়ে বাবুকে চাল দিয়ে দে, আর তিন আনা পয়সা দে।

চাষী—হুজুর নোট নিয়া হামি কি কইরমো? ভাঙ্গাবার তো পারিবার নই।

ছোট—বাটা দিয়ে ভাঙ্গিয়ে নিবি।

চাষী—চাহর আনা বাট্টা হচ্ছিল বলিয়া ঢোল দিয়া তোমরায় না পাইসা। বাট্টার দেকান বে আইনি করি দিছেন, বাট্টা দিয়াও ত পাইসা পাই না।

ছোট—যা-যাঃ। জিনিষ পত্তর যখন কিনবি দোকানে ভাঙ্গিয়ে নিস্। সরকারী টাকা না নিলে চলে?

চাষী—সরকার টাকা কইরছে নোট কইরছে আর পাইসা করে নাই ক্যানে? কাইল হামার ফুফা হাটে যায়া টাকা ভাঙ্গাবার না পারিয়া সওদাই করিবার পারে নাই, হুজুর ত হুকুম

দিয়া দিলেন, মইরতে ত হামরায় মরি। এক এক হুকুম দিয়া দশটা কাউটাল গণ্ডগোল বাঁধান—

(চাষীর কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই পাশের ঘর হইতে বড় দারোগা বাবু ও তাহার পশ্চাৎ ধর্ম্ম দাস প্রবেশ করিল।)

বড়বাবু—কি হয়েছে ?

ছোট—নোট Changeএর গোলমাল, নোট নিতেই চায় না !

চাষী—হুজুর হামরা নোটের পাইসা পাই না।

বড়—পাবি—পাবি।

চাষী—পাইয়ে না হুজুর। দোকানে নোট নিয়া গেলে জিনিষ দিবার চায় না কয় খুচরা পাইসা নাই।

ভদ্র—কি বিপদ দেখুন তো বড়বাবু। ব্যাটা আধঘণ্টা থেকে আমায় ঘোরাচ্ছে।

চাষী—হামি ত আগেই কছি যে খুচরা পাইসা না হলে বেচাবার নই।

বড়—বাবুরা কি না খেয়ে থাকবে ?

চাষী—হামরা যে না খায়া আছি, কোন বাবুটা সে খবর করে ? পাইসা না হলে আমার ত্যাল, নুন্ কিছুই হবার নয়। হামার যা, যা. লাগে দাও ক্যানে ? হামি চাউল দিয়া চলি যাই, তোমরাই ত ঢোল দিয়া বাট্টাব দোকান তুলি দিছেন।

বড়—তারা বেশী বাট্টা নিচ্ছে বলে তোদের ভালর জন্যে সে সব তুলে দেওয়া হয়েছে জানিস্, তের আনার চাল বেচে তিন আনার পয়সা দিয়ে নোট নিতিস্ আর সেই নোট ভাঙ্গাতে যখন চার আনা পয়সা চলে যেতে তাতে যে তোদের লোকসান সেটা বুঝিস।

চাষী—হামরা একটাকা এক আনা করি চাউলের দাম নিনো হয়,

আইজ নোট নিয়ে কি চাটিয়া খামো? ভাঙ্গামো কেমন করিয়া।

বড়—(মনিব্যাগ খুলে চেঞ্জ দিয়া) এই নিন মশাই টাকার চেঞ্জ। খুচরো দিয়ে চাল নিয়ে নিন। যা বাবুকে চাল দে, (চাষী ও ভদ্রলোকের প্রস্থান।) ব্যাটাদের আজকাল যা মুখ হয়েছে।

ধর্ম্ম—প্যাটের ভুখে মুখ খুলি গেইছে হুজুর। প্যাটে খাইলে তবে পিঠে সয়।

বড়—(ঈষৎ হাসিয়া) ওরে ব্যাটা! তুইও ফোড়ন দিচ্ছিস্।

ধর্ম্ম—সইত্য কথা কইছি হুজুব! কিন্তুক হামার কি হুকুম হইল।

বড়—তুই আর একদিন আসিস্!

ধর্ম্ম—আরও একটা নালিশ আছে হুজুর!

বড়—এসে শুনবো—তোর তাড়া না থাকে তা হলে একটু বোস! অনেকগুলো রেজকী আটকে রাখার খবর পেয়েছি। তাই চৈতন সাব গদিটা একটু দেখে আসি।

[প্রস্থান]

ছোট—এ সব লোক কেন যে এ লাইনে কাজ কর্ত্তে আসে।

রাম—বড়া বাবুকা দিল বহুত আচ্ছা।

ছোট—তা হলে ধর্ম্মদাস তোর কাজ হল না দেখছি।

ধর্ম্ম—হয়, বডবাবু কইলেন যে ভলান্টি ঘবেক্ ত, আমি কয়া দিবার পারি কিন্তুক গ্রামে চুরি হলেই তোর নাম হইবে। তার চায়া উয়ারা যে তোক্ ডাকি যায় তায় ভাল, তোর ছাপাই সাক্ষী হইবে।

(জনৈক ভদ্রবেশী যুবক ব্যাস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করিল)

ভদ্র—ছোটবাবু, দয়া করে আমাদের দোকানে শীগ্‌গির চলুন।

ছোট—কি হল ?

ভদ্র—চাল নেবার জন্য সব লাইন বেঁধে দাড়িয়েছিল। এখন লাইন ভেঙ্গে সব মারামারি আরম্ভ করেছে।

ছোট—মারামারি !

ভদ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ ভয়ানক ভিড়, অনেক লোক, কি জানি যদি ঐ গোলমালের ছুতো করে লুটপাট আরম্ভ করে।

ছোট—যাও তো রাম অওতার, বংশী সিংকে সঙ্গে নাও।

রাম—(ভদ্রলোকের প্রতি) সিভিগার্ড কি করতেছে ?

ভদ্র—তারা থামাতে পাচ্ছে না, আমি সাইকেলে চড়ে ছুটে এলুম, আপনি চলুন ছোট বাবু !

ছোট—বড়বাবু না এলে আমার নড়বার যো নেই, থানা সামলাতে একজনকে থাকতেই হবে।

ভদ্র—এ দিকে লুট হয়ে যাবে যে।

ছোট—যাক্‌গে ! আমাদের যেমন হুকুম তেমনি কাজ কর্ব্ব। যাওনা রাম-অওতার দেখনা কি হোল।

ভদ্র—চল-চল।

রাম—চলিয়ে। বাকী উপরমে রপোর্ট করিয়ে দিন, ছোটবাবু, ই-সব কাম সিভিগার্ডসে হোবেনা। পান উন খাবে, ইধর উধর সে পয়সা মারবে, আওর হাল্লা হবে তখুন পুলিশ যাবে।

ছোট—আবার বক্‌ছে ! যাও—যাও

রাম—হাঁ যাইতে ত আসি, এ বনশী-বনশী হো

(নেপথ্যে কলরব শোনা গেল)

ছোট—আবার কিসের গোল ?

(রাম অওতার দরজার নিকট গিয়া দেখিয়া বলিল)

রাম—হুজুর, সিভিগার্ড লোক্ একটা আদমীকে ধরিয়ে আনতেছে। আউর সব লোক ভি পাছে আছে।

(রক্তাক্ত জামালকে ধরিয়া ২টি সিভিকগার্ড প্রবেশ করিল, পশ্চাতে আরও ২।৩ জন আহত লোক ও কৌতুহলী জনতা।)

সি-গার্ড—ছোটবাবু, এই লোকটা লাইন ভেঙ্গে মার পিট করেছে। একটা এজেহার লিখে নিন্।

ছোট—কি? লাইন ভেঙ্গেছে?

জামাল—হুজুর, পাছের লোক চাউল পাবার নয় এই কথা শুনিয়া হামি আগে গেছি।

ছোট—মারামারি করেছ?

জামাল—আমাকে আগে মাইরছে হুজুর!

ছোট—চুপ! কি নাম? (এজেহার বহি লইল)

জামাল—জামালুদ্দীন।

ছোট—বাড়ী কোথায়?

জামাল—পামলী।

ছোট—অত দূর থেকে চাল নিতে এসেছ?

জামাল—কি করি হুজুর! টাকা পাইসা নাই, কাজ কাম নাই, আইজ একমাস থাকিয়া কাচ্চা বাচ্চা নিয়া কোনও দিন খাওয়া জুটে কোনও দিন জুটেনা।

ছোট—তা বলে লাইন ভাঙ্গবে? মারামারি কর্ব্বে? চুপ! কাকে মেরেছ।

সি-গার্ড—এই একজন।

(লোকটিকে সামনে আনিল। লোকটির কপালে একটি বিস্তৃত ক্ষতচিহ্ন।)

ছোট—কি নাম?

১ম লোক—দুঃখীয়া।

ছোট—বাড়ী কোথায় ?

১ম লোক—বাড়ী বড পুলের কাছে হুজুর।

ছোট —মারামারি কবেছ ?

১ম লোক—না হুজুব। সকাল থাকি লাইনে খাডা আছি। আর এই লোকটা দৌডিয়া আসিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া হামার আগে খাড়া হইল। মানা করিনো অমনি হামাক মারিল। এই দ্যাখেন হুজুর আমার—(ক্ষতচিহ্ন দেখাইল।)

ছোট—ইস্ বড্ড জখম্ হয়েছে। ছুরি টুরি মেরেছে নাকি।

১ম লোক—কি জানি। হয় হয় মাইরছে—মাইরছে।

ছোট—আর কে ?

সি গার্ড—এই লোকটি !

(অপর আহত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিল)

ছোট—কি নাম ?

২য় লোক নাম মনিবাম।

ছোট—বাড়ী কোথায ?

২য় লোক—বাড়ী ডিহিগ্রাম।

ছোট—কি হয়েছে ?

২য় লোক—হুজুব হামাক মাইরছে, গালি দিছে, ফিব পিরান ছিঁড়ি দিছে — ছিন্ন পিরান দেখাইল

জামাল—হুজুব ! হামার হাত মোচড়েয়া পাইসা কাড়ি নিছে।

ছোট—চুপ—! কিহে পয়সা নিয়েছ এব ?

২য় লোক—মিথ্যা কথা হুজুর ! এই দ্যাখেন দুই সের চাউল কিনার পাইসা বার আনা। আর নাই—

ছোট—হুঁ ! ৩২৪ ধারা। এদের সরকারী ডাক্তার থানায় নিয়ে যাও। রিপোর্ট আমাকে দেখিও। এই কি নাম? জামাল—তোমার জামীন চাই। কোনও উকীল কি মোক্তার ব্যবস্থা কর।

জামাল—হা আল্লা। (অসহায়ভাবে চারিদিকে চাইতে লাগিল।)

ছোট—এই হল্লা হাঠাও। (জনতা অপসারিত হইল।)

জামাল—(অত্যন্ত কাতরভাবে) হুজুব! হামার একটা ছাওয়াল সাথে আছিল। তাক্—

ছোট—ভুসের চাল কিনতে আবার ছেলে নিযে এসেছিলে কেন ?

জামাল—মানেনা হুজুর ! ছোটগুলাক ভুলান যায। ইযারা একটু বড় হইছে, ভুলে না। চারদিন ভাত নাই, কিছুতে হামার পাছ ছাড়ি যায় না। হামি লাইনে খাডা হয়া তাক দুইটা পয়সা দিনো—মুড়ী আইনবাব গেছে। আব আসিযা হমাক না দেখিয়া হাতাশ হায়া কি কবিবে—কোঠে যাইবে—(কাঁদিয়া ফেলিল)

ছোট—রাম অওতার দেখতো ছেলেটাকে।

রাম—হুজুর ! সিভিগার্ডকে বোলিয়ে দেন না ! হামি ডাকিয়া দিতেছি। (দরজারে নিকট গিয়া।) এ গার্ড সাহেব। এ সিভিগার্ড থোড়া শুনিয়ে যান—শুনিয়ে যান।

ছোট—ভাল ওদেরই বলে দাও ছেলে দেখতে। আর তুমি হাজির থেকো। আমি চা খেয়ে আসি। (ছোটবাবুর প্রস্থান, সিভিকগার্ডের প্রবেশ।)

রাম—আরে আসামীর এক ল্যাড়্কা আছে জানতেসেন ?

গার্ড—আমি কি করে জানবো ?

রাম—কাম করলে সব জানতে হয়! ল্যাড়কা খুঁজিয়ে লিয়ে আসেন।

গার্ড—হাঃ? আমি ছেলে খুঁজতে যাই আর কি—লাইন দেখতে হবে না?

রাম—হাঁ-হাঁ, লাইনমে মজা আছে। আওর ল্যাড়কা খুঁজলে মজা নেই, সেতো সকুলে জানে। বা কী ল্যাড়কা খুঁজতে হবে।

গার্ড—(বিরক্তভাবে) আমার অত সময় নেই।

রাম—মামলা লিখাইয়েসেন, বাপকে হাজতে দিয়েসেন আর যখুন ল্যাড়কা হারাইয়ে যাবে তখুন ডামিজ (damage) কে মজা দেখিয়ে লিবেন।

গার্ড—ডামিজ!

রাম—হাঁ-হাঁ-ডামিজ। কমসে কম দু শও রুপেয়া ডামিজ করিয়ে মামলা লাগাবে তখুন আওরভি মজা হোবে।

গার্ড—ড্যামেজ! সত্যি?

রাম—আরে বাবা, খালি পান উন খাইলে কি হয়? কানুনভি কুছ কুছ জানতে হোয়।

গার্ড—(বিব্রত হইয়া বিরক্তভাবে।) আচ্ছা-দেখি! কত বড় ছেলে?

জামাল (হাত দিয়া উচ্চতা দেখাইয়া) এই এত কোনো।

গার্ড—বয়স কত তাই বল। গাড়োল কোথাকার!

ধর্ম্ম—হামরা চাষী লোক। বয়সের হিসাব রাখিবার পারি না। নামটা কয়া দাও মিঞা।

জামাল নাম বচিরুদ্দী।

ধর্ম্ম—বাবু! ঐ নাম ধরি ডাকাইলে ছাওয়াটাক্ ঐখানে পাইবেন।

গার্ড—নাম বছিরুদ্দী? আচ্ছা দেখি। তুমি বল কি সিপাইজী! ড্যামেজ?

রাম—হাঁ-হাঁ; ডামিজ। (সিভিকগার্ড মলিন মুখে প্রস্থান করিল—রাম অওতার বিজয়গর্ব্বে সহাস্য মুখে ধর্ম্মদাসকে বলিল।)

এ ধরমু, তুমহার লোকের কি একটা বাত আসে রে? বক্‌রী সে যব কাম চলি তো ফির বয়েল কোই কিনি? আরে, এসব কুছ্ ভি জানে না, খালি পান খায় আওর সিগারেট্ পিয়ে। ফস্ ফস্—

জামাল—হাঃ আল্লা! (কপালে করাঘাত করিয়া মাটিতে বসিল।)

ধর্ম্ম—তোমার তো ফির জামিন লাগিবে মিঞা। ছোটবাবু কইল। তার কি করিবেন?

জামাল—কি কইরমো ভাই! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।)

ধর্ম্ম—হামার বাড়ী তোমার গাঁও এর বগলে, সিমগাড়ী। যদি কন্‌তো বাড়ী যাইবার সময় হামি তোমার বাড়ীতে খবর দিয়া যাবার পারি।

জামাল—কাক্ খবর দিবেন? আমার কি কেউ আছে! বেটী ছাওয়া কোনার কাপড়ায় নাই তাঁয় বাড়ী থাকিয়া বাইরে হবার পাইরবার নয়। তারে ছ্যাওঠা আমি পরি আছি। আমার যে কাঁয়ো নাই ভাই। ছাওয়াল কোনা আছিল সাথে। কোঠে কোঠে হামাক খুঁজি বেড়েবার লাইগছে কাঁয় জানে (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।)

ধর্ম্ম—তোমার স্যাওয়ানী কি প্রধান কাঁয়ো থাকে যদি তাক্‌ও খবর দিবার পারি।

জামাল—গরীবের কি স্থাওয়ানী প্রধান থাকে? গরীবের পাছে কাঁয়ো খাড়া হয়না। প্রধানের কথা আর কননা। একটা খাসী আমার ছাওয়ালটা নিয়া বেড়াছিল। আইজ্ সেটা বেচাছি হামর গাঁয়ের প্রধানের কাছে। ৪৲ টাকা দাম হইল, দুই ধারা ধান করজ নিছিনু, তারে দাম ৩।৹ আনা কাটি নিয়া ৷৹ পাইসা দিলে। প্রধানের হাতে পায়ে ধরিয়া ।৹ পাইসা চাহনে! তা চাইরটা পাইসা দিলে; সেই চাইর পাইসা ছাওয়াক্ জলপান খাবার দিছিনো। ক্যানে দিনু হায়-হায় ক্যানে দিনো (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল।) খাসী বাঁধি রাখি চলি আইসতে যে কাঁদন লাগে দিল যদি দেখিলেন হয়! কি করি ডরে সাথে করি নিয়া আসিনো ছাওয়াটাক, কি জানি ফিব যদি প্রধান বাড়ী থাকি খাসী নিয়া আসে। ছাওয়া হামার বড্ড বোকা। কোনও দিন কোনওটে যায় নাই, আইজ একলা একলা কোঠে বেড়াবার ধইচ্ছে কাঁয় জানে, হা আল্লা (বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।)

রাম—হেই! জুয়ান্ মরদ আসো, মারপিট করসো আওর ল্যাড়কা মতুন কাঁদতেসো তোমার সরম হোয় নাই?

জামাল—(চক্ষু মুছিয়া) হামার দুঃখ তোমরা বুইঝবার নন সিপাহীজী। আইজ্ এক মাসে পাঁচদিন ভাত খাইছি। শাক, পাতা কচু এই সব ভর্তা করি খায়া হামার ছোট ছাওয়ালটার রক্ত আমাশার ব্যামার হইছে, তাজা ছাওয়ালটা কাঠির মত হয়া গেইছে, বাঁচে কি মরে। কাজ নাই, কাম নাই, জমি নাই, জিরাত নাই, কোনয় আশা নাই হামার, কোনয় আশা নাই খালি হাতাশ, মরি গেইলেত হইলে হয়।

রাম—এ ধরমু, আরে একটু সমঝাওনা, আরে মিঞা কান্দো না। একটু বুঝাও একটু বুঝাও ধরমু।

ধর্ম্ম—কি বোঝাম সিপাহীজী? কয়দিন বা সকলে মিলি না খায়া আছে, আইজ আশা করি পাইসা ধরি চাউল নিবার আইসছে, বাড়ীর বাচ্ছা কাচ্ছা গুলা রাস্তার দিকে তাকেয়া বসি আছে।

জামাল—আর হামাক্ কৈল তোমরা চাউল পাবার নন্। আগের মানুষ-গুলাক দিতে চাউল শ্যাষ হয়া যাইবে। আমি কি থাইক্বার পারি? দৌড়ী আগে যাইতে হামাকে ধাক্কা দিয়া ফেলি দিলে, হাত মুচড়ী পাইসা কাড়ি নিলে, কতয় সহ্ হয় কনত? কতয় সহ্ হয়—(বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া মাটিতে মাথা ঠুকিতে লাগিল ছোটবাবু প্রবেশ করিয়া তাহা দেখিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল।)

ছোট—এই! এসব কি হচ্ছে।

(হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ছোট বাবুর মুখের কাছে গিয়া হাত জোড় করিয়া সাশ্রু নয়নে জামাল বলিল।)

জামাল—বাবু হামাক মারি ফ্যালাও, হুজুর মারি ফ্যালাও, খোদা তোমাক্ রহম্ করিবে।

ছোট—(সভয়ে সরিয়া আসিয়া) মাথা খারাপ নাকি। এই সিপাহী গারদমে বৈঠাও না, বৈঠ বৈঠ্কে, তামাশা দেখতা?

রাম—এই ওঠ! চলো।

(জামালকে গারদে বন্ধ করিল, ধরমু কোঁচার খোটে চোখ মুছিল।)

ছোট—(ধর্ম্মুর দিকে চাহিয়া) ভাল ফ্যাসাদ যা হোক্। তোদের এমন বুদ্ধি কেন বলতে পারিস ?

ধর্ম্ম—কিসের বুদ্ধি হুজুর ?

ছোট—মাথা ঠাণ্ডা করে আইন কানুন মেনে চলতে পারিস না ?

ধর্ম্ম—হামরা মানিয়াই চলি ছোট বাবু। না মানিলে তোমরা দুইজন দারোগা আর ছয়জন সিপাহী একটা থানার কাম চালাইবার পাইল্লেন হয় কি ? বাবু এলায় ক্যামন জানি হয় গেইছে। চতুর পাকে থালি হাহাকার লাগি গেইছে। কি করি, কি হয়, বুদ্ধিতে কোনও টা পাই না। বৌ, বেটীর ইজ্জাৎ থাকে না, তার ন্যাংটা হয়া গেইছে, ছাওয়া ছোট গুলাক থাওয়াবার পারিনা, চোথের উপর তারা শুকিয়া কোঁকড়া লাগি গ্যাল। (জামলের দিকে দেথাইয়া) হামার যদি উয়ার মত হইল হয় ত হামি পাগল হয়া গেনু হয়।

জামাল—হা আল্লা (বলিযা গাবদের উপর মাথা রাথিল। নেপথ্যে জামালের ছেলে বছিরুদ্দী কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতে লাগিল) "বাপ জান বাপ জান কোঠে রৈ"

জামাল—(মাথা তুলিযা সেদিকে চাহিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল।) বাপৈ বাপে রে !
"বাপজান" (বছিরুদ্দী ঘরে ঢুকিয়া সিপাহী দারোগা ইত্যাদি দেথিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল তার নেংটীর খুটু হইতে মুড়িগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল।

জামাল—বাপৈ, বাড়ী যায়া কৈস্ তোর বাপজান মরি গেইছে রে মরি গেইছে, হা আল্লা, হা আল্লা !
(সজোরে গারদে মাথা ঠুকিতে লাগিল, বছিরুদ্দী এদিক ওদিক

চাহিয়া হঠাৎ দৌড়িয়া গারদের দিকে অগ্রসর হইতেই ধর্ম্ম তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ছোটবাবুর দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল।)

ধর্ম্ম—ছোটবাবু। মানুষটা মরি গেল—অঁয় মরি গেল।

ছোট—দেখ কাণ্ড দেখ, এ রাম অওতার বের কর না।

(রাম অওতার ছুটিয়া গিয়া গারদের দরজা খুলিয়া তাহাকে বাহির করিল। রক্তাক্ত জামাল ধর্ম্মর কোল হইতে বছিরুদ্দীকে লইয়া মাটীতে পড়া মুড়িগুলা কুড়াইতে কুড়াইতে কহিল।)

জামাল—মুড়ী, খাছিস্ বাপে ?

(বছিরুদ্দী মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, সে খাইয়াছে।) আরও খাবু নাকি ?

বসি—বাড়ী নিয়া যাই ফুলজান খাইবে।

(নেংটীর আচল পাতিল)

জামাল—আচ্ছা কাপড়াতে বাঁধি দেই।

(বলিয়া মুড়ীগুলি বাঁধিয়া দিতে দিতে ধর্ম্মর দিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল)

তোমরা কি এলায় বাড়ী যাইবেন ভাই ?

ধর্ম্ম—হয় যাময় ত !

জামাল—হামার বছিরুদ্দীক্ যদি বাড়ী রাখি গেইলেন হয়।

বসি—তুই যাবু না ?

জামাল—এক জল্লা পরে যামো। ছাওয়াল হামার বড়য় বোকা কোঠে যাইবে কি কইরবে, ইয়াক নিয়া যাও ভাই।

[ইতিমধ্যে রাম অওতার একঘটি জল লইয়া আসিয়া বলিল।]

রাম—এ মিঞা ! আরে বাবা মাথাটা ধুইয়ে লাও।

জামাল—অঁ্যা।

(বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল)

ধর্ম্ম রক্ত পরিবার লাগছে, ধুইয়া ফ্যালাও। আইস বাপৈ—

[বলিয়া পিতার কোল হইতে বসিরুদ্দীকে কোলে লইয়া তাহার গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল।]

হামারে এক ছাওয়া আছিল, বাঁচি থাকিলে তাঁয়ো এতয় বড় হৈল হয়। তোমরা ভাবিত হন্ না মিঞা, হামি ইয়াক্ তোমার বাড়ীতে রাখিয়া যামো। আইজ বাড়ী গেইনু ছোটবাবু।

(বলিয়া ছোট বাবুকে প্রণাম করিয়া ঘুরিয়া আসিয়া বলিল।)

তোমরা ভাবিত হন্ না মিঞা, হামার যদি খাওয়া জোটে তা হইলে তোমার ছাওয়াল খাইবে।

(বলিয়া অগ্রসর হইল।)

জামাল—আল্লা তোমার ভাল করিবে ভাই।

ধর্ম্ম—(ঘুরিয়া আসিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল।)

এঃ ভাল কইরবেত ! তোমারে ভাল আগে করুক, তায়ত দেখি আগে।

(উত্তেজিত ভাবে চলিয়া গেল।)

ছোট—এ রাম অওতার ক্যা করতা হ্যায় বারান্দায় লে যাও মাথাটা ধোয়াও।

রাম—মিঞা। লেও লোটা নেও, চলো মাথা ধুইয়ে ফেলো।

(জামাল লোটা হাতে লইয়া উর্দ্ধে চাহিয়া বুক ফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিল 'হা আল্লা ') য

তৃতীয় অঙ্ক

রঘুনাথ প্রধানের গাড়ি-বারান্দাওয়ালা কাছারী ঘরের সম্মুখ। পাশে ধানের গোলা। অঙ্গিনায় চাষী ও ভদ্র বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। দেবীডোবার বড় দারোগাবাবু ঘোড়ায় চড়ার পোষাকে; সঙ্গে কনেষ্টবল রামঅবতার সাইকেল হাতে, তাহাদের পশ্চাতে মাষ্টার মহাশয় ও গ্রামরক্ষী সমিতির যুবকবৃন্দ প্রবেশ করিল। রঘুনাথ সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে বারান্দা হইতে নামিয়া নমস্কার করিল।

রঘুনাথ—ঘরে চলেন Sir।

বড় দারোগাবাবু—চেয়ার বার কর। বারান্দায় বসি।

রঘুনাথ—(ভৃত্যের প্রতি) যাও—জলদী চেয়ার বাহির কর।

(চেয়ার ও কাঠের বেঞ্চ বারান্দায় আনা হইল। দারোগাবাবু চেয়ারে বসিলেন। বেঞ্চে বসিয়া রঘুনাথ কহিল)

রঘুনাথ—কি হইল Sir?

বড় দারোগাবাবু—ধর্ম্মু'র বাড়ী Search ক'রে কিছুই হ'ল না!

রঘুনাথ—পাকা চোর।

বড় দারোগাবাবু—চৌকীদার বসিয়ে রেখে এলাম। ধর্ম্মু বাড়ীতে নেই—এলেই তাকে এখানে নিয়ে আসবে। আচ্ছা তোমার কি সত্যই মনে হয় যে ওই চুরী করেছে?

রঘুনাথ—বন্দুক নিশ্চয় ওই নিছে! সিঁদ ত আপনে দেখলেন Sir, পাকা ভিটায় সিঁদ দেওয়ার মত চোর এ অঞ্চলে কেউ

নাই। পায়ের দাগ সামলাইতে কলাগাছের খোল পায়ে বাঁধি নিছে।

বড় দারোগাবাবু—কিন্তু ওই চুরী ক'রেছে তার প্রমাণ পাচ্ছি কই। আর তা ছাড়া বন্দুক নিয়ে ও করবেই বা কি?

রঘুনাথ—উয়ার বাড়ীতে আইজ ছয় দিন আগে হাঁ ছয় দিনই হইবে। সেদিন ভবানীগঞ্জের হাট ছিল।

বড় দারোগাবাবু—ছ দিন আগে কি হয়েছিল?

রঘুনাথ—বাইতে গ্রামরক্ষীদের সঙ্গে বচসা হইরছে। তারা যে ডাকে তাতে হয় তার রাগ।

বড় দারোগাবাবু—ধম্ম থানায় গিয়ে নিজেই সে কথা বলেছে।

রঘুনাথ—সেই দিনে বিয়ানে আমি ধম্মর বাড়ী গেছিনো। ভাবছিলাম হাজার হউক মায়ের পেটের ভাইটা, কয়াণ হাউনিয়া খাওয়ার আয়োজন একটা হইছে, তখন তারো খবর দেই চাইরটা প্যাট ভরি যাউক।

বড় দারোগাবাবু—(বাকবাহুল্যে বিরক্ত হইয়া) গিয়ে কি দেখেছিলে তাই বল।

রঘুনাথ—যায়া না দেখি কি। পাড়ার লোকজন সব নিয়া যুক্তি বইসতেছে।

বড়দারোগা—কিসের যুক্তি?

রঘুনাথ—কে জানে। আমাকে দেখিয়া সব চুপ হয়া গেল। আমার মনে হয় ডাকাতি করিবার মতলব কারয়া বন্দুক আগে হাত কইরছে। টোটার পেটি ও নিয়া গেইছে না।

বড় দারোগাবাবু—হুঁ দেবী ডোবা চৈতন্যদার গদীতে চাল চুরী হয়েছে কাল রাতে। গেছে অবিশ্যি মোটে এক বস্তা চাল। চোর পিছনের বেড়া টপ্‌কে আড়তে ঢুকে গোলার টিনের

বেড়া খুলে চুরি করেছে। তোমার এজাহার সকালে যখন পৌঁছাল তখন চৈতন্য সা এজাহার দিচ্ছিল। এই লোকটা তারই দোকানে কাজ করে (প্রসাদকে দেখাইল।) এ বলছে কাল রাতে আড়তের পিছনে বাঁশ ঝাড়ের দিকে রাস্তায় বস্তা ঘাড়ে নিয়ে একজন লোককে যেতে ও দেখেছে। উত্তর না পেয়ে ও নাকি তাড়া করে, আর তখন লোকটা বন্দুকের আওয়াজ করে।

রঘুনাথ—আরে সর্ব্বনাশ! আমার বন্দুক চুরি করিয়া ফির্ দেবীডোবা চুরি করতে গেছিল!

বড় দারোগাবাবু—কি হে কি নাম তোমার যেন?

প্রসাদ—প্রসাদ চন্দ্র দাস।

বড় দারোগাবাবু—লোক দেখলে তুমি চিন্তে পার্ব্বে।

প্রসাদ—বোধ হয়।

বড় দারোগাবাবু—আবার বোধ হয় কেন? তোমার বোধহয়ের ওপর কি আমি কাউকে চালান দিতে পারি। তোমার মনিব যে আবার বল্লে তিন চারদিন হল তোমার মাথার ঠিক নেই, কাজকর্ম্ম করছ না, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ।

প্রসাদ—আজ কদিন থেকে আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

বড় দারগাবাবু—নিজেই বলছ মাথা খারাপ হয়েছে। তোমার কথার ওপর নির্ভর করি কি ক'রে?

রঘুনাথ—বন্দুক শুদ্ধা একটা লোককে এখানেও একজন দেইখছে।

বড দারোগাবাবু—কে দেখেছে? এতক্ষণ একথা বলনি কেন?

রঘুনাথ—সে একজন স্ত্রীলোক sir! ক্ষীরোদা বৈষ্টমী।

বড় দারোগাবাবু—কখন দেখেছে?

রঘুনাথ—দুপুর রাতের পর।

বড় দারোগাবাবু—বল্লেই হ'ল আর কি। মাষ্টার মশাই আপনিও Village defence partyর সঙ্গে ছিলেন? আপনি দুবার ধর্ম্মুকে ডেকেছেন আর উত্তরও পেয়েছেন বল্লেন না?

মাষ্টার মহাশয়—আমি দুবার ডেকে জবাব পেয়েছি। রতন, বিশু, কালু এরাও সঙ্গে ছিল।

বড় দারোগাবাবু—কখন কখন ডেকেছেন ঠিক বলতে পার্ব্বেন?

মাষ্টার মহাশয়—সঙ্গে ঘড়ি ছিল। রাত ১২টায় একবার ডেকেছি আর ২টায় একবার ডেকেছি। তারপর party dismiss করে বাড়ী ফেরবার পথে ধম্মুকে তার বাড়ীর পিছনে দেখেছি।

বড় দারোগাবাবু—হল রঘুনাথ। রাত ১২টায় সাড়া দিয়ে, তারপর তোমার পাকা ভিতে সিঁদ দিয়ে আবার রাত ২টায় বাড়ীতে সাড়া দেয় কি ক'রে?

রঘুনাথ—ঐ ফাঁকে কাজ সারি নিছে sir,

বড় দারোগাবাবু—যাও—যাও পাকা ভিতে সিঁদ।

রঘুনাথ—ও মন্তর জানে sir। হাত দিলে ইঁট খসি আসে।

বড় দারোগাবাবু—ও কথা চলবে না।

রঘুনাথ—সত্য sir.

বড় দারোগাবাবু—তুমি সত্য বল্লেও আদালত বিশ্বাস কর্ব্বে না। আর তাহলেও রাত দুটোর পর দেবীডোবা গিয়ে, ফর্সা হ'তে হ'তে এমনি হেঁটে ফিরে আসাই অসম্ভব। প্রসাদের কথাই যদি ঠিক হয় তবে এখানে সিঁদ দিলেই বা কখন—ওখানে গিয়ে খাড়া পাহারা দেওয়া আড়তে বেড়া টপকে টিনের বেড়া খুলে দু'মণি বস্তা চুরী ক'রে ঘাড়ে ক'রে ফিরলেই বা কখন? (মাষ্টারের প্রতি) আপনি ওর হাতে কিছু দেখেছিলেন?

মাষ্টার মহাশয়—না। তখন রতনও সঙ্গে ছিল।

রঘুনাথ—আমি একচার জিজ্ঞাসা ক'র্ল্লাম এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলি—তাতে উত্তর দিল মাঠে গিয়েছিল।

বড় দারোগাবাবু—হুঁ (চিন্তিত ভাবে) রঘু ডাকাত একবার তোমার বৈষ্ণবীটিকে।

রঘুনাথ—(সলজ্জভাবে) কি যে বলেন sir। আমার বৈষ্ণবী কেন হইবে।

বড় দারোগাবাবু—আচ্ছা না হয় সর্ব্বসাধারনেরই হ'ল। তাকে ডাক একবার।

রঘুনাথ—(জনৈক ভৃত্যের প্রতি) সদা যাত, ক্ষীরোদাকে ডাকি আনেক।

বড় দারোগাবাবু—ক্ষীরোদা যদি সনাক্ত করেও, তবু দেবী ডোবার ঘটনার সঙ্গে ওকে কিছুতেই জড়ান যায় না। আসতে যেতে ছয় ছয় বার মাইল পথ, অন্তত চার ঘণ্টা লাগার কথা।

রঘুনাথ—উয়ার অসাধ্য কাজ নাই sir, নানা রকম মন্তর তন্তর শিক্ষা করা আছে!

বড় দারোগাবাবু—যাও—যাও সম্ভব অসম্ভব বলে একটা কথা ত আছে।

(সমবেত জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। মৃদু গুঞ্জন এবং উঁকি ঝুঁকি দিয়া সকলেরই দেখার চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া দারোগাবাবু বলিলেন)

বড় দারোগাবাবু—ধম্মু আসছে বুঝি?

রঘুনাথ (দেখিয়া) হ্যাঁ sir! আর পাছে পাছে অনেকগুলা লোক।

বড় দারোগাবাবু—রগড় দেখতে আসছে সব।

রঘুনাথ—পাড়ার লোকগুলা ষড়যন্ত্র করি আছে কিনা। দুষ্ট লোকের মতি গতি কিছুই বলা যায় না। ১১০ ধারা কথাটা একটু

মনে করি রাখেন sir। দুষ্ট লোকগুলাক না আটকাইলে কথন কি হয বলা যায মা।

(এবকান চৌকীদাব, ধম্মু, বিলাতী—আবও অনেক লোক প্রবেশ করিল। বিলাতী বাদিতে কাঁদিতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিতেছিল। তাহাকে দেখিযা ধম্মু কহিল)

ধম্মু—ত্যাখো ফিব কান্দে। ছোখ মুছি ফেলাও। হামি চোখেব পানি দেহখবাব পাবি না।

(অগ্রসব হইযা আসিযা বড দাবোগাবাবুকে প্রণাম করিযা কহিল)

ধর্ম্মু—ত্যাখেন হুজুর। আগে থাকিযা মিছামিছি ইযাবা হামাকে চোব বলি ধবি নিছে। হামার বেটীছাওযাল ইস্ত্রী, খালি ডাবোতে কাঁহদবাব লাহগছে।

বড দাবোগাবাবু—এবা বলছে, চাক্ষুষ সাক্ষী আছে।

ধম্মু—হেঁঃ চাক্ষুষ সাক্ষী। হামাবও ছাফাই সাক্ষী আছে। তামাম্ বাহত হামি ঘবে শুইযা। হামাব ঘবে কোন মাল পাইছেন যে হামাক চোব বলি ধইববেন। (বিলাতীব প্রতি] কাববাইস না। শুান নাকি বন্দুক চুবি গেইছে বড বাবু।

বড দাবগাবাবু—হ্যা। আব বঘুনাথ বলছে যে তুমিই চুরি কবেছ।

ধর্ম্মু—কইছে নাকি ? বাপ মাযেব হামাব বড ভুল হছিল। উযার নাম যুধিষ্টিব বাখিলে ঠিক হইল হয। যে আন্দাজ সত্য কথা কয

(জনতা হাসিযা উঠিল)

রঘুনাথ—তোব নাম ত, ঠিক বাহখছে ? তা হইলে হইল। চোর হইল কিনা ধর্ম্মদাস।

ধম্মু—উঁহুঁ। হামি ধম্মাবতাবেব দাস হযা থাকিমো—সেইজন্য নাম হইল ধর্ম্মদাস।

রঘুনাথ—দেখেন কেমন দুষ্টলোক। আপনাকেও ঠাট্টা করে, মজাক করে।

ধর্ম্ম (যোড়হস্তে) মজাক নয় বড়বাবু। বাইলে থানাতে আপনে কইলেন, ধর্ম্ম যেইঠে চুরী হউক তোরে নামে দোষ হইবে। রক্ষীরা যে ডাকি ডাকি যায তাতে তোর সাফাই হইবে। মাষ্টার বাবু, এই গাওরা না থাকিলে হামাক ত' হাতকড়ি পরাছিলয।

বড় দারোগাবাবু—তোমাকে রাতে বন্দুক হাতে করে যেতে একজন দেখেছে বলেছে।

ধর্ম্ম—কাঁয ? কহলে হইল।

বড দারোগাবাবু—ওহে রঘুনাথ ডাক না—

রঘুনাথ—(জনতার পিছনে ক্ষীরোদা'ক দেখাইযা) ওই ত আইসছে। আইস—আইস।

(সলজ্জভাবে ক্ষীরোদা প্রবেশ করিল। যৌবন যাইবার বয়স হইলেও, প্রসাধনের বন্ধনে যৌবন সে বাঁধিয়া রাখিযাছে। পল্লীগ্রামের মাপ কাঠিতে তাহার বেশভূষার আড়ম্বর একটু বাহুল্য বলিযা মনে হয। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সকলেই হাসিযা উঠিল। এমন কি দারোগাবাবুও হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না

ধর্ম্ম—ওহো—এই সাক্ষী নাকিন্? ভালয সাক্ষী—হাঃ হাঃ হাঃ—চাক্ষুষ সাক্ষী ভালয আইনছে হাঃ হাঃ হাঃ।

বড দারোগাবাবু—আ গেল যা, অত হাসি কেন ?

ধর্ম্মদাস—হামার গ্রামের গীদাল উযার নামে গান বাধিছে—শুনলে তোমরাও হাসিবেন বড়বাবু—শুনাও হে—বড়বাবু শুনুক।

(জনতার মধ্যে দুই তিন জন বলিযা উঠিল—"তুমি কও কেনে।"

বড় দারোগাবাবু—ব্যাপারটা কি ?

ধর্ম্মদাস—শুনলেসেন্ বুহ্‌ঝমেন্। (গায়কেব প্রতি) গাও হে বড় বাবুক শুনাও ?

গায়ক—কমো হুজুর।

বড় দারোগাবাবু—(হাস্য মুখর জনতার দিকে লক্ষ্য করিয়া রসিকতা শুনিবার আশায়) বল দেখি শুনি।

গায়ক—বাঁশ ঝাড়ের বগলে থাকে ক্ষীরদা বৈষ্টমী
সাজিয়া গুজিয়া করে নষ্টামী দুষ্টামী
না যাইও ওপাকে কেউ ভাল মাইনষের বেটা
রাক্ষসী ধরিয়া খাইলে বাঁচাইবে আর কেটা
তার লাজ মিথ্যা সাজ মিথ্যা মিথ্যা মুখের রং
রাইতেতে দেখিতে পরী দিনে দেখিলে সং—ও ভাই দ্যাখ দ্যাখ
(জনতা হাসিয়া উঠিল। ক্ষীরোদা লজ্জায় অধোবদন হইল)

বড় দারোগাবাবু—হয়েছে থাম এখন।

রঘুনাথ—দ্যখেন Sir কি বকম দুষ্টলোক।

ধর্ম্ম—হুজুব কি দেহ্‌খোরে ? উবাব চুল গুনি দ্যাখ কতখানি আসল কতখানি নকল। সারা মুখের দাগ চুনকাম করি ঢাইকছে।

মাষ্টার মহাশয়—ছিঃ ধর্ম্মদাস।

বড় দারোগাবাবু—(এতক্ষণ বসিকতা উপভোগ করিতেছিল মাষ্টার বাবুর ভৎসনায় কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল) যাক গে যাক তুমি কি দেখেছ বলত ক্ষীরোদা।

ক্ষীরোদা—বন্দুক হাতে করে আমার ঘরের পাশ দিয়ে দেবী ডোবার দিকে যেতে দেখেছি।

ধর্ম্ম—দেখিয়া কাউক কিছু কছিলেন।

বড় দারোগাবাবু—থাম্। হাতে বন্দুক ছিল একথা নিশ্চয় করে বলতে পার ?

ক্ষীরোদা—পারি।

ধর্ম্ম—বন্দুক হামি খায়া ফেলছি, না ?

দারোগাবাবু—তখন রাত কত ?

ক্ষীরদা—দুই পহর গিয়ে তিন পহর হবে।

ধর্ম্ম—বৈষ্টমী অত রাইতে ঘুরি বেড়ান শুনলে হামার ধনী যে রাগ হইবে। চোরের ভয়ে উয়ার বাড়ী থাকা লাগে, আর তুমি রাইতে এই সব করি বেড়ান। (জনতার মধ্যে মৃদু হাস্যধ্বনি উঠিল) হুজুর কি জানেন যে বৈষ্টমী রঘুনাথের লোক।

রঘুনাথ—মিথ্যা কথা Sir.

ধর্ম্ম—এত লোক খাড়া হয়া আছে যাক ইচ্ছা পুছ করেন হুজুর।

বড় দারোগা—থাম্ না ধর্ম্মদাস। রঘুনাথ! মাল পাওয়া যায়নি। শুধু এই সাক্ষীর উপর নির্ভর করে ত' চালান দেওয়া চলে না।

রঘুনাথ—কেনে Sir, চাক্ষুষ সাক্ষী।

ধর্ম্মদাস হুজুর চক্ষু দিয়া তোমার চাক্ষুষ সাক্ষীটাক্ দেইখতেছে তো, সং ধরি আইনছে তামাসা দেখাবার। খবরদার ভাল হবার নয়।

(প্রসাদ সহসা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—)

প্রসাদ—আমি ওকে সনাক্ত করছি হুজুর। আমাদের আড়তের পিছনের রাস্তায় বস্তা ঘাড়ে করে যেতে আমি দেখেছি ওকেই—ওকেই।

ধর্ম্ম—হুজুর ও ক্ষীরদার ব্যাটা।

দারোগা—সত্যি ?

প্রসাদ—(মাথা নীচু করিয়া) হাঁ।

দারোগা—হুঁ। তা হঠাৎ ওকে এখন চিন্তে পার্লে কি ক'রে?

প্রসাদ—কাল সকালে ওকে এখানে দেখেছি। কাল রাত থেকে মনে হ'চ্ছে যেন লোকটা চেনা—এখন হঠাৎ মনে পড়ল;

ধর্ম্ম—আমরা কত সাবাস্ বাপের ব্যাটা আর তোমোকে কওয়া নাগে সাবাস মায়ের ব্যাটা।

দারোগা—আঃ একটু চুপ ক'রে থাকতে পারিস না।

ধর্ম্ম—হুজুর মিথ্যা কবি সব বইবে আব আমি কিছুই কবার পার্ব্বার নই।

দারোগা—কেন বকছিস। আমার নিজেরও কিছু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। যে যাই বলুক আমিত' সেটা বিবেচনা ক'রে দেখব। শোন রঘুনাথ এদের কথা মেনে নিলেও ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে ধর্ম্ম ১২টার পর থেকে ১॥টার ভেতর তোমার বন্দুক চুরী করেছে। বাড়ীতে যখন সাড়া দিয়েছে তখন রাত ২টা। তখন ফের দেবীডোবা রওনা হ'য়ে গিয়ে চুরী ক'রে চাউলের বস্তা ঘাড়ে করে ভোর না হতে ফিরে আসা এত কিছুতেই সম্ভব নয়। ১১ মাইল হাঁটতে কতক্ষণ লাগে মাষ্টার মশাই?

মাষ্টার—অন্ততঃ ৪ঘণ্টা।

দারোগা—সকাল বেলা আপনা'র সঙ্গে দেখা হ'য়েছে কটায়?

মাষ্টার—প্রায় ৫টায় তখনও ৫টা বাজেনি।

দারোগা—তাহ'লে এদু'টো ঘটনাকে জোড়া যায় কি করে। এখানে পাকা ভিতে সিঁদ, ওখানে টিনের বেড়া খোলা—এত আর মন্তরে হয়নি। ক্ষীরদা আর প্রসাদের সাক্ষীতে অসম্ভবকে সম্ভব বলি কি করে? এই দুটো ঘটনা জুড়ি কি করে?

(জমিদার বিপুল রায় জনতার পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—)

বিপুল—একটা ঘোড়া হলে জোড়া যাবে কি?

দারোগা—আপনি কে?

রঘুনাথ—(ব্যস্তভাবে) ওরে জলদী একটা চেয়ার আন! ইনি আমাদের ভবানীগঞ্জের জমিদার বাবু।

দারোগা—(মুখের দিকে চাহিয়া এবং মদ্যগন্ধের আভাষ পাইয়া) ও আপনি বিপুল বাবু—কোলকাতায় থাকতেন তাই পরিচয় হয় নি—ঘোড়ার কথা কি বলছিলেন?

ধর্ম্ম—হুজুর আমি একটা কথা বলার চাই।

দারোগা—আগে ওনার কথা শুনেনি। বলুন আপনি—

বিপুল—কাল রাত ২টার পর ঘোড়ায় চড়ে আমি বাড়ী ফিরছিলাম।

ধর্ম্ম—কোনখানে থাকিয়া?

বিপুল—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দরকার আছে কি?

দারোগা—আপনি যা বলতে চান বলুন। তারপর ওসব বোঝা যাবে।

বিপুল—সেই সময় রুদ্রের দিঘীর পাশ দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেইখানে ঝোপের ভেতর থেকে একটা লোক হঠাৎ লাফিয়ে বেরিয়ে আমার ঘোড়ার মুখ চেপে ধরে। হঠাৎ ঘোড়া থামায় আমি ঘোড়ার ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি। লোকটা আমার হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে নীচে ফেলে দেয়। তার হাতে একটা বন্দুক ছিল। বন্দুক দেখে ভয় পেয়ে নীচে পড়েই রাস্তার পাশে গড়িয়ে যাই। বেগ সামলাতে না পেরে একেবারে দিঘীর জলের মধ্যে পড়ি। উঠে দাঁড়িয়ে দেখি লোকটা আমায় খুঁজছে। আমার পকেটেও পিস্তল ছিল।

দারোগা—পিস্তল!

বিপুল—হাঁ পিস্তল। (পিস্তল ও ভিজা কর্ত্তুজ বাহির করিয়া দেখাইয়া

বলিতে লাগিল) জলে ভিজে কার্ত্তুজ ফায়ার না হওয়াতে, আর লোকটার হাতে বন্দুক থাকাতে, আমি ভয় পেয়ে জলের ভিতরেই দাঁড়িয়ে থাকি। একটু পরেই সে লোকটা ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। তারপরে আমি উঠে সেই অবস্থায় বাড়ী ফিরি।

দারোগা—লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন ?

বিপুল—আমি অনেকদিন দেশছাড়া হঠাৎ দেখে লোক চেনা আমার পক্ষে কঠিন তবে মনে হয় এই লোকটাই বটে।

দারোগা—এ ঘটনার কথা কাউকে বলেছিলেন ?

বিপুল—না।

দারোগা—হুঁ। ঘোড়া পেয়েছেন কি ?

বিপুল—না।

দারোগা—সে সম্বন্ধেও কারো সঙ্গে আলোচনা করেন নি ?

বিপুল—না।

জনৈক ব্যক্তি—হুজুর ঘোড়া পামনী জুম্মাঘরের কাছে, সুপারি গাছে বাঁধা আছে।

দারোগা—তুমি এঁর ঘোড়া চেন ?

ব্যক্তি—বাবু সদায় ঘোড়া চড়ি ঘুরি বেড়ায়। চিনি না আরও কেমন ? কাইলে না হামার ডিঘির কাছে দুই পহর বেলা বাঁধা আছিল।

দারোগা—রাম আওতার সাইকেল নিয়ে যাও ত'। নাসিরের কাছে খোঁজ নিও। তাকেত' খবরাখবর রাখবার কথা বলা আছে।

(রাম আওতার সেলাম করিয়া সাইকেল লইয়া চলিয়া গেল।)

রঘুনাথ—(প্রফুল্লভাবে) তা হইলে ত সন্দেহ মিটি গেল Sir ?

দারোগা—মিটল কোথায়। এখানে ক্ষীরদা দেখেছে, সে ঘোড়ার কথা

বলছে না। মাঝখান থেকে ঘোড়াটা কি ক'রে এল, আবার কি ক'রে পামলীতে গেল একটু ভাল ক'রে বুঝে নি।

ধর্ম্মদাস - জামদার বাবুর মুখের গন্ধে বড় বাবুর সন্দে হইছে। তোমরা লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি কইলে কি হইবে ?

দারোগা—হাঁ ভাল কথা। আপনি অত রাত্রিতে কোথা থেকে যাচ্ছিলেন সে কথা ত' বল্লেন না।

(বিপুল নিরুত্তর রহিল। ক্ষীরদা সন্তর্পণে সরিয়া গেল।

ধর্ম্ম—আরও একটা কথা পুছ করা লাগে হুজুর।

দারোগা—কি কথা ?

ধর্ম্ম—ম্যানোর সাথে বাবুর কি কথা হছিল। তাঁয় কেনে চলি গেল।

দারোগা—ম্যানো কে ?

ধর্ম্ম—হামার শালী। ইস্ত্রির বড বইন।

দারোগা—তার সাথে কোনও কথা হয়েছিল আপনার ?

বিপুল—(বিব্রত ভাবে) না।

ধর্ম্ম—বিলাতী কও কেনে আসিয়া, ম্যানো যাওয়ার সময় কি কয়া গেইছে

দারোগা—(বিলাতী ভীত হইয়াছে দেখিয়া) বল—যা বলতে চাও বল—ভয় কি ?

বিলাতী—সকালে দীঘি থাকি গাও ধুইয়া আসিয়া দিদি কান্দিয়া কইলে বড় আশা করি দেশে ফিরি আইনো, বাস কইরমা বলিয়া। কিন্তুক হামার প্যালেযা যাওয়া লাগিবে। মুই পুছনো কেনে ? তা কইলে কয়দিন থাকিয়া জমিদার বাবু তাক কিবা কিবা কয়া ভয় দেখাইছে।

দারোগা—তারপর ?

বিলাতী—শুনিয়া আ্যায় দৌড়ি গেল দীঘির পাডে—সেঠে থাকি চলি গেল থানায়। মুই কইযে দিদি মানুষটা ফিরি আসুক। তা সন্ধ্যা

তক দেখিয়া ফিরৃ ভবানীগঞ্জ থাকিয়া মটর গাড়ী পাওয়া যায় কি না যা৭ ভাবিয়া, ব'শীকে সাথে নিয়া দিদি চলি গেল। যাওয়ার সময় কইল হামার জন্য তোরও উপর জুলুম হইবে। ধর্ম্মদাস স াটা সাঁটি করি গোল বাঁধাইবে। হামাব চলিয়া যাওয়া ভাল।

বংশী—হামি ভব৷নীগঞ্জ থাকি বাসে তুলি দিয়া আসছি। কত কান্দিছে —কইছে হামার জন্য বড় লোকের সাথে ঝগড়া হইবে তাতে হামি চলি যাই।

ধর্ম্ম—-এই আথেজে আসিয়া বাবু এই সব কথা কয়! কাল থানায় হামি এজাহার দেমো বলি গেছিনো—তা সিপাহী কইলে বড়লোকের সঙ্গে ঝগড়া করি পাইরবারে নইস। কেনে গোল বাধাবু। সিপাহিকে তোমরা পুছ করি দেখেন বড় বাবু।

দারোগা—আচ্ছা সে দেখা যাবে।

ধর্ম্ম—আরও একটা কথা পুছ করা নাগে। দুই পহর রাইতে ঘোড়ায় চড়ি কোটে থাকি কোটে যায়—কেনে যায়।

দারোগা—আপনাকে ত' একথার একটা জবাব দিতেই হয়।

বিপুল—কি কথা?

দারোগা—অত রাতে ঘোড়ায় চড়ে কোথায় এসেছিলেন, কখন এসেছিলেন, কেন এসেছিলেন এবং অত রাতে কেনই বা যাচ্ছিলেন। এই সব প্রশ্নগুলোর জবাব আপনাব দেওয়া দরকার

বিপুল—কেন?

দারোগা—আপনি আমার সামনে একটা scatement দিয়েছেন। সেটা আমার যাচাই ক'রে নিতে হবে ত"

বিপুল—দেখুন আমি খেয়ালী লোক—খেয়ালের মাথায় কখন কোথায় ঘুরে বেড়াই অত খেয়াল আমার সব সময় থাকে না।

দারোগা—এটা কি একটা কথা হ'লো।

বিপুল—সত্যি আমার মনটা ঐ রকম—কতগুলো বিষয় মনে থাকে কতগুলো কেমন যেন ভুলে যাই।

দারোগা—সুবিধে মত ভুললে ত' চলবে না। কেমন ক'রে ঘোড়া থেকে পড়লেন, কেমন ক'রে পিস্তল পকেটে নিয়ে জলে দাঁড়িয়ে থাকলেন সব মনে রইল আর কোথায় কেন এসেছিলেন এইটে মনে পড়ছে না।

বিপুল—সত্যি মনে পড়ছে না।

দারোগা—বিষয়টা খেলা নয়। আপনি ধর্ম্মদাসের নামে যে সব কথা বলেছেন তার গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছেন কি? Arms Act এর case. house breaking, highway robbery আপনাদের কথায় verification হ'লে ধর্ম্মদাসের ৫।৭ বৎসর জেলত হবেই!

(বিলাতী উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল)

ধর্ম্ম—হেই কাবড়াইস না। কোটে কি তার কন্দিবার ধইল্লে। হুজুর আর একটা কথা পুছ কইল্লে হয়।

দারোগা—কি? বল।

ধর্ম্ম—বাবু অত রাইতে হুঁসে আছিল না বেহুঁস্ আছিল সেটাও ত' জানা নাগে।

দারোগা—তুই বড় বাজে বকিস ধর্ম্ম—তোর কথা বলার দরকার কি?

ধর্ম্ম—চালান ত হুজুর আমাকে দিবেন!

দারোগা—চালান দিলেই ত' হল না মামলা ত' আমার প্রমাণ কর্ত্তে হবে। কি! আপনি আমার কথার জবাব দিলেন না?

(প্রকাণ্ড একটি লাঠি হাতে করিয়া হারাণ পাইক প্রবেশ করিল। কেতাদুরস্ত ভাবে বিপুলবাবু ও দারোগাকে সেলাম করিয়া বলিল)

হারাণ—কাল রাইতে হুজুর না ফেরাতে, আমরা সবাই বড় ভাবিত হইলাম।

বিপুল—বেশ হলো। এখন চুপ ক'রে ওদিকে দাঁড়াও দেখি।

দারোগা—তোমাদের হুজুর বুঝি কাল রাত্রে বাড়ীই ফেরেন নি।

হারাণ—আইজ এত বেলা হয়া গেল, আমরা ভাবিত না হয়া পারি? কন্ত?

দারোগা—হুঁ। তাহলে কাল রাত্রে বাড়ী ফেরেন নি।

বিপুল—(বিব্রত হইয়া) কাল বড্ড নেশা হয়েছিল; কি করেছি, কোথায় ছিলাম আমার ভাল মনে পড়ছে না।

দারোগা—ঘোড়ার গল্প যেটা বল্লেন সেটা কি স্বপ্নে দেখেছিলেন?

বিপুল—তাও হ'তে পারে।

দারোগা—আপনার ঘোড়াটা যে এই লোকটা পামলীতে দেখেছে বলছে তার উত্তর কি?

বিপুল—ঘোড়া কি ক'রে সেখানে গেল, সেটা আমি কি ক'রে বলি বলুন?

দারোগা—কেউ না নিয়ে গেলে ঘোড়া কি নিজে থেকেই সেখানে গেল?

বিপুল—বলা যায় না। কথা আছে বাপকা বেটা আউর সিপাহীকে ঘোড়া কুছভি না মিলে তবভি থোড়া থোড়া। ঘোড়াটারও আমার স্বভাব খানিকটা আছে। মাঝে মাঝে আস্তাবল থেকে খেয়ালের মাথায় বেড়িয়ে পরে। তাহ'লে এবার আমি বিদায় হই।

দারোগা—Enquire শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কষ্ট করে আপনাকে থাকতেই হবে। আপনি আমার সামনে একটা Statement ক'রেছেন যে।

বিপুল—ওটা নেশার ঝোঁকে বলে ফেলেছি মনে করুন না।

দারোগা—তা কি হয়। ঘোড়া থেকে পড়ে কি করে গড়িয়ে জলে পড়লেন, কি ক'রে লোকটির হাতে বন্দুক দেখে পিস্তল হাতে জলে দাঁড়িয়ে থাকিলেন, সব বেশ গুছিয়ে বল্লেন। কাজেই সেটা সত্যি কিনা বুঝে নিতে হবে। আর যদি মিথ্যা বলে থাকেন তারও কিছু step আমার নেওয়া উচিত।

বিপুল—আমি নেশার ঝোঁকে হয়ত—

দারোগা—দেখুন, আপনি যে কিছু চেপে যাচ্ছেন আর সেইজন্য আবোল তাবোল বকছেন এটা কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বিপুল—নেশার ঝোঁকে সবাই ত' আবোল তাবোল বকে।

দারোগা—অমন নেশা করেন কেন? আপনারা বড় লোক, দেশের মাথা। আপনাদের দেখেই ত' দেশের লোক শিখবে।

বিপুল—তাদের শিক্ষার জন্যই ত' নেশা করে ঘুরে বেড়াই, যাতে স্বচক্ষে আমার অবস্থা দেখে, নেশা করার ওপর তাদের ঘেন্না জন্মে যায়।

দারোগা—(হাসিয়া ফেলিল) বসুন। আমার সিপাহী ফিরুক। তাহ'লে রঘুনাথ, ঘোড়া ত' গেল। চুরিটার আস্কারা ত' হল না।

রঘুনাথ—হুজুর সে কালের দারোগা হইলো হয়, ত' বাঁশ ডলা দিয়া সব আস্কারা করি ফেইল্ল হয়।

দারোগা—দেখ, যতক্ষণ ওর বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণ না পাওয়া যাবে ততক্ষণ ওকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলে ধরতে হবে। এই হচ্ছে আইন। দেখত' ক্ষীরদা সরে গেল কেন? তাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আছে যে।

ধর্ম্ম—বৈষ্টমী পালাইছে।

দারোগা—কেন?

ধর্ম্ম—জমিদার বাবুর দশা দেখিয়া। পাপীর মনে সদায় ভয়।

(ক্ষীরদা ক্রুদ্ধ হইয়া জনতার পশ্চাত হইতে সম্মুখে আসিয়া)

ক্ষীরদা—কি পাপ কচ্ছি যে আমার ভয় হবে! পেটের দায়ে দুঃখ করি খাই, কারো সঙ্গে কখনো বিবাদ করিনা। হুজুর জিজ্ঞাসা কল্লে যা জানি তা কবো।

ধর্ম্ম—রাতে ঘর থাকি বাহির হছিলু ক্যান তাক ক।

ক্ষীরদা—বাহির হইলে কি দোষ হল?

ধর্ম্ম—দোষগুণের কথা নয়। বাহির হয়া রাস্তায় না আসিলে হামাক দেখলু কেমন করি। অত রাইতে রাস্তায় কেনে ভালুক ভুলুক কইরবার ধচ্ছিলি তাক ক?

(নিতাই সা প্রবেশ করিয়া দারোগাবাবুকে নমস্কার করিল)

দারোগা—কি নিতাই হঠাৎ কি মনে ক'রে এলে?

নিতাই—কাছাকাছি একটা পাইকারের সঙ্গে কিছু লেনদেন ছিল তাই এদিকে এলাম। হুজুর প্রসাদকে নিয়ে এলেন—ওরত মাথার ঠিক নেই। কি বলবে, কি করবে, তাই নিজেই একবার এলাম। ব্যবসাদার মানুষ আমরা দুর্ণাম কলঙ্কে বড় ভয় করি। তাতে আমাদের অনেক সময় লোকসান হয়।

দারোগা—প্রসাদ ত' চোর সনাক্ত করেছে।

নিতাই—করেছে! তাহ'লে সব আস্কারা হ'ল বড় বাবু?

(জনৈক লোক বন্দুক ও কার্তুজের বেল্ট লইয়া আসিতেই জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। সকলে বলিতে লাগিল "যা যা দারোগাবাবুকে দেখা—")

ভৃত্য—হুজুর গোয়ালের গাদার নীচে এইগুলা পাইনো (বন্দুক ও বেল্ট দেখাইল)

দারোগা—(বিস্মিত হইয়া) কোথায় সে খড়ের গাদা—

ভৃত্য—হোনা গোলাটার পিছে—

দারোগা—কি ক'রে পেলি ?

ভৃত্য—মাচার তুহটা গায়া বসি গেইছে। দেওয়ানী মেরামত করিবার কইসে তাকে মাচার নীচে যাইতে দেখি কিবা চক্‌চক্‌ করে—আউগী দেখি এইগুলা।

ধর্ম্ম—হুজুর বাঁশডলা রঘুনাথ প্রধানকে দেওয়া নাগে। নিজের ঘরে ও নিজে সিঁদ দিয়া পরের গচ্ছিত জিনিষ চুরী করে। নিজে বন্দুক লুকেয়া রাখিয়া হামাক বাঁধে দিবার চায়। সাক্ষী দিবার আইনছে নিজের বৈষ্টমীক্ আর তার ব্যাটাক্।

দারোগা—কি রঘুনাথ ব্যাপার কি দাঁড়াল ?

রঘুনাথ—আমি তাজ্জব হইলাম। কিছুই কইলতে পারি না।

দারোগা—কিছু না বল্লেত চলবে না। অন্ততঃ ধর্ম্ম লুকিয়ে রেখেছে এটা না বল্লে যে তোমার বিপদ হয়।

রঘুনাথ—নিশ্চয় ধর্ম্ম রাইখছে। চুরী করিয়া সামলাইতে না পারিয়া ওইখানে ফেলি দিছে।

দারোগা—তার ত আবার প্রমাণ দরকার। ধর্ম্ম ত বলছে যে তুমি নিজে সিঁদ দিয়ে বন্দুক লুকিয়ে রেখে তার ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টায় আছ।

রঘুনাথ—কইলে হইবে ?

ধর্ম্ম—নিজের ঘরেও নিজে সিঁদ দেয় তা গাঁয়ের সকলে জানে।

রঘুনাথ—মিথ্যাবাদী দাগীচোর—

ধর্ম্ম—সয়তান ঠক কোন ঠেকার।

(সিপাহী রাম আওতার ফিরিয়া আসিয়া সেলাম করিল। তাহার হাতে ছিল একটা ছালা)

দারোগা—সে জামাল কোথায় ?

রাম—পাতিরাম চৌকিদার নিয়ে আসতেছ। এই ছালামে মার্কা আছে
নিতাই সা'র নাম ভি আছে।

দারোগা—দেখত নিতাই।

নিতাই—হাঁ হুজুর! এটা এই চালানেরই ছালা বটে।

দারোগা—কোন জামাল বলত বাম অওতার। কাল সন্ধ্যার সময় যাকে
জামীনে ছেড়ে দিলাম সেই নাকি?

রাম—হাঁ হুজুর। কাল থানামে মারপিট হল্লা কবিযেসে।

দারোগা—লোকটাকে কাল দুটো টাকা অবধি দিলাম। সে ব্যাটারা
এই কাণ্ড।

রাম—হুজুর, হামি বাহার সে ডাকি, ত' উ ভিতর সে জবাব দেয়।
হামি ভিতর গেলাম। উ বলে কি ও কুছ জানতেসে না।
ত'ফিন ঘরমে দেখি এক বস্তা চাউল রখ্যা আসে। কাল
খায় নাই বোলিয়ে থানামে এত হল্লা করিয়েসে, আজ এত
চাউল পায় কেমন করিয়ে? হামি পুছি ত' বলে খোদা
দিযেসে।

দারোগা—৩০৲ মন চাল। তার দু'মনি বস্তা খোদা দিয়েছে?

রাম—আপনে টাকা দিযেছেন হুজুর। ঐ টাকাসে ফিন কাল রাতে
ডাংদার ভি বোলাইযেসিল। দাওযাই ভি ঘরমে আসে। তা'
হামি চাউল বাহিয়ে খালি বস্তা নিয়ে আসলাম। থোরা চাউল
ভি আনিয়েসি।

দারোগা—চাল কি হবে? চাল দিয়ে সনাক্ত হয়? ছ্যাখ ছ্যাখ ওরা সব
কতদূর। বেলা যে পড়ে গেল। আর কি ধর্ম্ম তোমার আর
চিন্তা কি?

ধর্ম্মদাস—হামার কোন চিন্তা নাই হুজুর হামি ধর্ম্মদাস।

বিপুল—আমি তা হ'লে এবার চলি।

দারোগা—বসুন। বসুন। আপনি ত' চেপেই গেলেন। ঘোড়াটা কি ক'রে জামালের বাড়ীর কাছে গেল একটু খোঁজ নেয়াও ত' আমার দরকার।

রাম—হামি বহুত আদমীসে পুছেছি। সবের সে সবকোই ঘোড়া দেখতেসে। তা ফিন কি জানি ভবানীগঞ্জসে ডাংদার ওই ঘোড়াপর্ আসিযেছে মনে করিয়ে কোই কুছ বোলে ভি নেই।

(পাতিরাম চৌকিদার জামালকে লইয়া প্রবেশ করিল। জামালের মুর্ত্তি রুক্ষ, দৃষ্টি অদ্ভুত এলোমেলো ভাবের)

জামাল—হুজুর আদাব্।

দারোগা—জমিদার বাবুর ঘোড়া তোমার বাড়ী গেল কি ক'রে?

জামাল—আমি কিছুই জানিনা হুজুর। আমার ছোট্ট বাচ্চাটার বড়য় ব্যামার, কাইল তামান রাইত তাকে ধরি বসিয়া।

দারোগা—কিছুই জান না, না? এক বস্তা চাল ঘরে এল কোথা থেকে?

জামাল—হুজুর (মাথা নীচু করিয়া চুপ করিল)।

দারোগা—(ধমকাইয়া) রাতে ছেলে নিয়ে ছিলে না নিতাই সা'র বাড়ীতে চুরি করেছিলে। তারা তোমার চালের বস্তা সনাক্ত ক'রেছে।

জামাল—হুজুর আমি চুরি করি নাই। খোদার দোয়ায় পাছি।

দারোগা—ব্যাটা শয়তান! খোদার দোওয়া! কাল কাঁদাকাটির ভাঁওতা দিয়ে আমার কাছে দুটো টাকা অবধি আদায় করেছ। আজ তোমার সয়তানি শায়েস্তা কর্ব্ব।

জামাল—হুজুর গোসা হন না। তোমার পাঁও ধরি হুজুর। মনের হাতাশে আমি খোদা খোদা বলি কতয় কান্দিছি। খোদায় তোমার মনে দয়া আনি দিলে। তোমরায় উকিল ডাকেয়া

জামীন করি দিলেন ; ফির দুইটা টাকাও দিলেন। বাচ্চা হামার বড়য় কাবু হইছে। ঘরে আসিয়া দেখিয়া কি করি ভাবিবার ধইম্নো। ডাক্তার আনি না চাউল আনি। খোদায় কয়া দিলে ডাক্তার আনেক। ডাক্তার আইল—দেখিল—কিন্তক্ তাক্ বুঝি আর বাঁচাবার পাইম্নো না। (কাঁদিয়া ফেলিল)।

দারোগা—তোমার মায়া কান্নায় আর বিশ্বাস করি না। পাকা চোর তুই—বল শীগ্‌গির কোথায় চুরি ক'রেছিস।

জামাল—হুজুর আমি চুরি করি নাই।

দারোগা—চুরি করিস নাই তো কোথা থেকে চাল পেলি বল ?

(জামাল চুপ করিয়া থাকিল)

দারোগা—রাম আওতার, হাতকড়ি লাগাও—থানায় নিয়ে তোমায় শায়েস্তা কর্ব্ব চল।

(রাম অওতার হাতকড়ি লাগাইল—জামাল কাতরস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল।)

জামাল—হা আল্লা—আমাক একজন দিছে হুজুর।

দারোগা—তার নাম বল্—কি মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না যে, নইলে—

জামাল—হুজুর—(বিলাতীর সজল চক্ষু তাহার চোখে পড়িল—মুখ ঘুরাইয়া চুপ করিয়া থাকিল।)

দারোগা—কি ! সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরুবেনা বুঝি—ভাল হবে না বলছি বল শীগ্‌গির।

জামাল (দৃঢ়কণ্ঠে) হুজুর হামি মুসলমান ইমান্ ছাড়িবার নই।

(জামালের পুত্র বসির দৌড়াইয়া প্রবেশ করিয়া "বাপজান কৈ বাপজান কৈ" এদিক ওদিক দেখিয়া জামালের কাছে আসিয়া তাহার হাতে হাতকড়ি দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল)

বসির—বাপজান ! টেপু আর নড়ে না—মাও ডুকরি কাঁইদতেছে।

জামাল—হা আল্লা !

ধর্ম্ম—(উত্তেজিতভাবে) চুপ করি থাক্—কাইল থাকি হা খোদা করিবার লাইগছে।

জামাল—হুজুর হুকুম দিলে হামি বাড়ী যাইয়া একবার দেখিলাম হয়। যদি ছাওয়ালটা নাই থাকে, তার ত' ফির দফন্ করা লাগিবে। হা আল্লা !

দারোগা—কে চাল দিয়েছে তার নামটা বলে চলে যা। চুপ করে রইলি কেন ? কেন ইচ্ছে ক'রে বিপদের উপর বিপদ ঘাড়ে নিস্।

জামাল—মুস্কিল দাঁয় দিছে—আসান করিবে তাঁয়।

ধর্ম্ম—(শ্লেষভরে) কই নবে ত' !

বসির—বাপজান !

জামাল—হুজুর হুকুম হইল হয় যদি—

দারোগা—সঙ্গে সিপাই দিয়ে তোকে পাঠাতে পারি ! কিন্তু ভেবে ছাখ জামাল এইভাবে হাতকড়ি পরে, সিপাহীর সঙ্গে তুই গিয়ে হাজির হলে তোর মরা ছেলের মায়ের বুকটা কেমন ক'রে উঠবে।

ধর্ম্ম—পাথর হয়া গেইছে। দুঃখ যায় সদায় পায়, দুঃখ তার সয়া যায়। তোমরা বুঝবার নন বাবু—হামরা জানি। কয়া ফ্যাল মিঞা —নামটা কয়া ফ্যাল।

(জামাল বিস্ফারিত চক্ষে ধর্ম্মদাসের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল)

দরোগা—রাম অওতার সঙ্গে যাও—সঙ্গে ক'রে নিয়ে থানায় এস। তাড়াহুড়া কর্ব্বার কোন দরকার নেই।

(রাম অওতার জামালের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। জামাল

সেলাম করিয়া অগ্রসর হইতেই দারোগাবাবু নাটকীয়ভাবে কাছে আসিয়া বলিল—)

দারোগা—দ্যাখ, চোর খুঁজে বের কর্ব্বই আমরা। আজ না হয় কাল। যদি সত্যই তুই চুরি করিস নাই তার নামটা বল না। ভাল তবে না বলছি; আমাকে কড়া হতে তুই বাধ্য কচ্ছিস—বল তার নাম বল—

জামাল—ইমান ছাড়িবার নই হুজুর।

ধর্ম্ম—হেঃ, তোর ইমানের কিছু কছি।

জামাল—(ঘুরিয়া দাঁড়াইল) কি?

ধর্ম্ম—তোরে ইমান আছে আর কারও নাই নাকি? হুজুর হামি চুরি কচ্ছি।

দারোগা—(অবিশ্বাসে দৃষ্টিতে চাইয়া) যাঃ

ধর্ম্ম—হয় হুজুর। থানা থাকি আসিয়া উয়ার ঐ ছাওয়ালটাক্ বাড়ীতে পাঠেয়া দিনো। বাড়ী যাইতে উঁয়ার কাছে শুনিয়া উয়ার মাও ডুকরি উঠিল। ধম্ করিয়া শব্দ হইল। দৌড়ি ভিতর যায়া দেখি উয়ার মাও আটাশ নাগি গেইছে—বসির কাইন্দবার লাগছে। ছোট ব্যামারী ছাওয়াল্‌টা কোনা মড়ার মত পড়ি আছে মাটিৎ। ছাওয়াল কোনাক্ তুলিনো। হুজুর হামার একটা ছাওয়াল মরি গিইছে—তাবে মত হামার মুখের দিকে চায়া থাকিল। উঁয়ারা কেন করি চায়—ছোট ছোট হাত পাও কেমন করি বা নাড়ে! এইখানে কেমন করি উঠে (বুকে এক চড় মারিল)—গলাত কি বা আসি আটকী যায়। (একটু স্তব্ধ হইয়া চক্ষু মুছিল। উপস্থিত সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রইল)। জামাল আইল দুটা টাকা ধরিয়া—হামি কই জামাল ডাক্তার আনেক তোর বৌ ছাওয়াক হামি খাওয়াম যেমন করি

পারি। দৌড়ি বাড়ী আইনো—আসি না দেখি যার কাছে টাক তাঁয় চলি গেইছে—হানো চলি গেইছে—(বিপুলকে দেখাইয়া) এই বাবুর কাইপ্‌ ধাপোতে তাঁয় গাও ছাড়ি পলাইছে। দৌড়ি গেনো ভবাণীগঞ্জ—গাড়ি ছাড়ি গেইছে। মনটায় খালি রাগ আসি গেল। কইবমো চুরি, কইবমো লুঠ—পড়শের দল না থাথা থাকে তবু বন্দুকের ভয়ে আউগায় না—কইরনো বন্দুক চুরী। বন্দুক নিয়া মানুষগুলাক ডাকবার যাইতে ঐ বাবুর ঘোড়া দেখিনো ক্ষীরদা বৈষ্টমীর ঘরের বগলে। মাষ্টার বাবু তোমারায় না কছিলেন বন্দুক হাতে হইলে ক্ষমতা হয়, আমার বুকে জোর আসি গেল—মানুষ না নাগে একায় পারিমো। নিনো ঘোড়া গেইনো দেবীডোবা—চাউলের বস্তা জামালের ঘরে দিয়া দেখি পুবের সাফ হইছে—মানুষজন আওবাও করে—জঙ্গল দিয়া হাঁটি চলি আইনো। এই যে পাগলটার নাকান সারা রাইত দৌড়াদৌড়ি কইন্নো উয়ার কি আসান হইল। ফির্ হামার উপর মুসলমানের ইমান দেখায়! হামার হরিশ্চন্দ্রের কথা নাই, হামার দাতাকর্ণের কথা নাই, শিবিরাজের কথা নাই—ইমান দেখায় হামাক। বড়বাবু উয়াক ছাড়ি দ্যান —উঁয় চোটের পর চোট খাইছে; উয়াক দয়া করেন। হামি চুরী কচ্ছি হামি ত একবার কইন্নো (হঠাৎ বিলাতীর দিকে দৃষ্টি পড়ায়) খবরদার কান্দিস না—চোখ মুছি ফ্যালাও হামি চোখের পানি দেখিবার পারি না।

(সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল)

রঘুনাথ—Sir,

দারোগা—তা হয় না রঘুনাথ। জামালের দুঃখ দেখে ও মিছে ক'রে নিজে ঘাড়ে দোষ নিচ্ছে না তাই বা কে জানে।

রঘুনাথ—মিছে কেন হইবে চাক্ষুষ সাক্ষীরা যে কইলে।

দারোগা—সবাই ত' গোলমাল ক'ল্লে—কি মশাই! (বিপুলের দিকে চাহিল)

বিপুল—আমি ত, বল্লুম নেশাখোর মানুষ আমি আমার কথা ধরবেন না। আর তাছাড়া ক্ষীরদার ঘরে আমি সারারাতই ছিলাম ও দেখলে কি ক'রে তাত' বুঝতে পাচ্ছি না।

দারোগা—আপনি ক্ষীরদার ঘরে ছিলেন ?

(বলিয়া একবার ক্ষীরদার মুখের দিকে ও তাহার বিচিত্র বেশভূষার দিকে লক্ষ্য করিয়া আবার বিপুলের মুখের দিকে চাহিলেন)

বিপুল—হাঁ। হ'য়েছে কি জানেন—প্রাচীন প্রণয়। কাল দুপুরে ওর ছেলে আমায় বকাবকি গালাগালি করে গেল। মাষ্টার মশাই জানেন। তিনি ত' শেষ অবধি ওকে সরিয়ে নিলেন। বলে আমার নাকি দয়া মায়া নেই, আমার জন্যই নাকি সে অধঃপতনের পথে এসেছে। আচ্ছারে বাবা দেখতে হয়। রাতে গেলাম। চোখের জল—পূর্ব্বস্মৃতি এবং সে সব ভোলবার জন্য মদ্যপান এই সব হ'ল।

দারোগা—কিন্তু ক্ষীরদা যে বলছে—

বিপুল—বলেছে! তা' সে কি সজ্ঞানে ছিল? কে জানে—

দারোগা—ক্ষীরদা এদিকে এসো—

(বিস্মিত ক্ষীরদা এগিয়ে এল)

দারোগা—কি! তুমি যে ধর্ম্মুকে বন্দুক হাতে দেখেছ বল্লে—চুপ ক'রে থাকলে চলবে না উত্তর দাও। ইনি বলছেন তুমি সারা রাত ওঁর সঙ্গে ছিলে আর তা ছাড়া সজ্ঞানে ছিলে না—

ক্ষীরদা—মিছে কথা হুজুর।

ধর্ম্ম—উয়ারা কোনও দিন অজ্ঞান হয় না।

দারোগা }
মাষ্টার বাবু } —ছিঃ ধর্ম্ম

ধর্ম্ম—(লজ্জিতভাবে) হামার দোষ হইছে হুজুর। আর ক্বার নই। মাষ্টার বাবু কয় উয়ারা মায়ের জাত।

ক্ষীরদা—(ক্রুদ্ধভাবে) তখন থাকি হামার সাথে নাগিছে। এখনও মজাক করি কয় মায়ের জাত। পরের ধন চুরি করি খাইস তুই কেমন করি পরের দুঃখ বুঝবু। এই যে হামার দুঃখ কষ্ট একি আমার নিজের জন্যে। এই যে হামার সারা মুখে কালী—এই যে হামার সদায় নীচ মাথা—একি হামার নিজের সুখের জন্যে? একটা ছাওয়াল রাখিয়া মানুষটা মরি গেল। হামি কি কইরমো। ছাওয়াল টাক বাঁচাবার নই—তাকে কাপড় জামা দিবার নই—তাক ইস্কুল পড়াবার নই। হামি যে কষ্ট কচ্ছি তা হামি জানি—তবু হামার দোষ। ছাওয়াল গাইলায়—সব লোকে ঘৃণা করে। পুরুষ নিমক হারাম, নিজের সুখের জন্য ভুলেয়া ভালেয়া হামার গুলার সর্ব্বনাশ করে—বাচ্চাকাচ্চার—বোঝা বওয়ার—খেজালৎ সওয়ায় ফির হামাকে গাইলায়।

দারোগা—চুপ কর ক্ষীরদা।

ক্ষীরদা—কেনে চুপ কইরমো—উয়ার কত ফুটানী হামি দেখি নেমো—উযাক হামি জেল খাটামো।

দারোগা—আঃ! আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও।

ক্ষীরদা—দেমো ত'। যা দেখছি, যা জানি তা' মুখের উপর কমো—হামি উয়ার ভয় করি নাকি?

দারোগা—জমিদার বাবু বলছেন তুমি সারারাত তার সঙ্গে ছিলে। ছিলে?

ক্ষীরদা—ঐ বাবু মিছে কথা কইছে হুজুর। ও বাবুক হামি চিনি না—হামি না। উযাক ছোট থাকিয়া দেখছি। উযার মন নরম—এক কথায় হাঁসি ফ্যালে।

দারোগা—যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও। ধর্ম্মকে সত্যি তুমি বন্দুক হাতে দেখেছ?

ক্ষীরদা—হামি—(অর্দ্ধস্বগতভাবে কহিতে লাগিল) ও ছাওযালটার কথা কেনে কইলে—কেনে কইলে—ক্যামন করি চায়া ছিল—কেনে কইলে ক্যামন করি হাত নাড়ছিল—সকলে কইলে—

দারোগা—কি বিড় বিড় কচ্ছ—পরিষ্কার ক'রে বল।

ক্ষীরদা—বাবু হামি দেখি নাই—হামি কিছুই দেখি নাই (কাঁদিয়া ফেলিল)।

দারোগা—একটু আগে মিছে কথা বল্লে কেন?

ক্ষীরদা—হামরা যে সদায় মিছে কথা কই হুজুর। (মাথা নীচু করিল)

দারোগা—হুঁ কৈ তোমার ছেলে কই? কি হে চৈতন তোমার লোক কই?

(পতিত ক্ষীর প্রসাদকে সরাইয়া দিয়াছিল)

চৈতন্য—মাথা খারাপ লোক—এঃ এখানে ছিল কোথায় গেল?

দারোগা—দেখ দেখ কোথায় গেল—ওকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

চৈতন্য—কেন? ওর মাথা খারাপ—ওর কথায় কি কোনও মানে হয়? সেইজন্য ত' আমি নিজে এলাম—কি বলে কি করে—

দারোগা—হু, তাহ'লে এই চালের বস্তা—এটা যে তুমি সনাক্ত ক'চ্ছ।

চৈতন—আমি! কৈ না! ওরকম বস্তা কত আসে কত যায়—মার্কা দেখে এটা আমার আড়তের বস্তা বলা যায়। কিন্তু এটা যে চোরাই তা কি বলা যায়?

দারোগা—তাহ'লে রঘুনাথ, তোমার বন্দুক চুরি. চৈতনের চাল চুরি এত কিছুই প্রমাণ হ'ল না।

রঘুনাথ—সব মিথ্যাবাদী। করো কথার ঠিক নাই।

দারোগা—বন্দুক চুরী সন্দেহজনক বলেই আমায় final report দিতে হবে।

রঘুনাথ—sir—

দারোগা—আর বাজে কথা বাড়িয়ে কি হবে। যাও জামাল বাড়ী যাও। হাতকড়ি খোল—বেলা হল চল ফেরা যাক।

(জামাল ও ধর্ম্মুর পিঠ চাপড়াইয়া হাসি মুখে দারোগাবাবু চলিয়া গেলেন। রাম অওতার পশ্চাদনুসরণ করিয়া দুই এক পা অগ্রসর হইয়া, দারোগাবাবু বেশ খানিকদূর অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া, ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মদাসের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—)

রাম—জিতা রহো ধর্ম্মু—ইয়া সাবাস তু শূর হ্যায়।

ধর্ম্মু—(ভুল বুঝিয়া) কি:

রাম—শূর!

ধর্ম্মু—(রাগত ভাবে) গালি দিলে ভাল হবার নয় সিপাহীজি।

রাম—আরে গালি নাই। শূর বোলতেসি।

ধর্ম্মু—শূয়ার কইলে আমরা গালি বুঝি।

মাষ্টার—(ব্যাপার বুঝিয়া হাসিয়া) গাল নয়রে—ও তোকে শূর বলছে—শূর মানে বীর।

রাম—জী হাঁ। সুখ সুখ কর নয় দুখ্ পাওয়ে।

পর দুখ যো হরে শূব কহাওয়ে ॥

বোল বোল রাজা রামচন্দ্র কি জয়।

(রাম অওতার প্রস্থান করিল)

জামাল—(অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মদাসের হাত ধরিয়া) বাড়ী গেনু ভাই।

ধর্ম্ম—(সস্নেহে তার প্রসারিত কর ধারণ করিয়া) যাও ভাই।

জামাল—আল্লা তোমাক্ রহম্ ক'রবে।

(ধর্ম্মদাস বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইতেই মাষ্টার মশায় বলিয়া উঠিল—)

মাষ্টার মশায—শোন ধর্ম্মদাস, অবিশ্বাস…

ধর্ম্ম—(জামালের দিকে ফিরিয়া) যাও ভাই বাড়ী যাও। মাষ্টারমশাই ব'কবার ধ'রলে দুই ঘণ্টা ব'কবে এলায়।

মাষ্টার মশাই—(উচ্চহাস্য করিয়া) আরে না না, আমি আর বকবো না —তোরা আমায় চুপ করিয়ে দিয়েছিস। শুধু আমায় নয়, পুলিশ থেকে আরম্ভ ক'রে বিপুলবাবু, ক্ষীরোদা, প্রসাদ এমন কি চৈতন সা'কেও পাল্টে দিয়েছিস। তোরাই পারবি— তোরাই দুনিয়াকে পাল্টে দিতে পারবি।

(সস্নেহে ধর্ম্ম ও জামালের কাঁধে হাত দিতেই যবনিকা নামিয়া আসিল।)

সমাপ্ত

দুঃখীর ইমান

উদ্বোধন রজনী বৃহস্পতিবার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

নাটকের চরিত্র		অভিনেতা ও অভিনেত্রী
ধর্ম্মদাস		শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার
রঘুনাথ		,, দুর্গাদাস সান্ন্যাল
বিপুল রায়		,, নাতাশ মুখোপাধ্যায়
মাষ্টার মহাশয়		,, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
জামাল		,, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
বড় দারোগা		,, আদিত্য ঘোষ
ছোট দারোগা		,, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
রাম অওতার		,, বলাই মুখোপাধ্যায়
ভুঁইয়া		,, গণেশ চন্দ্র শর্ম্মা
প্রসাদ		,, শৈলেন সাহা
শিল ঠাকুর		,, সহদেব গাঙ্গুলী
হারাণ পাইক		, জ্যোতি লক্ষ্মণ
দীনু চোর		,, বিজয় দত্ত
চৈতন সাঁ'		,, সহদেব গাঙ্গুলী
সমিতির যুবকগণ	১ম	,, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	২য়	,, নিমাই রায়
	৩য়	,, সুনীল ঘোষ
বুদ্ধিমান		,, প্রবোধ চন্দ্র দত্ত
বংশীধর		,, নকুলেশ্বর দত্ত
ট্যাপারু		,, সত্যেন গোস্বামী
বসীর উদ্দীন		,, শ্রীমতী কেতকী (ছোট)
পাতিরাম চৌকীদার		,, শ্রীযুক্ত নিমাই রায়

এরফান দফাদার ,, নিমাই ঘোষ

সিভিক্ গার্ড { ১ম ,, শ্যামকমল রায়
২য় ,, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রতন ,, বিমল চন্দ্র দে

গাঁদাল ,, গণেশ চন্দ্র শর্ম্মা

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ,, ভোলানাথ শীল

চাষী ,, মণীন্দ্র মোহন ভৌমিক

জনৈক যুবক ,, জয়ন্ত গাঙ্গুলী

জনৈক ব্যক্তি ,, রমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দুখিয়া ,, সুনীল ঘোষ

মনিরাম ,, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়

ভৃত্য ,, নলিনী ভট্টাচার্য্য

বিলাতী ,, শ্রীমতী লীলাবতী (করালী)

ন্যানো ,, লাবণ্য

ক্ষীরোদা বৈষ্ণবী ,, প্রভা